একটি অছিলা। যেই ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হুজুরের মাজার মোবারকে অসিল না সে নিজের নফছের উপর বড় জুলুম করিল। চার মজহাবের ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে একমত যে হুজুরের কবর জিয়ারতের এরাদা করা মোস্তাহাব, কেহ কেহ উহাকে ওয়াজেবও লিখিয়াছেন। হজরত এবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি হজ্ব সম্পাদন করিয়া আমার কবর জিয়ারত করিল সে যেন জীবিতাবস্থায় আমার সহিত মোলাকাত করিল। অন্য হাদীছে আছে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া গেল। রেওয়ায়েতে আছে হুজুর বলেন যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আমাকে ছালাম করিল আমি তাহার ছালামের উত্তর দিয়া থাকি। শরহে কবীরে লিখিত আছে হজ্ব করার পর হুজুর এবং হুজুরের দুই সাথী হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর (রাঃ)-এর জিয়ারতের জন্য যাওয়া মোস্তাহাব।

(১) عن بن عمر (رض) قال قال رسول الله ص من زار قبرى وجبت له شفاعتى - (دارقطنى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি আমার জিয়ারত করিল তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইয়া গেল।

(২) عن ابن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء نى زائرا لا يهمه الا زيارتى كان حقا على ان اكون له شفيعا - (طبرانى)

হুজুর এরশাদ করেন যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আমার জিয়ারতের জন্য আসিল ইহাতে তাহার অন্য কোন নিয়ত ছিল না তাহার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য জরুরী হইয়া গেল।

দুনিয়ার বুকে এমন কে আছে যাহার জন্য হাশর ময়দানের মহা সংকটের দিন আমার প্রিয় নবীর সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না, আর কত বড় ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যার জন্য সেই দয়াল নবী সুপারিশের জিম্মাদারী নিতেছেন।

আল্লামা জরকানী লিখিতেছেন। এখানে সুপারিশের অর্থ হইল খুছুছী সুপারিশ। বেহেশতেই সম্মান বৃদ্ধির জন্য বা কঠিন সংকটে নিরাপত্তার জন্য অথবা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য।

এবনে হাজার মক্কী বলেন হুজুরের জিয়ারতের সহিত মসজিদে নব্বীতে এতেকাফের নিয়ত, ছাহাবাকে জিয়ারতের নিয়ত এমন কি মসজিদে নব্বীর জিয়ারতের নিয়ত করা হুজুরের জিয়ারতের পরিপন্থী নয়। হানাফী মজহাবের বিখ্যাত ইমাম এবনে হামাম বলেন হাদীছের মর্মানুসারে শুধু কবর মোবারকের নিয়তই হওয়া উচিত। মোল্লা জামী (রঃ) এক সময় শুধু জিয়ারতের নিয়তে ছফর করেন, উহাতে হজ্বকেও শামিল করেন নাই। মহব্বত ইহাকেই বলে।

(৩) عن ابن عمر رض قال قال رسول الله ص من زارنى بعد وفاتى فكانما زارنى فى حياتى - (بيهقى طبرانى)

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন আমার মৃত্যুর পর যে আমার জিয়ারত করিল সে যেন জীবিতাবস্থায় আমার সহিত জিয়ারত করিল।

হাদীছের অর্থ এই নয় যে সে ছাহাবী হইয়া যাইবে বরং উদ্দেশ্য হইল আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জীবিত আছেন, ব্যাপারট এমন হইল যেমন কোন ব্যক্তি নবী ছাহেবের ঘরের দরজায় পৌঁছিয়া বাহিরে দাড়াইয়াই সাক্ষাত করিয়া আসিল।

মদীনায়ে মোনাওয়ারা হজ্বের আগে যাইবে না পরে যাইবে

মদীনা শরীফ হজ্বের আগে যাওয়া উচিত না পরে ইহাতে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এবনে হাজার লিখিয়াছেন অধিকাংশ মাশায়েখের মত হইল হজ্ব প্রথমে করিতে হয়। তবে যদি এই কথা পরিষ্কার জানা থাকে যে তাড়াহুড়া না করিয়া জিয়ারত শান্তভাবে করিয়া ধীরেস্থীরভাবে হজ্ব করা যায় তবে জিয়ারত আগে করাই ভাল। মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন ফরজ হজ্ব হইলে হজ্ব আগে আদায় করিবে। কিন্তু শর্ত হইল মদীনা শরীফ পথে না হওয়া চাই। কারণ উহা পথে পাড়লে হুজুরের জিয়ারত ব্যতীত সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বড় অন্যায়ের কথা। তবে হজ্বের সময় সূচীতে যেন কোন ব্যাঘাত না হয়। আর যদি হজ্ব নফল হয় তবে ইচ্ছা, জিয়ারত আগেও করা যায় এবং পরেও করা যায়। তবে উত্তম হইল হজ্ব আগে করা, যেহেতু ঐ ছুরতে গোনাহ হইতে পাক-ছাফ হইয়া নবীজীর দরবারে হাজির হওয়া যায়।

(৪) عن رجل من ال الخطاب عن النبى ص قال من زارنى

متعمدا كان فى جوارى يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات فى احد الحرمين بعثه الله من الامنين - (بيهقى)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার জিয়ারত করিবে কেয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হইবে আর যে মদীনা শরীফে বসবাস করিয়া ওখানের দুঃখ-কষ্টের উপর ছবর করিবে তাহার জন্য কেয়ামতের দিন আমি সাক্ষী থাকিব এবং সুপারিশ করিব। আর যেই ব্যক্তি হারামে মক্কা অথবা হারামে মদীনায় মারা যাইবে সে কেয়ামতের দিন নিশ্চিন্ত থাকিবে। (বয়হকী)

(৭) عن ابن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى -

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি হজ্ব করিল আর আমার জিয়ারত করিল না, সে আমার উপর জুলুম করিল। বাস্তবিকই হুজুর (ছঃ)-এর উম্মতের উপর যে অপরিসীম দয়া ও এহছান উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন উম্মত দরবারে হাজির না হইল তবে এর চেয়ে জুলুমের কথা আর কি হইতে পারে।

(৬) عن انس رض قال لما خرج رسول الله ص من مكة اظلم منها كل شئ ولما دخل المدينة اضاء منها كل شئ فقال رسول الله ص المدينة بها قبرى وبها بيتى وتربتى وحق على كل مسلم زيارتها - (ابو داؤد)

হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন হুজুরে পাক (ছঃ) যখন হিজরতের সময় মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন মক্কার যাবতীয় বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, আর যখন মদীনা পৌঁছিলেন তখন সেখানের যাবতীয় বস্তু আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। হুজুর এরশাদ করেন মদীনা আমার ঘর সেখানে আমার কবর হইবে এবং মদীনার জিয়ারত করা প্রত্যেক মুছলমানের উপর জরুরী।

সেই পবিত্র ভূমির জিয়ারত প্রত্যেকের জন্য জরুরী। আর ঐ সব মুছলমান কতই না ভাগ্যবান যাহারা সেই প্রিয় নবীর প্রিয়তম শহরে

বসবাস করে।

(৭) عن انس رض قال قال رسول الله ص من زارنى فى المدينة محتسبا كان فى جوارى وكنت له شفيعا يوم القيامة - (بيهقى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি মদীনায়ে মোনাওয়ারা আসিয়া ছওয়াবের নিয়তে আমার জিয়ারত করিল সে আমার প্রতিবেশী হইবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব।

এখানে হাদীছের শব্দ জাওয়ার যদি জীমের উপর পেশ দিয়া জোয়ার হয় তবে অর্থ হইবে সেই ব্যক্তি আমার আশ্রয়ে আসিয়া যাইবে। সেই মহাসংকটের দিন, যে ব্যক্তি হুজুরের আশ্রয়ে আসিবে তাহার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে হইতে পারে।

(৮) عن ابن عباس من حج الى مكة ثم قصدنى فى مسجدى كتب له حجتان مبرورتان - (اخرج الديلمى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি হজ্বের জন্য মক্কা শরীফ যাইবে অতঃপর আমার এরাদা করিয়া আমার মসজিদে আগমন করিবে তাহার জন্য দুইটা মাকবুল হজ্বের ছওয়াব লেখা হইবে।

(৯) عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم على عند قبرى الا رد الله على روحى حتى ارد عليه السلام - (رواه احمد)

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন কোন ব্যক্তি যখন আমার কবরের পাশে আসিয়া আমার উপর ছালাম পড়ে তখন আল্লাহ পাক আমার মধ্যে রূহ আনিয়া দেন এবং আমি তাহার ছালামের উত্তর দিয়া থাকি।

এবনে হাজার শরহে মানাছেকের মধ্যে লিখিয়াছেন আমার রূহ আমার মধ্যে আনার অর্থ হইল আমার মধ্যে কথা বলিবার শক্তি দান করেন। কাজী এয়াজ বলেন হুজুরের রূহ মোবারক আল্লার দরবারে এবং দীদারে ডুবিয়া থাকে, কেহ ছালাম করিলে উত্তর দেওয়ার চেতনে আসিয়া যায়।

(১০) وقال ابن ابى ذئب سمعت بعض من ادركت يقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبى ص فتلا هذه الاية

ان الله وملائكته يصلون على النبى ثم يقول صلى الله عليك يا محمد من يقو لها سبعين مرة نا داه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة -

বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি হুজুরের কবরের পাশে দাঁড়াইয়া এই আয়াত পড়িবে ইন্নাল্লাহা অ-মালায়েকাতাহু……তারপর সত্তর বার "ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মোহাম্মাদু" বলিবে তখন একজন ফেরেশতা বলে—হে লোকটি : তোমার উপর আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করিতেছেন। এবং তাহার সমস্ত হাজত পুরা করিয়া দেওয়া হয়।

মোল্লা আলী কারী বলিয়াছেন, 'ইয়া মোহাম্মাদু' পড়া ভাল না ইয়া রাছুলুল্লাহ পড়া বেশী ভাল। আল্লামা জরকানী বলেন হুজুরের নাম নিয়া ডাকা নিষেধ আসিয়াছে তাই ইয়া মোহাম্মাদু'র পরিবর্তে ইয়া রাছুলুল্লাহ পড়া উত্তম। তবে সব দোয়া-দুরূদ নামসহ বর্ণিত আছে ঐগুলিতে নাম লইলে কোন দোষ নাই। হজরত শায়েখ বলেন এই নাপাক অধমের খেয়ালে তোতার মত মানি মতলব না জানিয়া পড়ার চেয়ে সত্তর বার আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ পড়া সবচেয়ে উত্তম। আল্লামা জরকানী বলেন সত্তর বারের বিশেষত্ব এইজন্য যে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এই সংখ্যাটির একটা বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কোরান শরীফে আল্লাহ পাক মোনাফেকদের শানে ফরমাইয়াছেন, "হে নবী আপনি যদি তাহাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা চাহেন তবুও আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।"

(১১) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص من صلى على عند قبرى سمعة ومن صلى على نا ئيا كفى امر دنياه واخرته وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة - (بيهقى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিয়া থাকি। আর যে দূর হইতে আমার উপর দরূদ পড়ে আল্লাহ পাক দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় প্রয়োজন তাহার মিটাইয়া দেন। এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সাক্ষী দিব তাহার জন্য সুপারিশ করিব।

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাক ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে আমার নিকট ছালাম পৌঁছাইয়া থাকে। ছোলায়মান বিন ছোহায়েম বলেন আমি হুজুর (ছঃ)-কে স্বপ্নে জিয়ারত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ : যাহারা খেদমতে হাজির হইয়া ছালাম করে তাহাদের বিষয় আপনার কি এলেম হইয়া থাকে? হুজুর বলেন হাঁ আমি তাহাদিগকে জানি এবং তাহাদের ছালামের জওয়াবও দিয়া থাকি।

(১২) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد - المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا - (متفق عليه)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে ছফর করিবে না, হারাম শরীফের মসজিদ, মসজিদে আকছা এবং আমার এই মসজিদ। (বোখারী)

কিছু সংখ্যক ওলামা এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে রওজায়ে পাকের নিয়তে ছফর করাও নিষেধ, যাইতে হইবে মসজিদে নববীর নিয়তে। অবশ্য সেখানে পৌঁছিলে রওজায়ে পাকের জিয়ারত করিতে কোন অসুবিধা নাই। তবে সম্মিলিত ওলামায়ে কেরামের অভিমত হইল যে, শুধু নিয়ত করিয়া কোন মসজিদের ছফর করিতে হইলে এই তিন মসজিদ ব্যতীত মসজিদের নিয়ত করিয়া যাওয়া না জায়েজ হাঁ ইহার অর্থ এই নয় যে অন্য তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন ছফর নাজায়েজ। বরং হাদীছে বর্ণিত আছে আমি তোমাদিগকে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এখন আবার অনুমতি দিতেছি জিয়ারত করিতে পার। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আম্বিয়ায়ে ও আওলিয়ায়ে কেরামের মাঝারে জিয়ারতের জন্য যাওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ। তদুপরি বিভিন্ন সূত্রে জেহাদের ছফর, তলবে এলেমে'র ছফর, হিজরতের ছফর, ব্যবসায়ের জন্য ছফর, তাবলীগীছফর ইত্যাদির জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

শায়েখ অলি উদ্দিন এরাকী বলেন যে আমার পিতা জয়নুদ্দিন এরাকী এবং শায়েখ আবদুর রহমান এবনে রজব হাম্বলী হজরত ইব্রাহীম খলিলের জিয়ারতে চলিয়াছিলেন। যখন শহরের নিকটবর্তী হইলেন তখন এবনে রজব বলিতে লাগিলেন আমি খলিলুল্লার মসজিদে নামাজ পড়িবার নিয়ত

করিয়া লইলাম, যেন জিয়ারতের নিয়ত না থাকে। আমার পিতা বলিলেন আপনিত হুজুরের এরশাদের বিপরীত করিলেন, হুজুর ফরাইয়াছেন তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য ছফর করা যায় না। অথচ আপনি চতুর্থ এক মসজিদের নিয়ত করিয়া ফেলিলেন। আর আমি হুজুরের এরশাদের উপর আমল করিয়াছি হুজুর এরশাদ করেন তোমরা কবর জিয়ারত করিতে থাকিবে। এমন কোন হাদীছ নাই যে যাহাতে নবীদের কবরকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমি হুজুরের এরশাদ মোতাবেক আমল করিয়াছি। (জরকানী) ছাহাবা এবং তাবেয়ীনের কবর জিয়ারতের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

(১) আল্লামা শিবলী লিখিয়াছেন, শিরিয়া হইতে মদীনা পর্যন্ত জিয়ারতের জন্য হজরত বেলালের ছফর মজবুত দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে রেওয়ায়েত আছে বায়তুল মোকাদ্দাছ বিজয়ের পর হজরত বেলাল (রাঃ) হজরত ওমরের নিকট অনুমতি চাহিলেন যে আমাকে এখানে থাকিতে দেওয়া হউক। আসল কথা হুজুরের এন্তেকালের পর মদীনায় অবস্থান করা ও হুজুরের স্থান শূন্য দেখা তাঁহার জন্য অসহ্য হইয়া গিয়াছিল। হজরত ওমর অনুমতি দিলেন ও সেখানে তিনি বিয়েশাদী করেন। একদিন তিনি স্বপ্ন যোগে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলেন। হুজুর (ছঃ) তাঁহাকে বলিলেন হে বেলাল। ইহা কত বড় জুলুমের কথা যে তুমি একবারও আমার নিকট আসিতেছ না। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই তিনি মদীনায়ে মোনাওয়ারা রওয়ানা হইয়া আসিলেন, হুজুরের কলিজার টুকরা হজরত হাছান এবং হোছায়েন তাঁহাকে আজান দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, নবীজীর আদরের দুলাল নাতিদ্বয়ের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আজান দিতে আরম্ভ করিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বহু বৎসর পর হুজুরের জমানার আজানের শব্দ শুনিবা মাত্র সারা মদীনায় এক মর্মস্পর্শী শোকের রোল পড়িয়া গেল। এমন কি আনছার ও মোহাজেরদের পর্দানশীন মেয়েলোকগণ পর্যন্ত ক্রন্দন করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। এখানে স্বপ্ন দ্বারা জিয়ারতের কোন প্রমাণ লওয়া হয় নাই বরং হজরত বেলালের ছফরের দ্বারা লওয়া হইয়াছে।

(২) হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজ সামদেশ হইতে উট ছওয়ার শুধু রওজায়ে পাকে তাঁহার ছালাম জানাইবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন

(৩) ইহুদীদের বিখ্যাত পণ্ডিত হজরত কা'বে আহবার যখন ইছলাম গ্রহণ করেন তখন আনন্দিত হইয়া হজরত ওমর তাঁহাকে হুজুরের কবর জিয়ারতের জন্য মদীনায় আসিতে বলেন। সে উহা কবুল করিয়া মদীনায় আসিয়াছিল।

(৪) মোহাম্মদ বিন ওবায়দুল্লাহিল আতাবী বলেন আমি হুজুরের রওজায়ে আকদাছে হাজির হওয়ার পর একদিকে বসিয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে একজন উট ছওয়ার বেদুইনের মত ছুরত হাজির হইল ও আরজ করিল, হে সর্বশ্রেষ্ঠ রাছুল। আল্লাহপাক আপনার উপর কোরান শরীফ নাজেল করিয়া ফরমাইয়াছেন—

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما -

"যদি ইহারা যাহারা আপন নফছের উপর জুলুম করিয়াছে আপনার নিকট আসিত এবং আল্লার নিকট আপন গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রাছুলুল্লাহ্ ও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিতেন তবে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহকে তওবা কবুলকারী এবং অতিশয় মেহেরবান পাইত।"

হে আল্লার রাছুল। আমি আপনার খেদমতে হাজির হইয়াছি এবং আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই ব্যাপারে আমি আপনার সুপারিশের প্রত্যাশা করিতেছি। এই বলিয়া সেই বেদুইন খুব কাঁদিতে লাগিল এবং এই বয়াত পড়িতে লাগিল।

يا خير من دفنت بالقاع اعظمه
فطاب من طيبهن القاع والاكم

হে সর্বশ্রেষ্ঠ জাত! ঐসব লোকের মধ্যে যাহাদের হাড়সমূহ সমতল ভূমিতে দাফন করা হইয়াছে যদ্দ্বারা জমীন এবং টিলাসমূহের সৌরভ ছড়াইয়া গিয়াছে।

نفسى الفداء لقبر انت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم

"আমার প্রাণ উৎসর্গ ঐ কবরের উপর যেখানে আপনি শায়িত আছেন যেখানে রহিয়াছে পবিত্রতা, যেখানে রহিয়াছে দান এবং বখ্শিশ।

তারপর লোকটি এস্তেগফার করিয়া চলিয়া গেল। আতাবী বলেন

আমার একটু চক্ষু লাগিয়া গেল এবং আমি স্বপ্নে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলাম। হুজুর আমাকে বলিলেন। যাও সেই বন্ধুকে বল যে আমার সুপারিশে আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। আল্লামা নববী সেই লোকটার পড়া আরও দুইটি বয়াত বর্ণনা করেন—

انت الشفيع الذى نرجى شفاعته

على الصراط اذا ما زلت القدم

"আপনি এমন সুপারিশ করনেওয়ালা যাঁহার সুপারিশের আমরা ঐ সময় আশা রাখি যখন পুলছেরাতের উপর মানুষের পদস্খলন হইতে থাকিবে।"

وما حبابك لا انساهما ابدا

منى السلام عليكم ما جرى القلم

"এবং আমি আপনার দুই সাথীদিগকে ত কখনও ভুলিতে পারিব না। আমার তরফ হইতে আপনাদের উপর পর্যন্ত ছালাম বর্ষিত হউক যতদিন পর্যন্ত লিখিবার জন্য কলম চলিতে থাকিবে।"

নবম পরিচ্ছেদ

রওজায়ে পাক জিয়ারত করিবার আদব

উর্দু ফারসি ভাষায় আজ পর্যন্ত যত কিতাব হজ্ব সম্পর্কে লেখা হইয়াছে উহার প্রত্যেকটাতেই রওজায়ে মোবারকে হাজির হওয়া এবং জিয়ারতের আদবসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ফকীহ্ এছহাকবিন্ ইব্রাহীম লিখিয়াছেন: ইছলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত এই ধারা চলিয়া আসিতেছে যে, যেই ব্যক্তিই হজ্ব করিবে সেই ব্যক্তি মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির হয় এবং মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে ও রওজায়ে পাক জিয়ারত করিয়া বরকত হাছেল করে রওজা এবং মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান এবং হুজুর (ছঃ) যেখানে বসিয়াছেন হাত লাগাইয়াছেন ইত্যাদি স্থান হইতে বরকত হাসিল করে। মোল্লা কারী লিখিয়াছেন এইসব বিষয়ের মধ্যে একমাত্র রওজার জিয়ারতই আসল নিয়ত হওয়া উচিত বাকী অন্যান্য জিনিষের আনুসাঙ্গিক নিয়ত হওয়া উচিত। ছাহাবায়ে কেরামের জমানা হইতে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুছলমান যদি

রওজায়ে পাকের জিয়ারতের জন্য না গিয়া শুধু মসজিদে নববীর নিয়তে যাইত তবে বায়তুল মোকাদ্দাছের জিয়ারতের জন্য কমপক্ষে তার দশ ভাগের এক ভাগও যাইত। কেননা মনোনীত তিন মসজিদের মধ্যে উহাও ত একটি মসজিদ। হাম্বলী মাজহাবের দলীলুত্তালেব কিতাবে রওজা শরীফের জিয়ারতকে ছুন্নত এবং মসজিদে নববীতে নামাজ পড়াকে মোস্তাহাব বলা হইয়াছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে জিয়ারতের সময় ছালাম এবং আদাবের তরীকা বয়ান করা যাইতেছে।

محبت تجھکو اداب محبت خود سکھا دیگی

"মহব্বত স্বয়ং তোমাকে মহব্বতের তরীকা শিখাইয়া দিবে।"

(১) হজ্ব প্রথমে করা ভাল না জিয়ারত প্রথমে করা ভাল ইহার বিস্তারিত বর্ণনা অষ্টম পরিচ্ছেদের তৃতীয় হাদীছে করা হইয়াছে।

(২) যখন জিয়ারতের এরাদা করিবে তখন নিয়ত কি করিতে হইবে ইহাতে মতভেদ আছে। অনেকের মতে রওজায়ে পাকের নিয়তের সাথে সাথে মসজিদের নিয়তও লইবে। ইহাতে কোন প্রকার প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। শায়েখ এবনে হুমান ফতহুলকাদীরে লিখিয়াছেন, শুধুমাত্র হুজুরের জিয়ারতের নিয়তই হওয়া চাই, ইহাতে হুজুরের একরামও বেশী করা হইল এবং "আমার জিয়ারত ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।" এই হাদীছের উপরও আমল করা হইল। হাঁ পরে আবার কোন সময় আল্লাহ পাক তৌফিক দান করিলে কবর শরীফের সাথে সাথে মসজিদের জিয়ারতের নিয়তও করিয়া লইবে। কুতুবে আলম হজরত গঙ্গুহী (রঃ) এর ইহাই অভিমত।

(৩) যখন জিয়ারতের নিয়তে ছফর করিবে চাই কবর শরীফের জিয়ারত হউক বা মসজিদের জিয়ারত ছফর হউক তখন খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়ত করিয়া লইবে। কোন প্রকার রিয়া, অহংকার, নেকনামীর খেয়াল বিলাশ ভ্রমণ বা দুনিয়াবী অন্য কোন উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরেও যেন না থাকে। অথবা লোকে বলিবে যে কৃপণতা বশতঃ মদীনা যায় নাই। এইসব অনর্থক ধ্যান-ধারণা অন্তরে আসিলে নিজের সমস্ত পরিশ্রম ফাও হইয়া যাইবে এবং যাবতীয় অর্থ ব্যয় বৃথা নষ্ট হইবে।

(৪) মোল্লা আলী কারী বলেন নিয়ত খালেছ হওয়ার চিহ্ন হইল ফরজ এবং ছুন্নতসমূহ যথারীতি আদায় হওয়া। উহাতে ত্রুটি হইলে মনে

করিতে হইবে যে জিয়ারতের দ্বারা জান এবং মালের নোকছান ব্যতীত আর কোন লাভ হয় নাই। বরং তওবা কাফফারা আদায় করা জরুরী হইয়া গেল। আমার খেয়ালে যদি ছফরের হালতে ছুন্নতের হুকুমে কিছুটা হাল্কা হইয়া যায় তবুও মদীনায়ে পাকের ছফরে খুব গুরুত্বসহকারে ছুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যথাসম্ভব তালাশ করিয়া হুজুরের আমল এবং আদতসমূহের তাবেদারী করার চেষ্টা করিলে শান মোতাবেক ছফর হইবে।

(৫) এই ছফরে নেহায়েত ধ্যানের সহিত দরূদ শরীফ খুব বেশী বেশী করিয়া পড়িবে। মোল্লা আলী কারী বলেন এই ছফরে ফরজ এবং জীবিকার প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া বাকী সব সময় দরূদ শরীফ পড়িয়া কাটাইবে। এমন কি এব্নে হাজার লিখিয়াছেন এই ছফরে দরূদ শরীফ পাঠ করা কোরান তেলাওয়াতের চেয়েও বেশী ছওয়াব। কেননা উহা একটি সাময়িক অজিফা। হাঁ স্বাভাবিকভাবে কোরান তেলাওয়াত হইল শ্রেষ্ঠ নফল এবাদত। কিন্তু যেখানে যেখানে খাছ খাছ অজিফার হুকুম আসিয়াছে, সেখানে সেখানে তেলাওয়াতের চেয়ে ঐসব অজিফা পড়া উত্তম। যেমন রুকু ছেজদায় ভিন্ন ভিন্ন তাছ্বীহ পড়ার হুকুম আসিয়াছে। উহাতে যদি কেহ তেলাওয়াত করিল তবে মাকরূহ কাজ করিল।

(৬) মনের আবেগ ও আগ্রহ বর্ধিত করিবে এবং যতই প্রিয়তম মাহবুবের শহর নিকটবর্তী হইবে ততই আবেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকিবে

وعدۂ وصل چوں شود نزدیک
آتش شوق تیز تر گردد

মিলনের ওয়াদা যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে আবেগের অগ্নি ততই প্রজ্জলিত হইতে থাকে। কখনও কখনও অধিক আগ্রহের জন্য আবেগ-জনিত কণ্ঠে আমার প্রিয় নবীর প্রশংসামূলক "না'ত" কবিতা পাঠ করিতে থাকিবে।

(ক) ইহা পাকিস্তান অনুবাদকের পক্ষ হইতে—
যেমন পড়িবে—

نصیبہ کا سکندر ہے وہی اس دار فانی میں
مدینہ کی زیارت ہو جسے اس زندگانی میں
دکھا دے یا الٰہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے
جہاں پر رات و دن مولیٰ تری رحمت برستی ہے

کئی بود یا رب کہ رود ریثرب و بطحا کنم
گہ بمکہ منزل و گہ در مدینہ جا کنم
بر در باب السلام ایم و گریم زار زار
گہ بباب جبرائیل از شوق واویلا کنم
گرد صحرائے مدینہ بویت آمد یا رسول
جان خود را من فدائے خاک آنصحرا کنم

তা-ছাড়া সম্ভব হইলে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর কোন জীবনী পড়িয়া লইবে অথবা শুনিয়া লইবে। আপোষের মেলামেশার মজলিসে হুজুরের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ আলোচনা করিতে থাকিবে। এবং যতই মদীনায়ে পাক ঘনাইয়া আসিবে ততই খুশী এবং উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকিবে।

(৭) পথিমধ্যে যেখানে যেখানে হুজুরে আকরাম অথবা ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থান অথবা নামাজ পড়া জানা থাকিবে সেইসব জায়গার জিয়ারত এবং নামাজ, তেলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি আদায় করিবে। এইভাবে রাস্তায় যেইসব কুপের পানি বরকতের বলিয়া কিতাবে প্রমাণিত ঐসব কুপের জিয়ারত করিয়া যাইবে। ঐসবের মধ্যে জুল হোলায়ফার নিকটবর্তী মোয়াররাছ নামক স্থানে নামাজ পড়া শাফেয়ী মজহাবে ছুন্নতে মোয়াক্কাদা বলা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ উহাকে ওয়াজেবও বলিয়াছেন। (শরহে মানাছেকে নববী)

(৮) যখন মদীনায়ে তাইয়্যেবা একেবারে নিকটে আসিয়া যাইবে তখন শওক শওক এবং অধিক আগ্রহ ও আবেগের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। বারংবার বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে। এবং গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি ছওয়ারীকে খুব দ্রুত চালাইতে থাকিবে। হাদীছে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) যখন ছফর হইতে তাশরীফ আনিতেন এবং মদীনার নিকটবর্তী হইতেন তখন ছওয়ারীকে খুব দ্রুত চালাইতেন।

وابرح ما یکون الشوق یوما
اذا دنت الخیام الی الخیام

"সবচেয়ে অধিক আগ্রহ এবং আবেগ ঐদিন হইয়া থাকে। যেইদিন প্রেমিকের তাঁবুর নিকটবর্তী হইয়া যায়।"

(৯) যখন মাহবুবের শহর মদীনায়ে মোনাওয়ারা দৃষ্টিগোচর হইবে এবং উহার সুগন্ধিযুক্ত বাগানসমূহ নজরে আসিবে যাহা বী'রে আলীর পর হইতে দেখা যাইতে থাকে তখন উত্তম হইল ছওয়ারী হইতে নামিয়া পড়িবে এবং খালী পায়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে থাকিবে

ولما رأينا رسم من لم يدع لنا
فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا
نزلنا عن الاكوار منشى كرامة
لمن بان عنه ان نلم به ركبا

"যখন আমরা সেই মাহবুবের শহরের নিশানসমূহ দেখিলাম, যেইসব নিশান চিনিবার জন্য না আমাদের নিকট সেই অন্তর আছে না কোন বিবেক বুদ্ধি আছে। তখন আমরা আপন ছওয়ারী হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং উহার সম্মানে পায়দল চলিলাম কেননা মাহবুবের দরবারে ছওয়ার হইয়া যাওয়া মাহবুবের শানের পরিপন্থী. কথিত আছে যে আগের জমানার আমীর কবীর ও রাজা বাদশাহগণ ছয় মাইল দূরবর্তী জুল হোলায়ফা হইতে পদব্রজে গমন করিতেন। বাস্তবিক এই পায়ের বদলে যদি মাথা মাটির দিকে রাখিয়াও হাঁটা যায় তবও সেই পূর্ণ বিন্দুমাত্র হক ও আদায় হইবে না।"

لو جئتكم قاصدا اسعى على بصرى
لم اقض حقا واى الحق اديت

"আমি যদি তোমার খেদমতে পায়ের পরিবর্তে চক্ষুর সাহায্যে হাঁটিয়া আসিতাম তবুও আমি তোমার হক আদায় করিতে পারিব না।"

হে মাহবুব-মনিব! আমি যাহা করিতেছি তাহাতে তোমার হক কতটুকুই বা আদায় করিতেছি।

ولما رأينا من رجوع حبيبنا
بطيبة اعلاما اثرن لنا الحبا
وبالترب منها اذا كحلنا جفوننا
شفينا فلا باسا نخاف ولا كربا

"যখন মদীনায়ে মোনাওয়ারায় মাহবুবের মঞ্জিলের চিহ্নসমূহ নজরে পড়িল তখন সেইগুলি অন্তরের ভালবাসাকে উত্তেজিত করিয়া এবং যখন সেখানের মাটি চক্ষুতে সুরমা স্বরূপ ব্যবহার করিলাম তখন চক্ষুর যাবতীয়

রোগ দূর হইয়া গেল। এখন কোন প্রকার রোগও নাই আর কষ্টও নাই।"

(১০) হজরত কোজায়েল এবং নেওয়াজ (রঃ) মদীনায়ে পাকে পৌঁছিয়া দরূদ শরীফের পর এই দোয়া পড়েন—

اللهم هذا حرم نبيك فاجعله لى وقاية من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب -

"হে খোদা! এইত তোমার মাহবুবের হারাম আসিয়া গেল, উহাকে তুমি আমার জন্য আগুন এবং আজাব হইতে বাঁচিবার উছিলা বানাইয়া দাও। এবং হিসাবের দুরবস্থা হইতে বাঁচিবার উপায় করিয়া দাও।"

তারপর সেই পবিত্র শহরের খায়ের ও বরকত হাছিল করার জন্য, উহার আদব রক্ষা করিয়া চলিবার তওফীকের জন্য এবং কোন প্রকার বেআদবী বা অন্যায় আচরণে লিপ্ত না হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সহিত খুব বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবে।

(১১) সবচেয়ে উত্তম হইল শহরে প্রবেশ করিবার আগেই গোছল করিয়া লইবে। আগে সম্ভব না হইলে প্রবেশ করিবার পর জিয়ারতের পূর্বে অবশ্যই করিয়া লইবে। আর তাহাও সম্ভব না হইলে কমপক্ষে অজু ত নিশ্চয় করিবে। তবে গোছল করা উত্তম। কারণ যতবেশী পবিত্রতা হাছিল হইবে ততই ভাল। তারপর উৎকৃষ্ট পোষাক পরিয়া সুগন্ধি লইবেন। যেমন দুই ঈদ এবং জুমার জন্য লাগান হয়। কিন্তু খুব নম্রতা ভদ্রতা এবং ভয়ভীতির সহিত অগ্রসর হইবে।

বিখ্যাত আবদুল কয়েছ গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন হুজুর (ছঃ) এর দরবারে আসিয়াছিল তখন আনন্দে ও আবেগভরে তাহারা উটের পিষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল, ছওয়ারী এবং আছবাব সব ছাড়িয়া দৌড়াইয়া দরগাহে নববীতে হাজির হয়। কিন্তু তাহাদের সর্দার মোনজের বিন আযেজ যাহাকে শায়েখ আবদুল ফয়েজ বলা হইত তিনি আছবাব পত্র ও উটের সহিত আসিয়া সব সাথীদের ছামান পত্র ঠিকমত ঘুচাইয়া রাখিয়া দেন। তারপর গোছল করেন এবং নুতন-কাপড় পরিয়া আস্তে আস্তে খুব ভদ্রতার সহিত মসজিদে নব্বীতে হাজির হন। প্রথমে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়া দোয়া করেন অতঃপর হুজুরে পাকের দরবারে হাজির হন। তাহার চাল চলন পছন্দ করিয়া হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমার মধ্যে দুইটি অভ্যাস এমন আছে যাহা আল্লাহ

পাক পছন্দ করেন। প্রথমতঃ সহিষ্ণুতা, দ্বিতীয়তঃ ভদ্রতা। (মাজাহের)

(২) কোন কোন আলেম বলেন মসজিদে দাখেল হওয়ার পূর্বে অল্প হইলেও কিছুটা ছদকা করিয়া লইবে। সেই ছদকা মদীনাবাসীদের উপর খরচ হওয়া উত্তম। হাঁ অন্য লোক যদি বেশী অভাব গ্রস্থ হয় তবে তাহারা ও পাইতে পারে। আমার মতে ছদকা করার হুকুম এই আয়াত দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে আয়াতের অর্থ :

"হে ঈমানদারগণ! যখন রাছুলুল্লার সহিত তোমরা কথা-বার্তা বলিবে তখন তার পূর্বে কিছুটা ছদকা খয়রাত করিয়া লও। ইহা তোমাদের জন্য খুবই ভাল এবং পবিত্র। আর যদি তোমাদের মধ্যে ছদকা করার ক্ষমতা না থাকে তবে আল্লাহ পাক বড় ক্ষমতাশীল এবং দয়ালু।

অবশ্য এই হুকুম প্রথম অবস্থায় ওয়াজেব ছিল। পরে ইহা বাতেল হইয়া যায়। হজরত আলী বলেন এই আয়াতের উপর সর্ব প্রথম আমি আমল করিয়াছি। হুজুরের সহিত কথা বলার পূর্বে আমি এক দেরহাম করিয়া ছদকা করিতাম।

(১৩) শহরে যখন দাখেল হইতে থাকিবে বিশেষ দোয়া সমূহ পড়িতে পড়িতে খুব বিনয় ও খুশু খুজুর সহিত দাখেল হইবে। এত দিন যে আসিতে পারি নাই সেই জন্য দুঃখ করিবে। আখেরাতে হুজুরের জিয়ারত লাভ হইবার আকাংখা করিবে। এবং ভাগ্যে আছে কি-না সেই ভয় অন্তরে পোষণ করিবে। এবং বড় দরবারে হাজির হওয়ার সময় যেই প্রভাব অন্তরে পড়ে সেই ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে। অন্তরে হুজুরের আজমতের খেয়াল করিয়া তারপর দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে।

(১৪) যখন বহু আকাংখিত সেই 'কোব্বায়ে খাজরা" অর্থাৎ সবুজ গুম্বজ নজরে পড়িবে তখন হুজুরের আজমত, এবং উচু শান ইত্যাদি মনের মধ্যে হাজির করিয়া এই কথা চিন্তা করিবে যে সারা মাখলুকের সেরা মানব আম্বিয়ায়ে কেরামের সর্দার ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ জাত এই কবরে শায়িত আছেন। আরও মনে করিবে যেই জায়গা হুজুরের শরীর মোবারকের সহিত মিলিত আছে উহা আল্লাহ পাকের আরশ হইতে ও শ্রেষ্ঠ, কা'বা হইতেও শ্রেষ্ঠ কুরছি হইতেও শ্রেষ্ঠ এমনকি আছমান ও জমীনের মধ্যে অবস্থিত যে কোন স্থান হইতে ও শ্রেষ্ঠ।

(১৫) শহরে প্রবেশ করিবার পর সর্ব প্রথম মসজিদে নব্বীতে হাজির হইতে হইবে। তবে মেয়েলোক অথবা ছামান পত্র থাকিলে ভিন্ন কথা

ওলামাদের সর্ব সম্মত অভিমত হইল যে সর্বপ্রথম মসজিদেই হাজির হইতে হইবে। কারণ হুজুরের ও আমল ছিল ছফর হইতে আসিলে প্রথম মসজিদে হাজির হইতেন।

(১৬) মেয়েলোকদের জন্য সংগত হইল তাহারা যদি দিনের বেলায় শহরে প্রবেশ করে তবে যেন কিছুটা অপেক্ষা করিয়া রাত্রি বেলায় মসজিদে হাজির হয়।

(১৭) মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়া প্রবেশ করিবে। এবং মসজিদে ঢুকিবার দোয়া আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা ইত্যাদি দোয়া পড়িয়া লইবে এবং এ'তেকাফের নিয়ত করিয়া লইবে। যে কোন মসজিদে প্রবেশের সময় যদি এ'তেকাফের নিয়ত করিয়া লওয়া হয় তবে বিনা কষ্টে অনেক ছওয়াব লাভ করা যায়।

(১৮) মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় বাবে জিব্রীল দিয়া প্রবেশ করাই উত্তম। কেননা হুজুরে পাক (ছঃ) প্রায় সময় ঐ দরজা দিয়াই প্রবেশ করিতেন। সম্ভবতঃ সেই দরজার নিকটেই আম্মাজানদের হুজরা সমূহ ছিল। তবে অন্য কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেও কোন ক্ষতি নাই।

(১৯) মসজিদে প্রবেশ করিবার পর বিনয় নম্রতা এবং খুশু খুজু যতটুকু সম্ভব ততটুকু পালন করিবে। সেখানের মনোরম দৃশ্য, কালীন গালিচা, ঝাড়, ফানুস বিজলী বাতি ইত্যাদির সৌন্দর্য্যে লাগিয়া যাইবে না, বরং সেই দিকে ভ্রুক্ষেপও করিবে না। নেহায়েত আদব এবং ভদ্রতার সহিত নীচের দিকে নজর রাখিয়া খুব বেশী আদব এবং এহতেমামের সহিত অগ্রসর হইবে। বে-পরওয়া এবং বে-আদবীর লেশ মাত্রও যেন কোন কাজে কর্মে প্রকাশ না পায়। বহুত বড় উচু দরবারে আসিয়া পৌছিয়াছ। বড় সাবধানতার সহিত লক্ষ্য রাখিবে যেন কোন প্রকার বে-আদবীর দরুণ বঞ্চিত না হইতে হয়।

(২০) মসজিদে প্রবেশ করার পর সর্ব প্রথম রওজায়ে পাকে হাজির হইবে উহা মিম্বার এবং কোব্বা শরীফের মধ্যখানে অবস্থিত। উহাকে রওজা এইজন্য বলা হয় যে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার কবর এবং মিম্বরের মাঝখানের স্থানটা বেহেশতের বাগিচা সমূহ হইতে একটি বাগিচা। রওজা বাগিচাকে বলা হয়। বাবে জিব্রীল দিয়া প্রবেশের সুযোগ হইলে হুজুরা শরীফের পিছন দিয়া রওজার মধ্যে যাইবে তাহা হইলে সামনে দিয়া যাইবার সময় ছালাম ব্যতীত যাইতে হইবে না।

(২১) রওজায়ে মোকাদ্দাছে পৌছিয়া প্রথমে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িবে। মসজিদে হাজির হওয়ার পর হুজুরে পাকের দরবারে

হাজির হওয়ার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া উত্তম। কেননা নামাজ হইল আল্লার হক, আর হুজুরের হকের চেয়ে আল্লার হক আগে আদায় করিতে হইবে। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন আমি ছফর হইতে আসিয়া হুজুরের খেদমতে হাজির হই। হুজুর তখন মসজিদে ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়াছ? আমি বলিলাম পড়ি নাই। হুজুর বলিলেন প্রথমে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়া আস, তারপর আমার সহিত দেখা কর।

(২২) তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকাতে ছুরায়ে কুলইয়া এবং ছুরায়ে কুল হুয়াল্লাহ পড়া উত্তম। কেননা প্রথম ছুরায় শেরেককে অস্বীকার করা হয় আর দ্বিতীয় ছুরায় আল্লার তাওহীদকে স্বীকার করা হয়।

(২৩) ওলামাগণ লিখিয়াছেন হুজুর (ছঃ) এর খাড়া হওয়ার স্থানে বরকতের জন্য খাড়া হওয়া উত্তম। জুবদা নামক গ্রন্থে সেই নির্দিষ্ট স্থানের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, মিম্বর ডান কাঁধের বরাবর থাকিবে এবং ঐ খুঁটি যাহার সামনে সিন্দুক রহিয়াছে সামনে থাকিবে। এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী ও এইভাবে লিখিয়াছেন যে ঐ খুঁটি যাহার নিকট সিন্দুক রহিয়াছে মুখের সামনে থাকিবে, এবং মসজিদের কেবলার দিকের দেওয়ালে অঙ্কিত দায়েরা সামনে থাকিবে। কিন্তু শরহে মানাছেকে এবনে হাজার লিখিয়াছেন, বর্তমানে সেখানে সিন্দুক নাই উহা জ্বলিয়া গিয়াছে, বরং এখন সেখানে একটি মেহরাব বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাকে মেহরাবুন্নবী বলা হয়। প্রাচীন ওলামারা সকলেই সেখানে দণ্ডায়মান হওয়াকে উত্তম বলিয়াছেন এই জন্য সেই বরকত ওয়ালা স্থানের এহতেমাম করা উচিত। কিন্তু এই নাপাক জাকারিয়া মদীনায়ে পাকে এক বৎসর থাকা সত্বেও সেই মোবারক স্থানে একবারও দাঁড়াইবার সাহস হয় নাই এই জায়গা যদি কোন কারণবশতঃ হাছিল না হইল তবে সমস্ত রওজার যে কোন এক স্থানে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়া লইবে।

(২৪) তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করার পর আল্লাহ পাকের লক্ষ লক্ষ শোকরিয়া এই মনে করিয়া আদায় করিবে যে তিনি আমাকে এত বড় নেয়ামত দান করিয়াছেন। এবং হজ্ব ও জিয়ারত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবে। দুই রাকাত শোকরানা নামাজ পড়িলেও চলিবে। ওলামায়ে কেরাম এই সময় শোকরের একটি

সেজদা আদায় করার কথা লিখিয়াছেন। হানাফী মজহাবে শুধুমাত্র একটি সেজদা আদায় করার কোন বিধান নাই। কিন্তু হানাফীরাও এইস্থানে সেজদায়ে শোকরকে জায়েজ বলিয়াছেন। তবে শাফেয়ী মজহাবে ছেজদায়ে শোকর জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও এইখানে উহা আদায় করার বিধান নাই।

(২৫) মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি সেখানে ফরজ নামাজের জামাত শুরু হইয়া যায় তবে ফরজ নামাজেই শরীক হইয়া এবং তার সাথে সাথে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়ত করিয়া লইবে। আর যদি মাকরূহ ওয়াক্ত হয় তবে নফল পড়িবে না।

(২৬) নামাজ শেষ করিয়া কবর শরীফের দিকে রওয়ানা হইবে এবং অন্তরকে যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র রাখিবে এবং আপাদ মস্তক প্রিয়তম নবীজীর জাতের দিকে রুজু রাখিবে। ওলামারা লিখিয়াছেন যেইসব অন্তরে দুনিয়ার নাপাকী, খেলতামাশা, খায়েশ ইত্যাদি ভরপুর সেইসব অন্তরে ওখানের ফয়েজ ও বরকত কিছুই অনুভব হইবে না, বরং রাগ এবং নারাজীর আশংকাও বিদ্যমান। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীর দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। কাজেই প্রত্যেক মুছলমানকে সেই সময় আল্লাহ পাকের অফুরন্ত ক্ষমতা দান ও বখশিশের আশা রাখিবে এবং হুজুর (ছঃ) রহমাতুল্লিল আলামীনের উছিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

(২৭) যে কোন কবরে হাজির হইলে মুর্দার পায়ের দিক দিয়া হাজির হইবে। কেননা আল্লাহ পাক যদি মুর্দাকে জিয়ারতকারীকে কাশ্‌ফের দ্বারা দেখাইবার ইচ্ছা করেন তবে মুর্দা সহজেই তাহাকে দেখিতে পায়। মাথার দিক দিয়া আসিলে দেখিতে মুর্দার কষ্ট হয়, তার কারণ হইল মুর্দা ডান দিকে কাৎ হইয়া নজর করিলে নজর স্বাভাবিক ভাবে পায়ের দিকে পড়ে। তবে কেহ কেহ এখানে সাধারণ নিয়মের খেলাফ মাথার দিক দিয়া আসিতে বলিয়াছে। কারণ তাহিয়্যাতুল মসজিদ মাথার দিকে পড়া হইয়াছে। এখন যদি পায়ের দিকে যাইতে হয় তবে এক প্রকার তওয়াফের মত করিয়া পায়ের দিকে যাইতে হয়। আর কবরকে তাওয়াফ করা না জায়েজ। এ জন্য না জায়েজ কাজের সহিত মিল হইতে বাঁচিবার জন্য এখানে মাথার দিক দিয়া আসিতে

বলা হইয়াছে। তবে সাধারণ নিয়ম হইল যে কোন কবরে পায়ের দিক দিয়া আসিতে হইবে।

(২৮) কবর শরীফে হাজির হইলে মাথার দিকে দেওয়ালের কোনে যে খুঁটি আছে উহা হইতে তিন চার হাত দুরে দাঁড়াইবই এবং কেবলাকে পিছনে রাখিয়া বাম দিকে সামান্য ঝুকিয়া থাকিবে। এই হুরতে চেহারায়ে মোবারকের একেবারে সম্মুখে হইবে। ছাহেবে এতহাফ বলেন এই খুটি বর্তমানে পিতলের দেওয়ালের ভিতর গিয়াছে। মোল্লা আলী কারী বলেন দেওয়ালের মধ্যে লাগান রুপার কাঁটার বরাবর দণ্ডায়মান হইবে। এবনে হাজার বলেন চাঁদীর কাঁটার উপর যেখানে স্বর্ণের ঝুল রহিয়াছে উহা চেহারায়ে আনোয়ারের একেবারেই সামনে।

(২৯) দেওয়াল হইতে তিন চার গজ দুরে থাকিবে বেশী নিকট হইবে না কেননা উহা আদবের খেলাপ। দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিবে, সেখানে এদিক সেদিক দেখা শক্ত বেআদবী। হাত পা খুব নীরব নিস্তব্ধ থাকিবে এবং মনে করিবে হুজুরের চেহারা মোবারক এখন আমার সম্মুখে। আমি যে হাজির হইয়াছি হুজুর (ছঃ) তাহা জানেন। কিতাবে বর্ণিত আছে যতটকু বিনয়, আজেজী, এনকেছারী, নম্রতা, ভদ্রতা আদায় করা মানুষের দ্বারা যতটুকু সম্ভব তার চেয়ে বেশী করিবার চেষ্টা করিবে। কেননা যে হুজুরের উছিলায় দোয়া করিয়াছে তাহার দোয়াই কবুল হইয়াছে, মনে করিবে যেন আমি হুজুরের জীবিতাবস্থায় তাঁহার দরবারে হাজির হইয়াছি। কেননা উম্মতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে সেই সময় হুজুরের হায়াত এবং মওতের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না।

(৩০) তারপর হুজুরে পাক (ছঃ) এর উপর ছালাম পাঠ করিবে। বিভিন্ন বজুর্গাণ বিভিন্ন তরীকায় ছালাম পাঠ করিতেন আসল কথা হইল কবির ভাষায় এইরূপ—

یاں لب پہ لاکہ سخن اعطراب میں
واں اک خاموشی تری سب کے جواب میں

কোন কোন বুজুর্গ খুব সংক্ষিপ্ত শব্দে ছালাম পড়িতেন—

؟ ے زبانی ترجمان شوق بیحد ہو تو ہو
ورنہ پیش یار کام اتنی ہیں تقریریں کہیں

মোল্লা আলী কারী (রঃ) লিখিয়াছেন হযরত এবনে ওমর শুধু আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অ-রাহমাতুল্লাহে অ-বারাকাতুহু

পড়িতেন। হযরত গাঙ্গুহী (রঃ) বলেন ছালামের শব্দ বেশী হইলেও কোন ক্ষতি নাই তবে আগের জামানার বুজুর্গেরা এখানে সংক্ষিপ্ত ছালামকেই ভাল বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। হজরত এবনে ওমর শুধু মাত্র আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহে! আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া আবা বকরিন পড়িতেন। এই অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আসে যে ব্যক্তির ছালামের অর্থ জানা না থাকে তবে তোতা পাখীর মত শিখান শব্দ বাড়াইয়া বাড়াইয়া পড়ার চেয়ে নেহায়েত আদব এবং জওক শওকের সহিত আস্তে আস্তে থামিয়া "আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ পড়িতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জওক শওক বাড়তি অনুভব করিবে এই শব্দ সমূহ অথবা অনুরূপ কোন ছালাম বারংবার পড়িতে থাকিবে। প্রথম পরিচ্ছেদে ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ সত্তর বার পড়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। বান্দা নাচীজ থাকছার অনুবাদক যখন স্বপ্নযোগে……

(৩১) এই কথা খুব বেশী মনে রাখিবে যে ছালাম পড়ার সময় যেন কোন শোর গোল করা না হয়। বেশী আওয়াজ ও নয় এবং একেবারে চুপে চুপে ও নয় বরং এমন আওয়াজে পড়িবে যেন উহা কবর শরিফ পর্যন্ত পৌছিয়া যায়। নিজের বদ আমলের কথা স্মরণ করিয়া খুব লজ্জিত অবস্থায় পড়িতে থাকিবে। বোখারী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হজরত ছায়েব (রঃ) বলেন আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম, কোন এক ব্যক্তি আমার দিকে একটা পাথরের কণা নিক্ষেপ করিল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম তিনি হযরত ওমর (রাঃ) তিনি আমাকে ইশারায় ডাকিয়া বলিলেন এই দুই ব্যক্তি যে মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলিতেছে তাহাদিগকে আমার নিকট নিয়া আস। আমি তাহাদিগকে হযরত ওমরের নিকট লইয়া গেলাম। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের বাড়ী কোথায়? তাহারা বলিল আমরা তায়েফের অধিবাসী। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন তোমরা যদি এখানের অধিবাসী হইতে তবে মজা অনুভব করিতে। তোমরা হুজুরের মসজিদে কেন বড় আওয়াজে কথা বলিতেছ? অন্য হাদীছে আছে তোমাদিগকে এমন বেত্রাঘাত করিতাম যদ্দারা তোমাদের শরীর ব্যাথা হইয়া যাইত। বিদেশী লোক হওয়াতে রক্ষা পাইয়াছ।

হজরত আয়শা (রাঃ) যখন কোন ব্যক্তি কতৃক তারকাঁটা ইত্যাদি মারিবার আওয়াজ শুনিতেন তখন লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে বাধা দান করিতেন যে তোমরা হুজুরের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

হজরত আলী (রাঃ) ঘরের কেওয়াড় বানাইবার সময় মিস্ত্রিকে বলিতেন তোমরা বাড়ীতে নিয়া গিয়া ইহা তৈয়ার করিয়া আন তাহা হইলে উহার আওয়াজ আর হুজুর (ছঃ) পর্যন্ত পৌছিবে না। আল্লামা কোস্তলানী লিখিয়াছেন হুজুরের জীবিতাবস্থায় যেইরূপ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল ঠিক মৃত্যুর পরও ঐরূপ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেননা হুজুর (ছঃ)কবর শরীফে জীবিত আছেন। আল্লাহ পাক ছুরায়ে হুজুরাতে নির্দেশ দিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ -

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা আপন আপন আওয়াজ হুজুরের আওয়াজের উপর উঁচু করিবে না এবং তাঁহার সহিত এমন জোরে কথা বলিবে না যেমন তোমরা আপোষে বলিয়া থাক। যেহেতু হইতে পারে ঐ ছুরতে তোমাদের পিছনের যাবতীয় নেকী অলক্ষ্যে বরবাদ হইয়া যাইতে পারে।"

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে—এক সময় কোন এক পরামর্শের ব্যাপারে হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং হজরত ওমরের (রাঃ) মধ্যে হুজুরের দরবারে কিছুটা কথা কাটাকাটি হইয়া আওয়াজ একটু বড় হইয়া গিয়াছিল প্রসঙ্গে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। যখন হুজুরের দুই দোস্তের উপর এত বড় ধমক তখন আমি এবং তুমি কোন গণনার মধ্যে শামিল রহিয়াছি। কথিত আছে ইহার পর হজরত ওমর (রাঃ) হুজুর (ছঃ)-এর সহিত এত ছোট আওয়াজে কথা বলিতেন যে. কোন কোন সময় একটি কথা বার বার বলার প্রয়োজন হইত। হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমি এখন হইতে এইভাবে কথা বলিব যেমন কোন গোপন কথা কানে কানে বলা হয়।

হজরত ছাবেত বিন কয়েছের (রাঃ) আওয়াজ স্বাভাবিকভাবেই বড় ছিল। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর চিন্তায় অস্থির হইয়া ঘরে বসিয়া গেলেন এবং বলিতেন আমিত জাহান্নামী হইয়া গিয়াছি। কয়েকদিন পর হুজুর জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার ঘটনা জানিতে পারিলেন। হুজুর (ছঃ) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন তুমি বেহেশতী।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাহারা কবর মোবারকের নিকট শোরগোল করে তাহাদের ভীত এবং সাবধান হওয়া উচিত।

(৩২) ছালামের পর হুজুরের উছিলায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবে এবং হুজুরের নিকট সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করিবে হানাফী মজহাবের বিখ্যাত মুগনী গ্রন্থে ছালামের ভাষা এইরূপ বলা হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَقَدْ اَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ اِلٰى رَبِّي فَاَسْئَلُكَ يَا رَبِّ اَنْ تُوجِبَ لِي الْمَغْفِرَةَ كَمَا اَوْجَبْتَهَا لِمَنْ اَتَاهُ فِي حَيَاتِهِ -

হে খোদা! তোমার পবিত্র এরশাদ এবং তোমার এরশাদ নিশ্চই সত্য। উহা এই যে,

"তাহারা যদি পাপ করিয়া আপনার দরবারে হাজির হয় এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাছুল ও তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাফ চান তবে আল্লাহ পাককে নিশ্চয় তাহারা তওবা কবুলকারী ও দয়ালু পাইবে।"

এখন আমি হুজুরের দরবারে গোনাহ মাফের জন্য আসিয়াছি। আমার পরওয়ারদেগারের নিকট আমি আপনার সুপারিশ চাহিতেছি। হে খোদা! আপনার নিকট আমার প্রার্থনা আপনি আমায় ক্ষমা করিয়া দিন। হুজুরের হায়াতে কেহ তাঁহার নিকট আসিলে আপনি ক্ষমা করিয়া দিতেন।

আব্বাছীয় বংশের খলিফা মানছুর হজরত ইমাম মালেকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে দোয়ার সময় হুজুরের দিকে মুখ করিব না কেবলার দিকে। ইমাম মালেক (রঃ) বলেন তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কি প্রয়োজন যখন তিনি তোমারও উছিলা এবং তোমার বাবা আদমেরও উছিলা। হুজুরের নিকট সুপারিশ চাও। আল্লাহ পাক সুপারিশ কবুল করিবেন। (শরহে মাওয়াহেব)

আল্লামা কোস্তলানী লিখিয়াছেন জিয়ারতকারীদের উচিত [illegible]

বেশী করিয়া দোয়া প্রার্থনা করে। হুজুর (ছঃ)-এর উছিলা ধরে। ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য হুজুরের সুপারিশ তলব করে। বিভিন্ন কিতাবে লেখা আছে, ছালামের পর এইভাবে দোয়া করিবে।

يَا رَسُوْلَ اللهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللهِ فِىْ

اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ -

'হে আল্লার নবী আমি আপনার নিকট সুপারিশ চাই। এবং এই প্রার্থনা করি যেন আমার মৃত্যু হয় আপনার দ্বীনের উপর এবং আপনাদের ছুন্নাতের উপর হয়।'

হুজুরের উছিলায় দোয়া করার তরীকা সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীন জায়েজ রাখিয়াছেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়াছিলেন তখন হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উছিলায় দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিলেন হে আদম! তুমি মোহাম্মদ (ছঃ)-কে কি করিয়া জানিলে? আমি ত এখন পর্যন্ত তাঁহাকে পয়দাও করি নাই। তখন হযরত আদম বলিলেন, হে খোদা! আপনি যখন আমাকে পয়দা করেন এবং আমার মধ্যে জান ঢালিয়া দেন তখন আরশের খুটির উপর আমি এই কালেমা লেখা দেখিতে পাই—লা-ইলা হা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ। তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনার মোবারক নামের সহিত যাহার নাম মিলাইয়াছেন সে নিশ্চয় সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় হইবে। আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয় সে আমার নিকট সবচেয়ে অধিক প্রিয়। তাঁহার উছিলায় যখন তুমি প্রার্থনা করিয়াছ তখন আমি তোমার গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। নাছায়ী এবং তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে—জনৈক অন্ধ আসিয়া হুজুরের দরবারে চক্ষু লাভের জন্য দোয়া চাহিলেন। হুজুর (ছঃ) বলিলেন তুমি বলিলে আমি দোয়া করিতে পারি। কিন্তু ছবর করিতে পারিলে সেটা তোমার জন্য বেশী ভাল। লোকটি দোয়ার জন্য দরখাস্ত করিল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন প্রথমে ভাল করিয়া অজু কর, তারপর এই দোয়া পড়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى

رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ لِتُقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ -

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এবং আপনার নবী যিনি রহমতের নবী তাঁহার উছিলায় আপনার দিকে রুজু করিতেছি হে মোহাম্মদ (ছঃ) আমি আপনারা তোফায়েলে আপন প্রভুর দিকে রুজু করিতেছি যেন আমার এই হাজত পূর্ণ হয়। হে খোদা! হুজুরের সুপারিশ আমার বিষয়ে আপনি কবুল করুন।"

বায়হকী শরীফে দোয়ার সহিত এই কথাও বাড়তি ছিল যে, "তোমার নবীর উছিলায় এবং তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের উছিলায়।"

(৩৩) এই দোয়া করার সময়ও মুখ হুজুরের চেহারা মোবারকের দিকে থাকিতে হইবে। যদিও অন্যান্য দোয়ার সময় চেহারা কেবলার দিকে রাখিতে হয় কেননা এখানে কেবলার দিকে ফিরিলে হুজুর পিছনে হইয়া যান যাহা আদবের খেলাপ। তাই হুজুরের দিকে মুখ করিয়া দোয়া করিবে।

(৩৪) তারপর অন্য কেহ হুজুরের খেদমতে ছালাম বলিবার হুকুম করিয়া থাকিলে এইভাবে ছালাম আরজ করিবে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَسْتَشْفِعُ بِكَ

اِلٰى رَبِّكَ -

"হে আল্লাহর নবী! অমুকের বেটা অমুকের তরফ হইতে আপনার উপর ছালাম। সে আপনার দরবারে আল্লাহ পাকের নিকট সুপারিশ চাহিতেছে।"

অমুকের বেটা অমুকের স্থলে লোকটির নাম এবং তাহার পিতার নাম লইবে। আল্লামা জরকানী লিখিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ছালাম পৌঁছাইতে বলে এবং সে উহা কবুল করে তবে তাহার উপর ছালাম পৌঁছান ওয়াজেব হইয়া যায়। কেননা সে কবুল করিয়াছে বিধায় ইহা একটি আমানতের মত হইয়া গেল। আগের জামানার রাজা-বাদশাহগণ হুজুরের খেদমতে ছালাম পৌঁছাইবার জন্য রীতিমত দূত পাঠাইত।

যাহারা আমার এই বাংলা অনুবাদ খানা পড়িবেন তাহাদের খেদমতে আমি না লায়েক পাপী গোনাহগারের সবিনয় ও করজোড়ে আবেদন, সেই মোবারক সময়ে এই অধম খাকছারের কথা আপনার যদি মনে আসিয়া যায় তবে অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রিয় নবীজীর খেদমতে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ سَخَاوَتِ اللّٰهِ بِنْ سُلْطَانَ

اَحْمَدُ يَسْتَشْفِعُ اِلٰى رَبِّكَ -

আরজ করিবেন, বড়ই এহছান হইবে। যদি আরবী শব্দ মনে না থাকে তবে উর্দু অথবা বাংলাতেই হুজুরের দরবারে আমার ছালাম খানী পৌঁছাইয়া দিবেন, এই বলিয়া যে, ইয়া রাছুলাল্লাহ। ছোলতান আহমদের বেটা ছাখাওয়াত উল্লাহ আপনার খেদমতে ছালাম পৌঁছাইতেছে এবং আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আপনার সুপারিশ চাহিতেছে।

(৩৫) হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উপর ছালাম পড়িয়া একহাত পরিমাণ ডান দিকে হাটিয়া হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রাঃ) উপর ছালাম পড়িবে. বর্ণিত আছে যে, জনাব ছিদ্দীকে আকবরের কবর হুজুরে পাকের কবর শরীফের একটু পিছনে এই ভাবে যে, হজরত ছিদ্দীকের মাথা হুজুরের কাঁধ বরাবর কাজেই এক হাত ডান দিকে হইয়া দাঁড়াইলে তাঁহার একেবারে সামনে হওয়া যায়।

(৩৬) হজরত ছিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) কবরে ছালাম পাঠাইবার পর ডান দিকে এক হাত হাটিয়া হজরত ওমর ফারুকের উপর ছালাম পড়িবে।

(৩৭) ঐ দুই ছাহাবার খেদমতে ছালাম পৌঁছাইবার জন্য আপনার নিকট যদি কেহ দরখাস্ত করিয়া থাকে তবে আপন আপন ছালাম পৌঁছাইবার পর তাহার পক্ষ হইতেও ছালাম পৌঁছাইবেন। হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন এই পাপীও আপনার নিকট দরখাস্ত করিতেছে যে যদি স্মরণ থাকে তবে এই বান্দার ছালাম খানিও হুজুরের ছাহাবা দ্বয়ের খেদমতে পৌঁছাইবেন। আপনাদের খেদমতে এই পাপী নরাধম অনুবাদক মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহও প্রার্থনা করিতেছে যদি সেই সময় স্মরণ হয় তবে এই বান্দার ছালাম খানিও হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) এবং হজরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে পৌঁছাইবেন।

(৩৮) অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন হজরত ওমর (রাঃ)-এর

ও ফারুকের (রাঃ) উপর ছালাম পড়ার পর উভয়ের কবরের মাঝখানে দণ্ডায়মান হইয়া দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া একত্রে এই ভাবে ছালাম পড়িবে—

السلام عليكما يا صحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه جزاكما الله احسن الجزاء جئنا كما نتوسل بكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا ان يحيينا على ملته وسنته ويحشرنا فى زمرته وجميع المسلمين -

"রাছুলুল্লার পাশে শায়িত হে ছাহাবীদ্বয়। আপনাদের উপর ছালাম আল্লাহ তায়ালা আমাদের তরফ হইতে আপনাদিগকে উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন। আমরা আপনাদের খেদমতে এই জন্য হাজির হইয়াছি যে, আপনারা হুজুরের দরবারে আমাদের জন্য এই বলিয়া দরখাস্ত করিবেন যে হুজুর যেন আল্লার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন যেন তিনি আমাদিগকে হুজুরের দ্বীনের উপর এবং হুজুরের ছুন্নতের উপর জিন্দা রাখেন এবং আমাদের সমস্ত মুছলমানের হাশর যেন হুজুরের জমাতের মধ্যে হয়।

(৩৯) তারপর আবার ডান দিকে সরিয়া হুজুরে পাকের সামনে দাঁড়াইয়া হাত উঠাইয়া প্রথমে এখানে যে আনিয়াছেন তার জন্য আল্লাহ পাকের খুব প্রশংসা এবং শোকরিয়া আদায় করিবে। অতঃপর আবেগ ভরে শওকের সহিত হুজুরের উপর দরূদ শরীফ পড়িবে। তারপর হুজুরের উছিলায় আল্লার দরবারে নিজের জন্য এবং আপন মাতা পিতা পীর উস্তাদ আওলাদ ফরজন্দ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আর যাহারা দোয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে তাহাদের জন্য এবং জীবিত মৃত সমস্ত মোছলমানের জন্য খুব বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবে এবং আমীন শব্দ দ্বারা দোয়া শেষ করিবে। (শরহে লোহাব)

আর যদি মনে পড়ে তবে এই অধম জাকারিয়াকে এবং অনুবাদক এই পাপিষ্ঠ ছাখাওয়াত উল্লাহকেও আপনাদের মোবারক দোয়ায় শামিল করিবেন।

(৪০) মোহাদ্দেছীনগণ হুজুর (ছঃ) এবং শায়খাইনের (রঃ) কবরের ছুরত সাত প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে দুইটি ছুরত ছহী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত।

প্রথম ছুরত কবর শরীফের এই রকম—

হুজুরে পাক (ছঃ)

হজরত আবুবকর (রাঃ)

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)

ওফাউল ওফা এবং এতহাফ গ্রন্থে এই ছুরতকে সর্বাধিক ছহী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ছুরতের নকশা এইরূপ—

হুজুরে পাক (ছঃ) হজরত ওমর (রাঃ)

হজরত আবুবকর (রাঃ)

এই ছুরতের রেওয়ায়েত আবু দাউদ শরীফে আসিয়াছে এবং হাকেম ইহাকেই ছহী রেওয়ায়েত বাত্‌লাইয়াছেন।

(৪১) তারপর হজরত আবু লোবাবার খুঁটির নিকট আসিয়া দুই রাকাত নফল পড়িয়া দোয়া করিবে।

(২) অতঃপর পুনরায় রওজার মধ্যে গিয়া নফল পড়িবে ও দোয়া দরূদ ইত্যাদিতে মশগুল হইবে।

(৪৩) তারপর মিম্বরের নিকট আসিয়া দোয়া করিবে ওলামাগণ লিখিয়াছেন মিম্বরের ঐ স্থান যাহাকে রমানা বলা হয়, সেখানে হাত রাখিয়া দোয়া করিবে যেহেতু নবীয়ে করীম (ছঃ) ওখানে হাত রাখিয়া দোয়া করিতেন। ছাহাবায়ে কেরামও সেখানে হাত রাখিয়া দোয়া করিতেন। আনারের মত মিম্বরের কিনারায় মুকুট সমূহকে রমানা বলা হয়। হজরত এব্‌নে ওমর (রাঃ) হুজুরের বসিবার জায়গায় হাত ফিরাইয়া সেই হাত মুখে ফিরাইয়া লইতেন।

(৪৪) তারপর উস্তওয়ানায়ে হান্নানাহ্ অর্থাৎ ক্রন্দনকারী খুঁটির নিকট গিয়া খুব এহ্‌তেমামের সহিত দরূদ পড়িবে ও দোয়া করিবে।

(৪৫) তারপর অন্যান্য প্রসিদ্ধ খুঁটি সমূহের নিকট গিয়া দোয়া করিবে।

(৪৬) মদিনা শরীফ থাকা কালীন চেষ্টা করিবে যেন এক ওয়াক্ত

নামাজ ও জামাতের সহিত মসজিদে নববীতে পড়া ছুটিয়া না যায়।

(৪৭) জিয়ারতের সময় দেওয়াল সমূহে হাত লাগান অথবা চুমা দেওয়া অথবা জড়াইয়া পেট পিঠ লাগান শক্ত বেয়াদবী। কবর শরীফে মাথা ঠুকান জমীনে চুম্বন করা, কবরের দিকে মুখ করিয়া কবর আছে এই খেয়ালে নামাজ পড়া কঠোরবাভে নিষেধ। কবরকে তাওয়াফ করা হারাম।

(৪৭) নামাজে অথবা নামাজের বাহিরে কবর শরীফের দিকে শক্ত ওজর ব্যতীত কখনও পিঠ দিবে না। বরং নামাজে এমন জায়গায় দাঁড়াইতে চেষ্টা করিবে যেখানে দাঁড়াইলে কবর মোবারকের দিকে না মুখ থাকে না পিঠ থাকে।

(৪৯) হুজুরের কবরের সামনে দিয়া যাইবার সময় চাই মসজিদের ভিতর হউক বা মসজিদের বাহিরে হউক দাঁড়াইয়া ছালাম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবে। জনৈক ছাহাবী বলেন আমি হুজুর (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিলাম তিনি বলেন আবু হাজেমকে গিয়া বল যে তুমি আমার নিকট দিয়া যাও অথচ দাঁড়াইয়া একটু ছালাম ও করিয়া যাও না। আবু হাজেম বলেন আমি তারপর হইতে যখনই সেই দিক দিয়া যাইতাম দাঁড়াইয়া ছালাম করিয়া যাইতাম।

(৫০) মদিনায়ে মোনাওয়ারা থাকা অবস্থায় হুজুরের কবর শরীফে বেশী বেশী হাজির হওয়ার চেষ্টা করিবে, ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইহাকে পছন্দ করিতেন। তবে ইমাম মালেক (রঃ) বারংবার হাজির হওয়াতে মনে কোন অনাগ্রহ জন্মে নাকি সেই জন্য তিনি বেশী বেশী হাজির হওয়াকে না পছন্দ করিতেন।

(৫১) মসজিদে নববীতে থাকা কালীন হুজরাশরীফের দিকে এবং মসজীদের বাহিরে গেলে কোব্বা শরীফের দিকে যেখান পর্যন্ত নজরে আসে খুব মহব্বত ও আবেগের সহিত দেখিতে থাকিবে।

(৫২) মদিনায়ে মোনাওয়ারা থাকা কালীন যত বেশীবেশী সম্ভব মসজিদ শরীফে থাকিয়া জিকির তেলাওয়াত এবং দরূদ শরিফে লিপ্ত থাকিবে। কম পক্ষে কোরআন শরীফ এক খতম পড়ার চেষ্টা করিবে। রাত্রে বেশীর ভাগ সেখানে কাটাইবে।

(৫৩) হুজুরের কবর শরীফের জিয়ারতের পর প্রতিদিন অথবা প্রতি জুমার দিন মদিনা শরীফের কবর স্থান জান্নাতুল বাকী-তে যাইবে। কেননা সেখানে হজরত ওছমান, হজরত আব্বাছ, হজরত হাছান, হজরত ইব্রাহীম

এবং হুজুরের বিবি ছহেবান ও বহু সংখ্যক ছাহাবা শুইয়া আছে। জান্নাতুল বাকী-তে জিয়ারতের সময় সর্বপ্রথম হজরত ওছমান এবং সর্ব শেষ হুজুরের ফুফু হজরত ছুফিয়ার জিয়ারত করিবে। শরহে লোবাবে বর্ণিত আছে বহিরাগতদের জন্য প্রতি দিন যাওয়া মোস্তাহাব আর মদিনা ওয়ালাদের জন্য প্রতি শুক্রবার যাওয়া মোস্তাহাব। ইমাম মালেক বলেন জান্নাতুল বাকী-তে কম পক্ষে দশ হাজার ছাহাবীর কবর রহিয়াছে। প্রত্যেকের জন্য দোয়া এবং ইছালে ছওয়াব করিবে। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন হুজুর (ছঃ) যে রাত্রে আমার ঘরে থাকিতেন সে রাত্রে সব সময় তিনি জান্নাতুল বাকীতে জিয়ারত করিতে যাইতেন।

জিয়ারতের সময় অধিকাংশের মত হজরত ওছমানের কবর প্রথম জিয়ারত করিবে। কেননা সেখানে যাবতীয় ছাহাবাদের মধ্যে তিনিই হইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার কেহ কেহ বলেন হুজুরের বেটা ইব্রাহীমের কবর জিয়ারত করিবে। আবার কেহ বলেন হজরত আব্বাছের জিয়ারত করিবে কেননা তিনি হুজুরের চাচা।

(৫৪) ইমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন, মোস্তাহাব হইল বৃহস্পতিবার ভোরে ফজরের নামাজ পড়িয়া অহুদের শহীদানের জিয়ারতে যাইবে তাহা হইলে জোহরের নামাজ মসজিদে নববীতে পড়া সহজ হইবে। শহীদানে অহুদ এবং অহুদ পাহাড় উভয়ের নিয়ত করিয়া যাইবে। কেননা জাবালে অহুদের ফজীলত ও হাদীছ শরীফে অনেক আসিয়াছে। সেখানে গিয়া সর্বপ্রথম শহীদ শ্রেষ্ঠ হজরত হামজার জিয়ারত করিবে। তারপর অন্যান্য জিয়ারত গাহে যাইবে।

(৫৫) ইমাম নূরী বলেন মসজিদে কোবায় হাজির হওয়ার তাকীদ আসিয়াছে। শনিবারে যাওয়াই উত্তম। মসজিদ জিয়ারতের এবং সেখানে নামাজ পড়ার উভয় নিয়তই হইতে হইবে। হাদিছে আসিয়াছে কোবায় নামাজ পড়া ওমরার সমতুল্য। মক্কা, মদিনা, মসজিদে আকছার পর উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ। হুজুরের অভ্যাস ছিল প্রতি শনিবার সেখানে যাওয়ার, সোমবার এবং বিশে রমজান যাওয়ার রেওয়ায়েতও আসিয়াছে।

(৫৬) তারপর মদীনায়ে মোনাওয়ারার অন্যান্য মোবারক স্থান সমূহের জিয়ারত করিবে। বর্ণিত আছে যে ঐরূপ প্রায় তিরিশটি স্থান রহিয়াছে। এই ভাবে সাতটি কুয়ার পানি দ্বারা অজু করিবে ও পান করিবে সাতটি কুয়ার নাম—

১ নং বীরে আরীছ, কথিত আছে এই কুয়ায় হুজুর (ছঃ) আপন মুখের লালা অথবা থুথু ফেলিয়াছিলেন। ২নং বীরেহা ৩নং বীরে রুমা, ৪নং বীরে গারছ, ৫নং বীরে বোজায়া, ৬নং বীরে বাচ্চা, ৭নং বীরে ছুফায়া অথবা বীরে জামাল অথবা বীরে এহেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐরূপ বরকত ওয়ালা কুয়ার সংখ্যা সতের।

(৫৭) যতদিন মদিনায়ে মোনাওয়ারা থাকিবে সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা অথবা বহিরাগত বাসিন্দাদের উপর খুব বেশী বেশী করিয়া অকাতরে ছদকা খয়রাত করিবে। মদিনা বাসীদের সহিত মহব্বত রাখা ওয়াজেব। কাজেই হুজুরের প্রতিবেশীদের উপর দান খয়রাত করা যেমন হুজুরের খেদমত করা।

(৫৮) মদিনা ওয়ালাদের উপর ছদকা করার চেয়ে হাদিয়া দেওয়ার নিয়ত করাই বেশী ভাল। কারণ ছদকার চেয়ে হাদিয়া উত্তম। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন জিনিষ খরিদ করিলে তাহাদের সাহায্য করার নিয়ত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেও এক প্রকার ছদকার মধ্যে শামিল হইবে।

(৫৯) সমস্ত মদিনা বাসিদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। কেননা তাহারা হুজুরের প্রতিবেশী। কোন লোকের তরফ হইতে অশোভনীয় কোন কাজ প্রকাশ পাইলে তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হুজুরের প্রতিবেশী হিসাবে তাহাকে সম্মান করিবে।

فيا ساكنى اكناف طيبة كلهم
الى القلب من اجل الحبيب حبيب

"হে মদিনা শরীফের বাসিন্দাগণ! তোমরা সকলেই আমার হৃদয়ের নিকট মাহবুবের কারণে মাহবুব।"

হজরত ইমাম মালেক যখন আমীরুল মোমেনীন মাহদীর নিকট যান তখন বাদশাহ্ বলেন হুজুর আমাকে কিছু অছিয়ত করুন। ইমাম মালেক বলেন সর্বপ্রথম আল্লার ভয় এবং পরহেজগারী এখতিয়ার করিবে। তারপর মদিনা ওয়ালাদের উপর মেহেরবানী করিবে কারণ তাহারা হুজুরের প্রতিবেশী। হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন মদিনা আমার হিজরতের স্থান। এখানে আমার কবর হইবে, এখান হইতে আমি কেয়ামতের দিন উঠিব। এখানের বাসিন্দারা আমার প্রতিবেশী, আমার উম্মতের জন্য জরুরী তাহারা যেন মদিনাবাসীদের খবর লয়। যেই ব্যক্তি আমার খাতিরে মদিনা ওয়ালাদের

খবর লইবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। আর যাহারা আমার অছিয়ত মোতাবেক আমার প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে না আল্লাহ-তায়ালা তাহাদিগকে তী'নাতুল খেয়াল পান করাইবেন। তী'নাতুল খেয়াল জাহান্নামীদের পূঁজীভূত পূঁজ ঘাম ও রক্তকে বলা হয়।

(৬০) মদিনায় অবস্থান কালে মদীনার আজমত বুজুর্গী সব সময় হাজির রাখিবে। এই কথা মনে করিবে যে, এই শহরে আল্লাহ পাক আপন মাহবুব নবীর হিজরতের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। হুজুর এখানে থাকিতেন, এই শহরের অলিতে গলিতে চলাফেরা করিতেন। শরীয়তের হুকুম আহকাম এখানেই অবতীর্ণ হয়। হুজুরের ছুন্নত সমূহ এখান হইতে জারী হয়। এই শহরে আসিয়া হুজুর জেহাদ করেন, এই শহরে হুজুর শায়িত আছেন। আরও চিন্তা করিবে এই শহরের মাটিতে আমার প্রিয় নবীর কদম পড়িত, হয়তঃ যেখানে হুজুরের কদম পড়িয়াছে আমার কদম ও সেখানে পড়িতেছে। তাই খুব ধীর স্থির ভাবে কদম রাখিবে। তারপর মনে করিবে আমার প্রিয় নবীর প্রিয় ছাহাবারা এই শহরে থাকিতেন হুজুরের বরকত ওয়ালা কালাম শুনিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন।

جب اگے دن خزاں کے کچھ نہ تھا خار گلشن میں
بتا تا با غباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا

তারপর আফছোছ করিবে যে. হায় এই দুনিয়াতে আমি হুজুরের এবং ছাহাবাদের দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেলাম, না জানি আমার বদ আমলের দরুণ আখেরাতেও তাঁহাদের দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই নাকি। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই শোকরিয়া ও আদায় করিবে যে, আমার বাড়ী ঘর কত দেশ দেশান্তর দুরে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক আমাকে হুজুরের দরবার পর্যন্ত আসিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। আশা করি সেই মেহেরবান খোদা কেয়ামতের দিন আমাকে হুজুরের মোবারক দর্শন হইতেও বঞ্চিত করিবেন না। আল্লাহ পাক এই অধমকেও পরকালে হুজুরের মোবারক দীদারের দ্বারা ভাগ্যবান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

(৬১) ফখ্‌রে দোআলম ছরওয়ারে কায়েনাত হুজুরে পাক (ছঃ) এর এবং পবিত্র স্থান সমূহের জিয়ারত শেষ করার পর যখন ফিরিয়া আসিবার মনস্থ করিবে তখন মসজিদে নববীতে দুই রাকাত বিদায়ী নফল নামাজ আদায় করিবে। নামাজ রওজাতে পড়িতে পারিলে উত্তম। তারপর

কবর শরীফে শেষ 'ছালাম পৌঁছাইবার জন্য হাজির হইবে এবং দরূদ ও ছালাম পৌঁছাইয়া নিজের যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার জন্য এবং হজ্ব ও জিয়ারত মাকবুল হইবার জন্য দোয়া করিবে এবং ছহী ছালাতে ফিরিবার জন্য এবং খাছ করিয়া এই হাজেরী যেন আখেরী হাজেরী না হয় সেই জন্য দোয়া করিবে। এই দোয়ার সময় কিছু চোখের পানি ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিবে কান্না না আসিলে কান্নার মত ভান করিয়া চিন্তা ও ফিকিরের সহিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আফছোছ করিতে করিতে মসজিদ হইতে বাহির হইবে এবং বলিবার সময় যতটুকু সম্ভব ছদকা খয়রাত করিয়া ছফর হইতে ফিরিবার সময়ের দোয়া সমূহ পড়িয়া ফিরিবে। কবি বলেন—

اٹھ کے ثاقب گو چلا آیا ہوں اس کے بزم سے
دل کی تسکین کا مگر سامان اسی محفل میں ہے

তাঁহার মাহফিল হইতে যদি ও ছাকেব উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তবুও মনের শান্তির সামগ্রী সেই মাহফিলেই রহিয়া গিয়াছে।"

নিজের অযোগ্যতা বশতঃ দরবার নববীতে হাজির হওয়ার পুরা পুরা আদাব সমূহ লিখিতে সামর্থ হই নাই, নমুনা স্বরূপ মাত্র কিছু লিখিয়া দিলাম। জিয়ারতকারী ভাই বন্ধুগণ দুইটি উছুলের পাবন্দি করিয়া শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া যতটুকু করিতে পারেন ত্রুটি করিবেন না। প্রথম আদব এবং সম্মান, দ্বিতীয়, আবেগ এবং জওক শওক। অতঃপর জিয়ারত কারীদের কিছু ঘটনাবলী নমুনা স্বরূপ বর্ণনা করিয়া পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি।

নবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী

(১) হজরত ওয়ায়েছ করণী (রঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন, হুজুরের জামানা সত্ত্বেও মায়ের খেদমতের দরুণ তিনি হুজুরের খেদমতে হাজির হইতে পারেন নাই। একটি রেওয়ায়েতে আছে তিনি কোন বিষয় কছম করিলে আল্লাহ পাক উহা পূর্ণ করিয়া দেন। হুজুর (ছঃ) হজরত ওমর ও আলীকে বলেন তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাহিও। হজরত আলীর পক্ষে যুদ্ধ করিয়া চেপপীনের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তিনি হজ্ব করিয়া মদীনায় আসিয়া মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন তখন কেহ ইশারায় হুজুরের কবরে আত্‌হার দেখাইয়া দেওয়া মাত্রই তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়া যান। হুঁশ হওয়ার পর এরশাদ করেন যেখানে আমার প্রিয় নবী শুইয়া আছেন আমি কি করিয়া সেখানে শান্তি পাইব। তোমরা

আমাকে এখান হইতে লইয়া চল। (এত্‌হাফ)

(১) জনৈক বেদুইন হুজুরের কবর শরীফের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আরজ করিল, হে রব! তুমি গোলাম আজাদ করিবার হুকুম করিয়াছে। ইনি তোমার মাহবুব আর আমি তোমার গোলাম। আপন মাহবুবের কবরের উপর আমি গোলামকে আগুন হইতে আজাদ করিয়া দাও। গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল তুমি একা নিজের জন্য কেন আজাদী চাহিলে? সমস্ত মানুষের জন্য কেন আজাদী চাহিলে না। আমি তোমাকে আগুন হইতে আজাদ করিয়া দিলাম। (মোওয়াহেব)

(৩) হজরত আচমায়ী বলেন, জনৈক বেদুঈন কবর শরীফে হাজির হইয়া বলিল, ইয়া আল্লাহ! ইনি তোমার মাহবুব। আমি তোমার গোলাম এবং শয়তান তোমার দুশমন। যদি তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও তবে তোমার মাহবুবের দিল খুশী হইবে। আর তোমার গোলাম কৃতকার্য হইয়া যাইবে এবং তোমার দুশমনের মনে ব্যাথা হইবে। আর যদি তুমি আমায় ক্ষমা না কর তবে তোমার মাহবুবের মনে কষ্ট হইবে। আর তোমার দুশমনের সন্তুষ্ট হইবে এবং তোমার এই গোলাম ধ্বংস হইয়া যাইবে। হে পরওয়ারদেগার! আরবের সম্ভ্রান্ত লোকের অভ্যাস, তাহারা আপন সর্দারের কবরের পার্শ্বে গোলাম আজাদ করিয়া থাকে। আর এই পবিত্র নবী সারা জাহানের সর্দার, তুমি তাঁহার কবরের পার্শ্বে আমাকে দোজখ হইতে আজাদ করিয়া দাও। হজরত আছমায়ী বলেন, হে আরবী! তোমার এই উৎকৃষ্ট প্রশ্নের উপর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (মাওয়াহেব)

(৪) হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন বিখ্যাত ছুফী হজরত হাতেম আছম যিনি দীর্ঘ তিরিশ বৎসর যাবত একটি কোব্বার মধ্যে চিল্লা কাশী করেন, বিনা প্রয়োজনে একটি কথাও বলেন নাই। তিনি হুজুরের কবর শরীফে হাজির হইয়া শুধু এই কথাটুকু আরজ করেন, ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমার হাবীবের কবরে হাজির হইয়াছি তুমি আমাদিগকে নৈরাশ করিয়া ফিরাইওনা। গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল আমি তোমাদিগকে মাহবুবের কবর জিয়ারত এইজন্যই নছীব করিয়াছি যে উহাকে কবুল করিব। যাও আমি তোমার এবং তোমার সাথে যত লোক এখানে হাজির হইয়াছে সকলের গোনাহ্ মাফ করিয়া দিলাম। (জরকানী)

কোন কোন সময় দোয়ার বাক্য ছোট হইলেও যদি উহা এখলাছের সহিত হয় তবে উহা সোজা দরবারে গিয়া পৌঁছে।

(৫) শায়েখ ইব্রাহীম এব্‌নে শায়বান বলেন, হজ্বের পর মদীনায়ে পাক পৌঁছিয়া কবর শরীফে হাজির হইয়া আমি হুজুরে পাকের খেদমতে ছালাম আরজ করিলাম। উত্তরে হুজরা শরীফ হইতে অ-আলাই-কাচ্ছালামু শুনিতে পাই।

(৬) আল্লামা কোছতলানী বলেন, আমি একবার এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হই যে, ডাক্তরগণ পর্যন্ত নৈরাশ হইয়া যায়। অবশেষে আমি মক্কা শরীফ অবস্থানকালে হুজুরের উছিলায় দোয়া করিলাম। রাত্রি বেলায় আমি স্বপ্নে দেখি এক ব্যক্তি আমাকে একটি কাগজের টুক্‌রা হুজুরের তরফ হইতে দিয়া বলে যে ইহা আহমদ বিন কোছতলানীকে দাও। আমি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি যে আমার মধ্যে রোগের কোন চিহ্নই নাই। ৮৮৫ হিজরীতে অন্য একটি ঘটনা ঘটে। তাহা এই যে মক্কা শরীফ হইতে ফিরিবার পথে একটি হাবশী হরিণ আমার খাদেমাকে ধেয়িয়া চলিয়া যায়। ইহাতে সে কিছুদিন যাবত খুব অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমি হুজুরের উছিলায় তাহার জন্য দোয়া করি। রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি যে এক ব্যক্তি একটি জ্বিনকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল ইহাকে হুজুরে পাক (ছঃ) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। সে হরিণের ছুরতে আসিয়া আপনার খাদেমাকে সিং লাগাইয়া যায়। কোছতলানী বলেন আমি সেই জ্বিনকে খুব শাসাইয়া দেই। এবং এই রকম কাজ যেন সে জীবনে কখনও না করে সেই জন্য তাহাকে কছম দিয়া দেই। তারপর চোখ খোলা মাত্র আমি দেখিতে পাই যে খাদেমার শরীর কষ্টের আর কোন চিহ্নই নাই।

(৭) হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ বলেন, একবার আমি ছফরের হালতে পিপাসায় খুব কাতর হইয়া পড়িলাম। অবশেষে চলিতে চলিতে আমি অস্থির হইয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। ইত্যবসারে জনৈক ব্যক্তি আমার মুখে পানি ঢালিয়া দিলেন। আমি চোখ মেলিয়া দেখি একজন অতীব সুন্দর চেহারাওয়ালা লোক ঘোড়ার পিঠে আমার সামনেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে আমাকে পানি পান করাইয়া বলিলেন ঘোড়ায় ছাওয়ার হইয়া যাও। তারপর কিছুক্ষণ চলিয়াই সে বলিয়া উঠিল দেখত এইটা কোন্ শহর? আমি বলিলাম ইহাত মদিনা শরীফ আসিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন তুমি নামিয়া পড় রওজায়ে আকদাছে পৌঁছিয়া এই

কথা বলিবে যে আপনার ভাই খিজির ছালাম আরজ করিয়াছে।

(৮) শায়েখ আবুল খায়ের আকতা বলেন, আমি একবার মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির হইয়া পাঁচ দিন পর্যন্ত আমাকে উপবাস থাকিতে হয়। খাওয়ার জন্য কিছুই না পাইয়া অবশেষে আমি হুজুরের এবং শায়খাইনের কবরের মধ্যে ছালাম পড়িয়া আরজ করিলাম ইয়া রাছূলাল্লাহ্। আমি আজ রাত্রে হুজুরের মেহমান হইব। এই কথা আরজ করিয়া মিম্বর শরীফের নিকট গিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখি যে হুজুরে পাক (ছঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন; ডানে হযরত আবু বকর বামদিকে হজরত ওমর এবং সামনে হজরত আলী। হজরত আলী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন এই দেখ হুজুর (ছঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন। আমি উঠিবা মাত্রই হুজুর আমাকে একটা রুটী দিলেন, আমি উহার অর্দ্ধেক খাইয়া ফেলী। তারপর যখন আমার চোখ খুলিল তখন আমার হাতে বাকী অর্দ্ধেক ছিল।

(৯) আবদালদের মধ্যে হইতে এক বুজর্গ হজরত খিজির (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার চেয়ে কোন বুজর্গ ব্যক্তি কি আপনি কখনও দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ দেখিয়াছি। একদিন মোহাদ্দেছ আবদুর রাজ্জাক মসজিদে নববীতে হাদিছ শুনাইতেছিলেন। তাঁর চতুর্দিকে লোকজনের খুব ভীড় ছিল। তিনি সকলকে হাদীছ শুনাইতেছিলেন। মসজিদের এক কোনে জনৈক যুবক হাটুর উপর মাথা রাখিয়া ধ্যানে মগ্ন ছিলেন আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম আপনি সকলের সহিত কেন শুনিতেছেন না? তিনি বলিলেন যে লোকজন রাজ্জাকের গোলামের নিকট হাদিছ শুনিতেছে আর এখানে স্বয়ং রাজ্জাক হইতে আমি হাদীছ শুনিতেছি। হজরত খিজির বলিলেন তোমার কথা সত্য হইলে বলত আমি কে? সে আমার দিকে মুখ উঠাইয়া বলিল আমার ধারণা ঠিক হইল বলিতেছি আপনি হজরত খিজির। হজরত খিজির বলেন ইহা দ্বারা আমি বুঝিয়া লইলাম অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আল্লার অলীকে আমি ও চিনিতে পারিনা।

(১০) জনৈক বুজর্গ বলেন আমরা কয়েকজন মদিনা শরীফে আল্লাহ ওয়ালাদের কেরামতের বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। আমাদের পার্শ্বেই একজন অন্ধ বসা ছিল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল আপনাদের কথা আমার কাছে বড় ভাল লাগিতেছে, আপনারা আমার একটা কথা শুনুন। আমি একজন পরিবার পরিজন ওয়ালা ব্যক্তি ছিলাম। জান্নাতুল বাকী হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতাম। একদিন আমি রেশমী কাপড় পরিহিতা জনৈক যুবককে দেখিলাম যে জুতা হাতে করিয়া সে

যাইতেছে। আমি তাহাকে পাগল মনে করিয়া তাহার কাপড় ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। সে বলিল যাও আল্লার হেফাজতে থাক আমি দুইবার তিনবার যখন চেষ্টা করিলাম তখন সে বলিল তুমি কি নিশ্চয় আমার কাপড় ছিনাইয়া নিতে চাও? আমি বলিলাম নিশ্চয় নিব। যুবকটি আঙ্গুল উঠাইয়া আমার চোখের দিকে ইশারা করিল সঙ্গে সঙ্গে আমার দুইটি চক্ষু খুলিয়া পড়িয়া গেল আমি তাহাকে কছম দিয়া বলিলাম বলুনত আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি ইব্রাহীম খাওয়াছ ছাহেবে রওজ বলেন হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ তাঁহার ডাকাতদের জন্য অন্ধ হইবার দোয়া করিয়াছিলেন আর হজরত ইব্রাহীম আদহাম ডাকাতদের জন্য জান্নাতের দোয়া করিয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ বুঝিয়াছিলেন, শাস্তি ব্যতীত চোর তওবা করিবে না। তাই তিনি শাস্তি দিয়া তওবা করাইলেন।

(১১) জনৈক বুজুর্গ বলেন আমি ছনআ লইতে যখন হজ্বের জন্য রওয়ানা হই তখন আমাকে বিদায় দিবার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল আপনি যখন মদীনা শরীফ যাইবেন তখন হুজুরের খেদমতে ও শায়খাইনের খেদমতে আমার ছালাম পৌছাইবেন। ঘটনা চক্রে সেই লোকটির কথা আমি ভুলিয়া যাই, ফিরিবার পথে জুল হোলায়ফা আসিয়া লোকটির কথা মনে পড়িলে আমি কাফেলার লোকদিগকে বলিলাম আপনারা ছলিতে থাকুন: আমি একটি কাজ ভুলিয়া আসিয়াছি। কাজেই আমাকে আবার মদীনায় যাইতে হইবে। এই বলিয়া আমার উট সহ তাহাদের সপর্দ করিয়া আমি মদীনা শরীফ ফিরিয়া গেলাম এবং হুজুর ও শায়খাইনের খেদমতে সেই লোকটির ছালাম পৌছাইলাম, মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আমি শুনিতে পাইলাম কাফেলা রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। তখন রাত্রি হইয়া যাওয়াতে আমি মসজিদে গিয়া শুইয়া রহিলাম। মনে মনে ভাবিলাম মক্কাগামী কোন কাফেলা পাইলে তাহাদের সহিত রওয়ানা হইয়া যাইব শেষ রাত্রে আমি হুজুর পাক (ছঃ) ও হজরত ছিদ্দীক ও হজরত ওমরকে স্বপ্ন দেখিলাম। হজরত ছিদ্দীক বলেন, হুজুর এই সেই ব্যাক্তি। হুজুর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন আবুল ওফা। আমি বলিলাম হুজুর আমার কুনিয়ত আবুল আব্বাছ। হুজুর ফরমাইলেন তোমার নাম আবুল ওফা। অর্থাৎ ওয়াদা পুরা করনেওয়ালা। তারপর হুজুর আমার হাত ধরিয়া আমাকে মক্কা শরীফের মসজিদে হারামে পৌছাইয়া দিলেন। আমি মক্কা শরীফে আট দিন থাকার পর কাফেলার সাথীরা মক্কায় আসিয়া আমার সহিত

একত্র হন।

(১২) আবু এমরান ওয়াছেতী (রঃ) বলেন, আমি মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফের দিকে হুজুরের এবং শায়খাইনের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম পথিমধ্যে আমার এত বেশী পিপাসা লাগে যে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া আমি একটি বাবুল গাছের তলায় বসিয়া পড়ি। হঠাৎ একজন ঘোড় ছওয়ার আমার সামনে আসিয়া হাজির হয়। তাহার ঘোড়া; লেগাম, জিন সব-কিছু সবুজ রং-এর ছিল। সেই ছওয়ার সবুজ গ্লাসে করিয়া সবুজ রং-এর শরবত আমার সামনে পেশ করিল। আমি উহা তিনবার করিয়া পান করিলাম কিন্তু গ্লাসের শরবত একটু ও কমিল না। লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কোথায় যাইতেছেন আমি বলিলাম হুজুরে পাক (ছঃ) ও তাঁহার সাথী দ্বয়কে ছালাম করিবার জন্য আমি মদীনায় যাইতেছি। তিনি বলিলেন আপনি যখন মদীনায় গিয়া তাঁহাদিগকে ছালাম করিবেন তখন তাঁহাদের খেদমতে আরজ করিবেন যে রেজওয়ান ফেরেশতা আপনাদের খেদমতে ছালাম বলিয়াছেন।

রেজওয়ান ঐ ফেরেশ্‌তাকে বলা হয় যিনি বেহেশ্‌তের নাজেম হইবেন।

(২৩) বিখ্যাত ছুফী ও বুজর্গ হজরত শায়েখ আহমদ রেফায়ী (রঃ) ৫৫৫ হিজরী সনে হজ্ব সমাপন করিয়া জিয়ারতের জন্য মদীনায় হাজির হন। কবর শরীফের সামনে দাঁড়াইয়া এই দুইটা বয়াত পড়েন—

فى حالة البعد روحى كنت ارسلها
تقبل الارض عنى وهى نائبتى
وهذه دولة الاشباح قد حضرت
فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى

"দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রুহকে হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া দিতাম, সে আমার নায়েব হইয়া আস্তানা শরীফে চুম্বন করিত। আজ আমি শশরীরে দরবারে হাজির হইয়াছি। কাজেই হুজুর আপন দস্ত মোবারক বাড়াইয়া দিন যেন আমার ঠোঁট উহাকে চুম্বন করিয়া তৃপ্তি হাছেল করিতে পারে।"

বয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে, এবং হজরত রেফায়ী (রঃ) উহাকে চুম্বন করিয়া ধন্য হন। বলা হয় যে, সেই সময় মসজিদে নববীতে নব্বই হাজার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদ্যুতের মত হাত মোবারকের চমক দেখিতে পায়।

তাঁহাদের মধ্যে মাহবুবে ছোবহানী হজরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) ও ছিলেন।

(১৪) ছাইয়্যেদ নুরুদ্দিন আইজী শরীফ সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি রওজায়ে মোবারক পৌঁছিয়া যখন আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অরহমাতুল্লাহে অবারাকাতুহু বলেন তখন উপস্থিত সকলেই শুনিতে পান যে কবর শরীফ হইতে আওয়াজ আসে অ-আলাইকাচ্ছালামু ইয়া অলাদী।

(১৫) শায়েখ আবু নছর আবদুল ওয়াহেদ কারাখী বলেন, আমি হজ্ব সম্পাদন করিয়া জিয়ারতের জন্য হাজির হই। হুজরা শরীফের নিকট আমি বসা ছিলাম। ইত্যবসারে সেখানে দিয়ারে বিকরের শায়েখ আবু-বকর আসিয়া কবর শরীফে ছালাম করেন আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছূলাল্লাহ! তখন কবর শরীফ হইতে উত্তর আসে অ-আলাইকাচ্ছালামু ইয়া আবা বকরিন। এই উত্তর উপস্থিত সমস্ত লোকেই শুনিয়াছিল।

(১৬) ইউছুফ বিন আলী বলেন, জনৈক হাশেমী মেয়েলোক মদীনায় বাস করিত। তাহার কয়েকজন খাদেম তাহাকে বড় কষ্ট দিত। সে হুজুরের দরবারে ফরিয়াদ লইয়া হাজির হইল। রওজা শরীফ হইতে আওয়াজ আসিল তোমার জন্য কি আমার মধ্যে নিদর্শন পাও নাই। অর্থাৎ তুমি ছবর কর যেমন আমি ছবর করিয়াছিলাম। মেয়েলোকটি বলে যে এই শান্তনা বাণী শুনিয়া আমার যাবতীয় দুঃখ মুছিয়া গেল ওদিকে ঐ তিনজন বদ আখলাক খাদেম মরিয়া গেল।

(১৭) হজরত আলী বলেন, আমরা যখন হুজুরকে দাফন করিলাম তখন জনৈক বদ্দু কবরের উপর আসিয়া পড়িয়া গেল এবং আরজ করিল হে আল্লার রাছূল আপনি যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা শুনিয়াছি আল্লাহ পাক আপনার উপর নাজেল করিয়াছেন—

"মানুষ নিজের নফছের উপর জুলুম করিয়া যদি আপনার নিকট আসিয়া আল্লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নবীও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহেন তবে আল্লাহ তায়ালাকে তাহারা নিশ্চয় তওবা কবুল করনে-ওয়ালা এবং দয়ালু পাইবে।"

তারপর সেই বদ্দু বলিল নিশ্চয় আমি নফছের উপর জুলুম করিয়াছি এবং এখন আপনার দরবারে মাগফিরাতের আশায় হাজির হইয়াছি। এই কথার পর কবর শরীফ হইতে আওয়াজ আসিল নিশ্চয় তোমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১৮) হজরত আবদুল্লা বিন ছালাম বলেন, শত্রুগণ যখন হজরত

ওছমানকে অবরোধ করিয়াছিল তখন আমি ছালাম করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাই। তিনি বলিলেন আসিয়াছ বেশ ভালই করিয়াছ ভাই। আমি এই জানালা দিয়া হুজুরের সহিত সাক্ষাত করিয়াছি। হুজুর আমাকে বলিলেন এইসব লোকেরা কি তোমাকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে আমি বলিলাম জী হাঁ। হুজুর বলিলেন তাহারা কি পানি বন্ধ করিয়া তোমাকে পিপাসিত রাখিয়াছে? আমি বলিলাম জী হুজুর। তারপর হুজুর (ছঃ) আমাকে এক বাল্‌তি পানি দিলেন। আমি খুব তৃপ্তি সহকারে পান করি। যেই পানির শীতলতা আমার বুকের মধ্যে আমি এখনও অনুভব করিতেছি। তারপর হুজুর এরশাদ করেন তুমি যদি চাও শত্রুর মোকাবেলায় তোমাকে সাহায্য করা হইবে আর তোমার মনে চায় তবে আমার নিকট আসিয়া ইফতার করিতে পার। আমি বলিলাম হুজুর আমি আপনার খেদমতে হাজির হইতে চাই। সেই দিনই তিনি শহীদ হইয়া যান। রাজিয়াল্লাহু আনহু।

(১৯) মক্কা শরীফে এব্‌নে ছাবেত নামক এক বুজর্গ বাস করিতেন। ষাট বৎসর যাবত তিনি হুজুরের জিয়ারতের জন্য মদীনা শরীফ গমন করিতেন। ঘটনা ক্রমে এক বৎসর তিনি যাইতে পারেন নাই। একদিন নিজের কামরায় বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, হঠাৎ হুজুরের জিয়ারতী নছীব হইল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, এব্‌নে ছাবেত তুমি আমার জিয়ারতের জন্য যাও নাই এই জন্য আমি তোমার জিয়ারতের জন্য আসিয়াছি।

(২০) হজরত ওমরের জমানায় একবার মদীনা শরীফে ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছিল। জনৈক ব্যক্তি হুজুরের কবর শরীফে হাজির হইয়া আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ্ আপনার উম্মত ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। লোকটি হুজুরের জিয়ারত লাভ করিল। হুজুর (ছঃ) বলিলেন ওমরের নিকট গিয়া আমার ছালাম পৌছাইয়া বল যে বৃষ্টি হইবে আর এই কথাও বলিয়া দাও যে, সে যেন বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ করে। সেই ব্যক্তি হজরত ওমরের খেদমতে গিয়া হুজুরের পয়গাম পৌঁছাইল। শুনিয়া হজরত ওমর কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে খোদা! আমিত নিজের শক্তি অনুসারে কোন ত্রুটি করিতেছিনা। (ওফা)

(২১) মোহাম্মদ বিন মোনকাদের বলেন, এক ব্যক্তি আমার বাবার নিকট আশীটি আশরাফী আমানত রাখিয়া জেহাদে চলিয়া যায়, এবং ইহাও বলিয়া যায় যে প্রয়োজন হইলে খরচ করিবেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া নিয়া নিব। লোকটির যাওয়ার পর মদীনা শরীফে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আমার বাবা টাকাগুলি খরচ করিয়া ফেলেন। লোকটি জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার নিকট নিজের টাকাগুলি ফেরত

চাহিল। আমার পিতা আগামী কাল দিবার ওয়াদা করিলেন। রাত্রি বেলায় কবর শরীফের এবং মিম্বর শরীফের নিকট খুব বিনয়ের সহিত দোয়া করিতে থাকেন। ফজরের সময় একটু একটু অন্ধকার থাকিতে কেহ বলিল আবু মোহাম্মদ এই যে লও। আমার পিতা হাত বাড়াইয়া লইলেন। লোকটি একটি থলে দিল উহার মধ্যে আশীটা আশরাফী ছিল।

(২২) আবু বকর এবনে মুক্করী বলেন আমি ইমাম তিবরানী এবং আবু শায়েখ মদীনা শরীফে ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইতেছিলাম। রোজার উপর রোজা রাখিতাম। রাত্রি বেলায় হুজুরের কবর শরীফে গিয়া ক্ষুধার বিষয় অভিযোগ করিলাম। ফিরিবার সময় তিবরানী বলেন বসিয়া পড় হয় কিছু খানা আসিবে না হয় মৃত্যু আসিবে। এবনে মোনকাদের বলেন, আমি এবং আবু শায়েখ দাঁড়াইয়া গেলাম। তিবরানী বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল হঠাৎ একজন আলাভী দরজা নাড়াচাড়া করিয়া উঠিল আমরা দরজা খুলিয়া দিলাম, দেখিলাম তাহার সহিত দুইজন গোলাম তাহাদের হাতে বড় বড় দুইটা থলিয়া। সেখান হইতে আমাদিগকে খাওয়াইলেন এবং বাকী সব আমাদের জন্য রাখিয়া আলাভী বলিয়া গেলেন, তোমরা হুজুরের নিকট অভিযোগ করিয়াছ আমি স্বপ্নযোগে হুজুর হইতে তোমাদের নিকট কিছু পৌছাইবার জন্য আদেশ পাইয়াছি।

(২৩) এবনে জালা বলেন আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারায় বড় অভাবের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। হুজুরের কবরের নিকট গিয়া আরজ করিলাম, হুজুর! আমি আপনার মেহমান, ইত্যবসারে আমার একটু চোখ লাগিয়া আসিল। হুজুর আমাকে একটা রুটি দিলেন, আমি উহার অর্দ্ধেক খাইলাম। জাগ্রত হইয়া দেখি বাকী অর্দ্ধেক আমার হাতে।

(২৪) ছুফী আবু আবদুল্লাহ বিন আবি জোরআ বলেন আমি একবার আমার পিতার সঙ্গে মক্কা শরীফ যাই। আমরা ভীষণ অভাব গ্রস্থ ছিলাম ঐ অবস্থায় মদীনা শরীফ চলিয়া যাই। রাত্রি বেলায় ক্ষুধায় চট্‌পট্ করিতে থাকি, আমি নাবালেগ ছিলাম বারংবার পিতার নিকট ক্ষুধার কথা বলিতেছিলাম। আমার পিতা কবর শরীফের নিকট গিয়া বলিলেন, হুজুর আমরা আজ আপনার মেহমান এই বলিয়া তিনি মোরাকাবায় বসিয়া গেলেন। অনেক ক্ষণ পর তিনি মাথা উঠাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং হাসিয়া উঠিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলেন আমার

হুজুরের জিয়ারত নছীব হইয়াছে। হুজুর (ছঃ) আমাকে কিছু দেরহাম দান করিয়াছেন। দেখা গেল যে তাহার হাতে অনেকগুলি দেরহাম রহিয়াছে। ছুফীজী বলেন আল্লাহ পাক উহাতে এত বরকত দান করিয়াছেন যে সিরাজ ফিরিয়া যাওয়া পর্যান্ত আমরা উহা হইতে খরচ করিতে থাকি।

(২৫) শায়েখ আহমদ বলেন আমি তের মাস পর্যন্ত ময়দানে জঙ্গলে পেরেশান অবস্থায় ফিরিতে থাকি। উহাতে আমার শরীরের চামড়া পর্যান্ত খশিয়া যায়। অবশেষে হুজুরের ও শায়খাইনের খেদমতে ছালাম করিতে যাই। রাত্রি বেলায় হুজুর (ছঃ) স্বপ্নে আমাকে বলেন আহমদ তুমি আসিয়াছ? আমি বলিলাম হুজুর আমি আসিয়াছি? আমি বড় ক্ষুধার্ত, আমি হুজুরের মেহমান, হুজুর বলিলেন দুই হাত খোল। আমি দুই হাত খুলিলে দেরহাম দিয়া উহাকে ভর্তী করিয়া দিলেন, জাগ্রত হইয়া দেখি আমার হাত দেরহামে ভর্তী। আমি উহা দ্বারা কিছু খাইয়া আবার জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইলাম।

(২৬) ছাবেত বিন আহমদ বলেন তিনি একজন মোয়াজ্জেনকে মসজিদে নববীতে আজান দিতে দেখিয়াছিলেন। মোয়াজ্জেন যখন আচ্ছালাতু খায়রুম মিন্নাওম বলিল তখন একজন খাদেম আসিয়া তাহাকে একটি থাপ্পড় মারিল। মোয়াজ্জেন কাঁদিয়া উঠিয়া আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আপনার উপস্থিতিতে আমার উপর এইরূপ হইতেছে? সঙ্গে সঙ্গে সেই খাদেমের শরীর অবশ হইয়া গেল। লোকজন তাহাকে উঠাইয়া ঘরে লইয়া গেল এবং তিন দিন পর সে মরিয়া গেল।

(২৭) ছাইয়্যেদ আবু মোহাম্মদ হোছাইনী বলেন আমি মদিনা শরীফে তিন দিন পর্যন্ত ভুকা ছিলাম, অতঃপর মিম্বর শরীফের নিকট গিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া হুজুরের দরবারে আরজ করিলাম, দাদাজান আমি ভুকা আছি এবং ছরিদ খাইতে আমার দিল চায়। তারপর আমি শুইয়া পড়িলাম। ক্ষনেক পর একজন লোক আসিয়া আমাকে জাগাইল এবং একটি পেয়ালায় করিয়া ছরীদ পেশ করিল যেখানে খুব গোশত, ঘি এবং খুশবু ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কোথা হইতে আসিল। সে বলিল আমার সন্তানগন তিন দিন পর্যান্ত ইহা খাইতে চায়। অবশেষে আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করিয়াছেন আমি উহা পাক করিয়া শুইয়া পড়িলাম। খাবে আমার নবীজীকে দেখিতে পাইলাম তিনি বলিতেছেন মসজিদে তোমার এক ভাই ছরিদ খাইতে চায় তাহাকে ও কিছু দিয়া দাও।

(২৮) শায়েখ আবদুছ ছালাম বিন আবিলকাছেম বলেন আমার নিকট এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মদিনা শরীফে উপস্থিত ছিলাম।

আমার নিকট খাওয়ার মত কিছুই ছিল না। ইহাতে আমি খুব দুর্বল হইয়া গেলাম ও হুজুরের খেদমতে গিয়া আরজ করিলাম হে দোজাহানের সর্দার! আমি মিসরের বাসিন্দা পাঁচ মাস পর্যান্ত হুজুরের খেদমতে পড়িয়া আছি। এখন হুজুরের খেদমতে আরজ করিতেছি যে আমার খাওয়ার খবর নেয় এমন একজন লোকের ব্যবস্থা করিয়া দিন অথবা আমাকে দেশে ফিরিবার এন্তেজাম করিয়া দিন। হঠাৎ একজন লোক হুজুরা শরীফের নিকট আসিয়া কি যেন বলিয়া অবশেষে আমার নিকট আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল আমার সহিত চল। সে আমাকে লইয়া বাবে জিব্রিল দিয়া বাহির হইয়া জান্নাতুল বাকীর অপর দিকে একটি তাবুর মধ্যে লইয়া গেল সেখানে নিয়া খানা পাকাইয়া আমাকে খুব তৃপ্তি সহকারে খাওয়াইল। পরে সে আমাকে দুইটি থলিয়ার মধ্যে প্রায় সের পরিমান খেজুর দিয়া বলিল তোমাকে কছম দিয়া বলিতেছি দাদা আব্বার নিকট তুমি আর অভিযোগ করিবে না ইহাতে তাঁহার কষ্ট হয়। যখনই তোমার খানা শেষ হইয়া যাইবে তোমার নিকট আবার নুতন খানা পৌছিবে। এই বলিয়া সে খেজুরের থলিয়া আপন গোলামকে হুজুরা শরীফ পর্য্যন্ত দিয়া আসিতে বলেন। আমি চার দিন পর্য্যন্ত উহা হইতে খাইতে থাকি। উহার খেজুর শেষ হওয়ার পর সেই গোলাম আবার খানা পৌছাইয়া যাইত। এই ভাবে কিছু দিন যাওয়ার পর ইয়াম্বুগামী একটি কাফেলার সহিত আমি দেশে চলিয়া যাই।

(২৯) আবুল আব্বাছ এবনে নফছ মুকরী একজন অন্ধ ছিলেন। তিনি বলেন আমি তিন দিন পর্য্যন্ত মদীনা শরীফে ভুকা অবস্থায় ছিলাম। অবশেষে খুব দুর্বল হইয়া হুজুরের খেদমতে আরজ করিলাম যে হুজুর আমি খুধায় কষ্ট পাইতেছি দুর্বলতায় আমি শুইয়া পড়িলাম। এমতাবস্থায় একটি মেয়ে আসিয়া পায়ের দ্বারা আমাকে জাগাইল ও আমাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল। এবং আটার রুটি ঘি এবং খেজুর খাইতে দিল। মেয়েটি বলিল আবু আব্বাছ খাও! আমার দাদাজান তোমাকে খাইয়াইতে বলিয়াছেন যখনই ক্ষুধা পাইবে আমাদের এখানে আসিয়া খাইয়া যাইও।

(৩০) জনৈক ব্যক্তি খোরাছান হইতে প্রতি বৎসর হজ্ব করিতে আসিত এবং মদিনায়ে মোনাওয়ারা পৌছিয়া ছাইয়্যেদ তাহের আলাভীর খেদমতে হাদিয়া পেশ করিত। মদিনার অন্য এক ব্যক্তি খোরাছানীকে বলিল তুমি তাহের আলাভীকে অনর্থক টাকা পয়সা দিতেছ সে গোণাহের কাজে সব উড়াইয়া ফেলে, ইহা শুনিয়া খোরাছানী তাহের ছাহেবকে কিছুই দিল না

এবং পরের বৎসরও কিছু না দিয়া অন্যান্য লোকদের উপর দান খয়রাত করিয়া গেল। তৃতীয় বৎসর হজ্বে রওয়ানা হওয়ার সময় খোরাছানী হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখে। হুজুর বলিতেছেন তুমি শত্রুর কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহেরের অজিফা বন্ধ করিয়া দিয়াছ। সাবধান এমন যেন না হয়। পাছেরগুলি ত আদায় করিয়া দিবা ভবিষ্যতে ও সম্ভব মত দিতে থাকিবা। ইহাতে খোরাছানী ভীত হইয়া তিন বৎসরের অজিফা ছয় শত আশরাফী একটি থলিতে ভরিয়া হজ্বে রওনা হয়, মদীনা পৌছিয়া ছাইয়্যেদ তাহেরের বাড়ীতে গিয়া দেখে যে সেখানে লোকজনের খুব ভীড়, সৈয়দ ছাহেব তাহাকে দেখিয়া বলেন আসুন আমাকে ছয় শত আশরাফী দিয়া দিন। আপনী শত্রুর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার অজিফা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আমি প্রথম বৎসর খুব অসুবিধায় পড়িয়া যাই এবং পরের বৎসর আপনার আসা যাওয়া লক্ষ্য করিতে থাকি। ইহাতে আমি মনে খুব ব্যথা অনুভব করি এবং হুজুরে পাক আমাকে স্বপ্নযোগে শান্তনা দিয়া বলেন আমি আমার অমুক খোরাছানীকে সাবধান করিয়া দিয়াছি। অদ্য আপনাকে দেখিয়াই মনে হয় যে নিশ্চয় হুজুরের ইশারায় আপনি আমার জন্য আশ-রাফী নিয়া আসিয়াছেন। খোরাছানী তাহার হাতে ছয়শত আশরাফীর থলি দিয়া তাঁহার হাতকে চুম্বন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

(৩১) একজন মহিলা আম্মাজান আয়শার খেদমতে আসিয়া বলিলেন আমাকে হুজুরের কবর জিয়ারত করাইয়া দিন। হজরত আয়শা কবর শরীফের পর্দা সরাইয়া দিলেন ও মেয়েলোকটি জিয়ারত করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানেই এন্তেকাল করিয়া গেল রাজিয়াল্লাহু আনহা।

(৩২) খালেদ বিন মা'দনের বেটী আবদা বলেন আমার বাবাজানের সব সময় অভ্যাস ছিল রাত্রে শুইবার সময় হুজুরের জিয়াতের আগ্রহে পেরেশান হইয়া যাইতেন এবং আনছার ও মোহাজেরীনদের নাম লইয়া লইয়া বলিতেন ইয়া আল্লাহ! ইহারা আমার মূল এবং শাখা। তাহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য আমার অন্তর অস্থির হইয়া আছে। হে খোদা! তাড়াতাড়ী মৃত্যু দিয়া তাহাদের সহিত মিলিবার সুযোগ দিয়া দাও। এই সব কথা বলিতে বলিতে শুইয়া পড়িতেন।

(৩৩) ওছমান বিন হানীফ বলেন জনৈক ব্যক্তি হজরত ওছমানের

খেদমতে গিয়া নিজের কোন জরুরতের কথা পেশ করিল। ইহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। লোকটি বারংবার গিয়া নৈরাশ হইয়া অবশেষে ওছমান বিন হানীফের নিকট সেকায়েত করিল। তিনি বলিলেন তুমি মসজিদে নব্বীতে গিয়া দুই রাকাত নফল পড়িয়া এই দোয়া পড়িয়া আল্লার দরবারে হাজত পুরা হইবার প্রার্থনা কর। দোয়া এই—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ اَنْ تُقْضٰى حَاجَتِىْ -

লোকটি এই আমল করিয়া হজরত ওছমানের দরবারে গেল। এবারে তিনি তাহার কাজ করিয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে ও প্রয়োজন হইলে আসিতে বলিলেন। এই দোয়ার মধ্যে হুজুরের উছিলায় হাজত পূর্ণ হইবার দরখাস্ত রহিয়াছে।

(৩৪) আবদুল্লা বিন মোবারক বলেন আমি ইমাম আবু হানীফার নিকট শুনিয়াছি, যখন আইউব ছখতিয়াবী (রাঃ) মদীনা শরীফে হাজির হন তখন আমি মদীনায় ছিলাম। আমি মনে করিলাম তিনি কিভাবে কবর শরীফে হাজির হন আমি দেখিতে থাকিব। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি কেবলার দিকে পিঠ করিয়া হুজুরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন ও ভীষণ ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

بے زبانی ترجمان شوق بودہ ہو تو ہو
ورنہ پیش یار ہم اتنی ہے تقریریں کہاں

(৩৫) বর্ণিত আছে কানাডার এক ব্যক্তি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারগণ পর্যন্ত নৈরাশ হইয়া তাহার জীবনের আশা ত্যাগ দেয়। উজীর আবু আবদুল্লাহ কয়েকটি বয়াতসহ হুজুর (ছঃ)-এর খেদমতে একটি পত্র লিখিয়া হাজীদের কাফেলার সাথে পাঠাইয়া দেয়। লোকটির স্বাস্থ্যের জন্য যখন ঐ পত্রটি হুজুরের কবর শরীফের নিকট পড়া হয় তখনই সে পূর্ণ স্বাস্থ লাভ করিয়া ভাল হইয়া যায়।

(৩৬) হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন আমার পিতা হজরত আবুবকর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় অছিয়ত করেন যে আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ হুজুরের কবর শরীফের নিকট নিয়া আরজ করিবে যে ইয়া রাছুলাল্লাহ। ইহা আবুবকরের লাশ। অনুমতি হইলে আপনার নিকট সমাহিত হইতে চায়, এজাজত পাইলে তোমরা আমাকে সেখানে দাফন করিও নচেত মুছলমানদের সাধারণ কবর স্থান বাকীতে দাফন করিও। তাঁহার অছিয়াত মোতাবেক সেখানে নিয়া যখন অনুমতি চাওয়া হইল তখন ভিতর হইতে একটা আওয়াজ আসিল। দোস্তকে দোস্তের নিকট ইজ্জত ও একরামের সহিত পৌছাইয়া দাও। (খাছায়েছে কোবরা)

(৩৭) বিখ্যাত তাবেয়ী হজরত ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবত তাকবীরে উলার সহিত জামাতে নামাজ আদায় করেন। এবং পঞ্চাশ বৎসর যাবত এশার অজু দিয়া ফজর আদায় করেন। ৬৩ হিজরীতে এজীদের লস্করের সহিত মদীনাওয়ালাদের যুদ্ধ হয়। যাহাকে হাররার যুদ্ধ বলা হয়। সতের শত বিশিষ্ট আনছার ও মোহাজেরীন ও সেই যুদ্ধে দশ হাজার সাধারণ মুছলমান শহীদ হন। মদীনার মছজিদে সৈন্যদের ঘোড়া দৌড়াইত। সেই ভীষণ দুর্যোগের সময় হজরত ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব একা একা মসজিদে নববীতে নামাজ পড়িয়া থাকিতেন। তিনি বলেন যতদিন পর্য্যন্ত কোন লোক মসজিদে আশা শুরু করে নাই ততদিন আমি প্রত্যেক নামাজের সময় আজান এবং একামতের শব্দ কবর শরীফ হইতে শুনিতে পাইতাম। (খাছায়েছে কোব্‌রা)

কবর শরীফের সাথে বে-আদবী করার পরিণাম

(৩৮) আমীরুল মোমেনীন হজরত মোয়াবিয়ার আমলে তাঁহার ইশারায় অথবা মদীনার গভর্ণর মারওয়ানের নিজস্ব খেয়ালে ইচ্ছা হইল যে হুজুরের মিম্বর শরীফ মদীনায়ে মোনাওয়ারা হইতে নিয়া দামেস্কের মসজিদে রাখা হইবে। এই জন্য মিম্বার খুলিতে আরম্ভ করা হইল। সেই সময় হঠাৎ মদীনায় সূর্য্য গ্রহণ দেখা যাইতে লাগিল। মারওয়ান ইহাতে ভীত হইয়া লোকজনের কাছে ওজর পেশ করিল যে আমীরুল মোমেনীন লিখিয়াছেন মিম্বর শরীফে উই লাগার সম্ভাবনা আছে তাই উহাকে উঁচু করিয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রী ডাকিয়া আসল মিম্বরের নীচে

আরও ছয়টি সিঁড়ি বানাইয়া মোট নয়টি সিঁড়ি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (নোজহাত)

(৩৯) ছেলিতান নুরুদ্দিন বহুত বড় ন্যায় বিচারক ও মোত্তাকী বাদশাহ ছিলেন। রাত্রির অধিকাংশ তাহাজ্জুদ এবং আজিফায় কাটাইয়া দিতেন। ৫৫৭ হিজরীতে একদিন রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার পর স্বপ্নে দেখেন যে হুজুরে পাক (ছঃ) দুইজন নীল চক্ষু বিশিষ্ট লোকের দিকে ইশারা করিয়া বলিতেছেন যে ইহাদের দুষ্টামী হইতে আমাকে হেফাজত কর ছোলতান ঘাবড়াইয়া ঘুম হইতে উঠিয়া আবার নফল নামাজ পড়িয়া শুইয়া পড়িলেন এবারও প্রথমবারের মত স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া গেলেন। আবার উঠিয়া অজু করিয়া নফল পড়িলেন ও একটু তন্দ্রা আসার পর পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখিলেন। এবার তিনি চিন্তা করিলেন আর ঘুমাইবার কোন অর্থ নাই, সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি বেলাই তাঁহার নেকবখত ও বুজুর্গ উজীর জামালুদ্দিনকে ডাকিয়া সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। উজীর বলিলেন, আর কাল বিলম্ব না করিয়া মদীনায় রওয়ানা হওয়া উচিত। আর এই স্বপ্নের কথা কাহারও নিকট বলা যাইবে না। বাদশাহ্ রাত্রি বেলায়ই প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন এবং সেই উজীর ব্যতীত আরও বিশজন বিশ্বস্থ খাদেমকে সঙ্গে করিয়া বহু মাল-পত্র সহকারে মদীনা পাকের দিকে রওয়ানা হইলেন। দ্রুতগামী উটে আরোহণ করিয়া তাঁহারা মিশর হইতে ষোল দিনে মদীনায় গিয়া পৌছিলেন। মদীনার বাহিরে গিয়া তিনি গোছল করিলেন ও নেহায়েত আদব এবং এহ্‌তেমামের সহিত মসজিদে প্রবেশ করিয়া রওজায় গিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, এখন কি করা যায় ওদিকে উজীর ঘোষণা করিয়া দিল যে বাদশাহ জিয়ারত করিতে আসিয়াছেন এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত মদীনা বাসীর উপর তিনি দান খয়রাত করিবেন। ঘোষণা শুনিয়া দলে দলে লোকজন আসিয়া বাদশার দান গ্রহণ করিতে লাগিল। বাদশাহ খুব বিচক্ষণতার সহিত সেই স্বপ্নে দেখা দুইজন লোককে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায়, সমস্ত মদীনাবাসী দান গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল তবুও সেই দুইটি লোকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বাদশাহ খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, এবং কোন লোক বাকী রহিয়াছেন কিনা খোঁজ খবর নিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে দুইজন মাগরেবী বুজুর্গ রহিয়া গিয়াছে তাহারা কিন্তু কাহার ও দান গ্রহণ করে না বরং মদীনাবাসীর উপর অকাতরে দান করিয়া থাকে। প্রতিদিন জান্নাতুল বাকীতে যায় এবং প্রতি শনিবার মসজিদে কোবায় গমন করে। বাদশাহ

তাহাদিগকে ডাকিলেন ও দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। বাদশাহ তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল আমরা মাগরিবের বাসিন্দা হজ্ব করিতে আসিয়াছিলাম। এখন বাকী জীবন হুজুরের প্রতিবেশী হইয়া থাকিতে মনস্থ করিয়াছি। বাদশাহ বলিলেন সত্য সত্য বল। তাহারা আগের মত উত্তর দিল। অবশেষে বাদশাহ তাহাদের বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে রওজার পার্শ্বের একটি রিবাতে তাহারা বাস করে। বাদশাহ তাহাদিগকে সেখানে রাখিয়া স্বয়ং তাহাদের বাসস্থানে গিয়া খুব অনুসন্ধান করিলেন, সেখানে অনেক মাল-পত্র এবং কিতাব পাইলেন। কিন্তু স্বপ্নের বিষয় বস্তু সম্পর্ক কোন কিছুই পাইলেন না। বাদশাহ ভীষণ চিন্তায় ও পেরেশানীতে পড়িয়া গেলেন। মদীনাবাসীও তাহাদের সুপারিশের জন্য আগাইয়া আসিতে লাগিল যে ইহারা বেশ বুজুর্গ লোক। দিনে রোজা রাখে ও রাত্রি বেলা নামাজে কাটাইয়া দেয়। গরীব দুঃখীদিগকে খুব সাহায্য সহযোগিতা করে। বাদশাহ্ পেরেশান অবস্থায় এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি তাহাদের চাটাইয়ের উপর বিছান নামাজের মছল্লা উঠাইলেন। দেখিলেন উহার নীচেএকটাপাথর বিছান রহিয়াছে। উহাকে উঠাইয়া দেখিতে পাইলেন, নীচের দিকে একটা সুড়ঙ্গ পথ। যাহা অনেক দূর চলিয়া গিয়া কবর শরীফের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। বাদশাহ রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও তাহাদিগকে পিটাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন ঘটনা কি হইয়াছে সত্য সত্য বর্ণনা কর! তাহারা এবার স্বীকার করিল আমরা দুইজন খৃষ্টান। খৃষ্টান বাদশাহ আমাদিগকে বহু ধন-রত্ন দিবার ওয়াদা করিয়া পাঠাইয়াছে যে, আমরা যেন নবীজীর লাশ মোবারককে এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাই। আমরা রাত্রি বেলায় যখন কাজ করি তখন দুইটি চামড়ার মশকে ভর্তি করিয়া ঐ মাটি জান্নাতুল বাকীতে ফেলিয়া আসি। বাদশাহ আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করিলেন ও তাহাকে যে এতবড় বেদমতের ভার কবুল করা হইল সেই জন্য খুব বেশী করিয়া কাঁদিলেন। অবশেষে সেই পাপাচার লোক দুইটিকে হত্যা করিয়া দেওয়া হইল এবং হুজুরের কবর শরীফের চতুর্দিকে গভীর পরিখা খনন করাইয়া তথায় রাঙ সীসা গলাইয়া ভর্তি করাইয়া দিলেন যেন ভবিষ্যতে আর কেহ হুজুরের কবর পর্যন্ত যাইতে না পারে।

(৪০) শায়েখ শামছুদ্দিন ছাওয়াব যিনি হারামে নববীর খাদেমগণের

সর্দার ছিলেন। তিনি বলেন যে, আমার একজন বিশ্বস্থ বন্ধু ছিল। মদীনার গভর্ণরের নিকট তাহার বেশ আনাগোনা ছিল। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমাকেও সে গভর্ণর পর্যান্ত পৌঁছাইত। একদিন সেই বন্ধু আমার নিকট আসিয়া খবর দিল যে, ভাই আজ একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ব্যাপার হইল এই যে হলবের কিছু সংখ্যক লোক গভর্ণরের নিকট আসিয়া তাহাকে ধন-রত্ন ঘুস দিয়া রাজী করাইয়াছে যে হজরত আবুবকর ছিদ্দীক ও হজরত ওমরের লাশ মোবারক মসজিদে নববী হইতে উঠাইয়া নেওয়ার ব্যাপারে সে যেন তাহাদিগকে সাহায্য করে। শায়েখ ছাওয়াব বলেন এই মারাত্মক ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর কাঁপিয়া গেল। পেরেশানীর অন্ত রহিল না। আমি চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়ি, ইত্যবসারে গভর্ণরের বিশেষ লোক আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। আমীর আমাকে বলিয়া দিল, আজ রাত্রে কিছু সংখ্যক লোক মসজিদে গমন করিবে তাহারা যেই কাজই করে উহাতে তুমি কোন বাঁধা দিবা না। আমি আচ্ছা ঠিক আছে বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু সারাদিন হুজরা শরীফের পিছনে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম এক মুহূর্তের জন্যও আমার কান্না থামে নাই। আর আমার উপর কি হাশর গোজারিয়া যাইতেছিল সেই বিষয় কাহারও কোন খবরই ছিল না। অবশেষে এশার নামাজের পর যখন সমস্ত লোক চলিয়া যায়, আমি ও সমস্ত দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ফেলি তখন বাবুচ্ছালাম দিয়া যাহা আমীরের বাড়ীর কিছুটা নিকটে ছিল একদল লোক মসজিদে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি একজন একজন করিয়া দেখি তাহারা মোট চল্লিশজন ছিল, প্রত্যেকের হাতে কোদাল টুকরি এবং মাটি কাটার যন্ত্রপাতি। তাহারা মসজিদে প্রবেশ করিয়া সোজা কবর শরীফের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। খোদার কছম! তাহারা মিম্বরের নিকটেও যাইয়া সারে নাই হঠাৎ সমস্ত সাজ-সরঞ্জামসহ সেখানের জমীন তাহাদিগকে এমনভাবে গিলিয়া ফেলে যে তাহাদের আর কোন নাম নিশানাও দেখিতে পাইলাম না। ওদিকে আমীর দীর্ঘক্ষণ পর্যান্ত তাহাদের অপেক্ষা করিয়া আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা ছাওয়াব! ঐ সমস্ত লোক কি এখন ও তোমার নিকট পৌঁছে নাই? আমি বলিলাম, হাঁ আসিয়াছিল সত্য, তবে ঘটনা এইরূপ হইয়া গেল। আমীর বলিল দেখ কি বলিতেছ সাবধানে বল, আমি বলিলাম আপনি আমার সহিত চলুন তাহারা সেখানে দাবিয়া গিয়াছে আমি সেই স্থানও

আপনাকে দেখাইতে পারি। আমীর বলিল এই ঘটনা এখানেই যেন শেষ হইয়া যায়। কাহার ও নিকট প্রকাশ হইয়া গেলে তোমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। (অফায়ে আওয়াল)

হুজুর (ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখার তাৎপর্য

হুজুর ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখার বিষয় কয়েকটি কথার উপর সকলকেই অবহিত হওয়া উচিত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে আমাকে স্বপ্নে দেখিল সে বাস্তবিকই আমাকে দেখিল। কারণ শয়তানের এমন কোন শক্তি নাই যে, আমার ছুরত ধরিয়া হাজির হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে, যে জিনিষ দ্বারা দেখা হয় উহাত দর্শকের শরীরের একটা অঙ্গ। কাজেই দর্শকের মধ্যে দেখার যে যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা অনুসারেই হুজুরকে দেখিয়া থাকে। যেমন বিভিন্ন রং-এর চশমা চোখে লাগাইয়া দেখিলে একই জিনিষকে বিভিন্ন রঙে দেখা যায়। লাল সবুজ পাত্রে পানি রাখিলে পানিকে ও লাল এবং সবুজ পাত্রে পানি রাখিলে ও লাল এবং সবুজ দেখা যায়। দুরবীন যন্ত্রের বিভিন্নতায় সেই বস্তুকেও ছোট বড় দেখা যায়। চক্ষুর কোন কোন অবস্থাভেদে একটি বস্তুকে দুইটি করিয়া দেখা যায়। ঠিক তদ্রূপ আমার প্রিয় নবীজীকে দেখার ব্যাপারে যদি কেহ হুজুরের শানের খেলাপ দেখিল তবে সেটা তার নিজেরই দেখার ত্রুটি। এইভাবে হুজুরের কাছ থেকে শরীয়তের কোন খেলাপ কথা শুনিলে শুনিবার ত্রুটি মনে করিতে হইবে। যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখিল হুজুর (ছঃ) তাহাকে অমুক কাজ করিতে হুকুম করিতেছেন বা নিষেধ করিতেছেন। তখন সেই কাজকে হাদীছ ও কোরানের সহিত মিলাইতে হইবে। মিলাইলে যদি দেখা যায় যে, উহা শরীয়তের হুকুম মোতাবেক তবে উহার উপর আমল করিবে আর শরীয়ত বিরোধী হইলে উহা প্রত্যাখ্যান করিবে। ঐ ছুরতে মনে করিতে হইবে যে খাব সত্য কিন্তু শয়তানের প্রভাবে কানে এমন শব্দ আসিয়াছে যাহা প্রকৃত পক্ষে হুজুর বলেন নাই। তাহজীবুল আছমা গ্রন্থে ইমাম নবভী লিখিয়াছেন, যে হুজুরকে দেখিল সে সত্য সত্যই হুজুরকে দেখিল কারণ শয়তান হুজুরের ছুরত ধরিতে পারে না। কিন্তু খাবে যদি শরীয়তের খেলাপ আহকাম সম্পর্কে কিছু হুজুর বলিয়া থাকেন তবে তাহার উপর আমল করা জায়েজ নাই। উহা এইজন্য নয় যে খাবের মধ্যে কোন সন্দেহ আছে বরং এইজন্য যে ঘুমন্ত দর্শকের দৃষ্টি শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া শরীয়ত কোন হুকুম দিতে পারে না।

দশম পরিচ্ছেদ

মদীনায়ে তাইয়্যেবার ফজীলত

যেই শহরকে আল্লাহ পাক আপন মাহবুব, দোজাহানের সর্দারের বাসস্থান হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন। সেই শহরের ফজীলতের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে উহাকে মাহবুবের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। যেখানের অলি গলিতে আছমান হইতে অহী অবতীর্ণ হইত, যেখানে সকাল বিকাল ফেরেশ্‌তা কুলের সর্দার জিব্রাঈল মীকাঈলের আশা যাওয়া হইত, যাহার ময়দান সমূহ জিকির ও তাছবীহের দ্বারা গুঞ্জন করিতে থাকিত. যাহার মৃত্তিকা রাশী আমার প্রিয় হুজুরের শরীর মোবারককে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যেখান হইতে দ্বীনের মশাল জ্বলিয়া সারা জগত আলোকিত হইয়াছে, যেখান হইতে দ্বীনের আহকাম এবং হুজুরের রাশি রাশি ছুন্নত ঝর্ণা ধারার মত প্রবাহিত হইয়া সারা বিশ্ব ভুবনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, যেখানের প্রতিটি ধূলি-কণা আমার প্রিয় নবীর এবং তাঁহার সহচরবৃন্দের কদম মোবারকের স্পর্শে ধন্য হইয়া সেই মহিয়ান ও গরিয়ান নগরীর মাঠ-ঘাঠ-প্রান্তর আর পাহাড় পর্বত কিছুই সর্বকালের সর্বমানুষের জন্য পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপযোগী। মদীনার অফুরন্ত শ্রদ্ধাভরে উহার প্রতিটি ধূলি-কণা চুম্বন পাওয়ার উপযোগী। সেই মহিমান্বিত শহরের এবং উহার বিভিন্ন স্থানের পবিত্রতা হাদীছ শরীফও বহু জাওগায় বর্ণিত হইয়াছে।

(১) عن جابر بن سمرة رض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى سمى المدينة طابة - (مسلم)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন এই মদীনা শহরের নাম তাবা রাখা হইয়াছে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে তৈয়্যেবা রাখা হইয়াছে। উহার অর্থ হইল পবিত্রতা অথবা উত্তম। যেহেতু এই শহর শেরেকের কলুষিতা হইতে পবিত্র অথবা উহার আবহাওয়া বসবাসের জন্য উত্তম। অতএব কারণে উহার এই নামকরণ হইয়াছে।

এব্‌নে হাজার মক্কী মদীনা শরীফের প্রায় এক হাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাঁচটি নাম প্রসিদ্ধ। মদীনা, তাবা, ইয়াছেরেব, তৈয়্যেবাহ্, দার। তন্মধ্যে ইয়াছরেব নাম অন্ধকার যুগে ছিল। হুজুর উহাকে না-পছন্দ করিয়া মদীনা রাখিয়াছেন। ছাহেবে এতহাফ

লিখিয়াছেন নাম বেশী হওয়ার ভিতর ও শারাফতের আভাস পাওয়া যায়।

(২) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص امرت بقرية تاكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد - (متفق عليه)

"হুজুর এরশাদ করেন আমাকে এমন এক বস্তিতে বাস করার হুকুম করা হইয়াছে যাহা সমস্ত বস্তিকে খাইয়া ফেলে। মানুষ উহাকে ইয়াছরব বলে। উহার নাম হইল মদীনা। সে খারাপ লোকদিগকে এমনভাবে দুর করে যেমন ভাট্টি লোহার ময়লাকে দুর করিয়া দেয়।"

হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে আছমান হইতে একটি চন্দ্র মক্কা শরীফে অবতরণ করিয়াছে, যদ্দারা সমস্ত মদীনা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সেই চাঁদ আকাশে উঠিয়া পুনরায় মদীনায় গিয়া অবতরণ করে যদ্দারা মদীনা ভূমি আলোকিত হইয়া যায়। তারপর উহা হযরত আয়েশার ঘরে প্রবেশ করে এবং সেখানের জমীন ফাটিয়া গেলে চাঁদটি সেখানে গায়েব হইয়া যায়।" এই খাবের তাবীর তিনি করিয়াছেন যে, হুজুর মদীনায় হিজরত করিবেন এবং শেষকল আয়েশার ঘরে তাঁহার কবর হইবে। (খামীছ)

উহা সমস্ত বস্তিকে খাইয়া লাপ লিবে তার অর্থ হইল, মর্যাদার সামনে অন্যান্য শহরের কোন মর্যাদা নাই। অথবা সেখানের বাসিন্দাগণ অন্যান্য শহরকে জয় করিয়া ফেলিবে।

হাদীছে বর্ণিত আছে এই শহরে প্রথমে কাওমে আমালেকা আসিয়া আশে-পাশের সমস্ত শহর এবং দেশ জয় করিয়া লয়। পরে ইহুদীরা আসিয়া আমালেকার উপর জয়লাভ করে। তারপর খ্রীষ্টানগণ আসিয়া ইহুদীদের উপর প্রভুত্ব করে। তারপর হুজুরে পাক ছঃ) আসিয়া মাশরেক হইতে মাগরিব পর্যন্ত সারা বিশ্বকে জয় করেন।

মদীনা খারাপ লোকদিগকে স্থান দেয় না। কাহারও মতে ইছলামের প্রাথমিক যুগের কথা বলা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলে যে শেষ জমানায় দাজ্জালের আবির্ভাব হইলে সে মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। বোখারী শরীফেও বর্ণিত ফেরেশতাগণ মক্কা এবং মদীনাকে দাজ্জালের হামলা হইতে রক্ষা করিবে।

মদীনা সমস্ত শহর হইতে উত্তম ইহার মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে চার ইমামের নিকট সর্বসম্মতভাবে মদীনা শরীফ হইতে মক্কা শরীফ

আফজল। কিন্তু মদীনা শরীফের যেই জায়গায় প্রিয় নবী শায়িত আছেন উহা ইছলাম জগতের সমস্ত ওলামাদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে সমস্ত জায়গা হইতে শ্রেষ্ঠ। বায়তুল্লা হইতেও শ্রেষ্ঠ। কাজী এয়াজ বলেন উহা আরশে আজীম হইতেও শ্রেষ্ঠ। উহার কারণ ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে যেইস্থানে নবীগণ দাফন হন সেখানের মাটি দ্বারা তাঁহাদের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কাজেই সেই স্থানের মাটি দ্বারা হুজুরের শরীর মোবারক তৈয়ার হইয়াছে মনে করিতে হইবে। এই কারণে আবার কেহ কেহ যেহেতু হুজুরের শরীর জমীনে রহিয়াছে জমীনকে আছমান হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ওলামাদের মতে আছমান সমূহ জমীন হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ সেখানে কোন নাফরমানী হয় না। আর জমীনে শেরেক কুফর হইয়া থাকে।

মদীনা শরীফের ফজীলতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক শহর তলোয়ারের সাহায্যে জয় হইয়াছে আর মদীনা জয় হইয়াছে কোরানের সাহায্য।

(১) عن سعد رض قال قال رسول الله ص انى احرم ما بين لابتى المدينة ان يقطع عضاهها او يقتل صيدها وقال المدينة -

হুজুর এরশাদ করেন মদীনার দুই পার্শ্বের প্রস্তরময় স্থানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি হারাম সাব্যস্ত করিতেছি এই হিসাবে যে এখানের গাছ কাটা যাইবেনা এবং শিকার ও করা যাইবে না। হুজুর আরও বলেন মদীনা মুছলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ বাসস্থান তাহারা যদি জানে তবে এখানের অবস্থান ত্যাগ করিবে না। যেই ব্যক্তি অধৈর্য্য হইয়া মদীনা ছাড়িল আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এখানে উহার উত্তম বিনিময় নিয়া দিবেন। আর যে কষ্টসহ্য করিয়াও মদীনায় অবস্থান করিবে আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী হইব এবং সুপারিশ করিব।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে জাবালে আয়ের এবং জাবালে ছুর (অহুদের নিকট ছোট একটি পাহাড়)-এর মধ্যবর্তীস্থান হারামে মদীনা। হানাফী মজহাব মতে হারামে মক্কায় ঘাস কাটিলে ও শিকার করিলে বদলা দেওয়া ওয়াজেব আর হারামে মদীনায় উহা ওয়াজেব নয় বরা নিষিদ্ধ কাজ, না করা ভাল।

(২) عن ابى هريرة رض ان رسول الله ص قال ان الايمان

ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها - (رواه البخاري)

হুজুরে পাক এরশাদ করেন নিশ্চয় ঈমান মদীনায় এমন ভাবে প্রবেশ করিবে যেমন সাপ আপন গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে।

ইহার অর্থ কয়েক প্রকার হইতে পারে। প্রাথমিক যুগে দ্বীন শিখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে লোকজনের মদীনায় আশার দিকে ইশারা, অথবা সর্বকালে সারা দুনিয়ার মুছলমান হুজুরের এবং ছাহাবাদের এবং পবিত্র স্থানসমূহের জিয়ারতের জন্য মদীনায় আগমন করিবে। অথবা শেষ জমানায় কেয়ামতের পূর্বে সমস্ত দুনিয়া হইতে মিটিয়া দ্বীন মদীনায় আসিয়া পৌঁছিবে।

(৬) عن انس رض عن النبي ص قال اللهم اجعل با المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة - (متفق عليه)

হুজুর দোয়া করেন হে খোদা! আপনি মক্কা শরীফের যত বরকত দান করিয়াছেন মদীনা শরীফে উহার ডবল দান করেন। অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি মদীনাওয়ালাদের সহিত ধোকাবাজীর খেয়াল করিবে সে এইভাবে গলিয়া যাইবে যেমন পানিতে নমক গলিয়া যায়।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে মদীনাবাসীদের উপর জুলুম করিবে অথবা তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে তাহার উপর আল্লার লা'নত, ফেরেশতাদের লা'নত এবং সমস্ত দুনিয়ার লা'নত তাহার কোন ফরজ এবাদত ও কবুল হয় না কোন নফল এবাদত ও নয়।

যাহারা বিদেশ হইতে মদীনায় জিয়ারতের জন্য গমন করিবে তাহারা এসব হাদীছের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মদীনা থাকা কালীন সেখানের অধিবাসিদের সঙ্গে চলা-ফেরায়, কাজে-কর্মে বেচা-কেনায়, যেন কোনরূপ ছলবাজী বা ধোকাবাজী না হয় সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখিবে।

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ এইভাবে পড়িবে যে এক ওয়াক্ত নামাজ ও ফওত না হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আজাব হইতে আগুন হইতে এবং মোনাফেকী হইতে মুক্তি দিয়া দেন। জিয়ারত কারীগণ এই বিষয় খুব লক্ষ্য রাখিবে যেন মদীনা শরীফে কম পক্ষে আট দিন থাকা হয় ইহাতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পুর্ণ হইবে। আরও লক্ষ্য রাখিবে যেন কোন মধ্যে ইহার নামাজ ফওত না হয় এবং কোন জিয়ারতে গেলে ফজরের পর গিয়া জোহরের আগে আগে যেন ফিরিয়া আসা যায় সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) কছম করিয়া বলিয়াছেন যাহার কুদরতী হাতে আমার জান তাঁহার কছম করিয়া বলিতেছি মদীনার মাটি প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা স্বরূপ, হজরত আয়েশা বলেন হুজুর রুগীর জন্য এই দোয়া পড়িতেন। "তোরবা-তো আর-দেনা বেরীকাতে বা'জেনা লিইয়াশফী ছাকীমুনা" হুজুর (ছঃ) আঙ্গুলের মধ্যে থুথু লইয়া সেই আঙ্গুলী মাটিতে মিশাইয়া দরদের স্থানে এই দোয়া পড়িয়া লাগাইতেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে মদীনার মাটি শ্বেতকুষ্ঠ রোগের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। হজরত শায়খুল হাদীছ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছেন যে মদীনার মাটি দ্বারা প্লেগের গোটা ও ভাল হইয়া যায়। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি মদীনায় মরনের শক্তি রাখে সে যেন মদীনায় মৃত্যুবরন করে কারণ ঐ ব্যক্তির জন্য আমি সুপারিশ করিব যে মদীনায় মারা যায়। এখানে সুপারিশের অর্থ হইল খাছ সুপারিশ, নচেৎ হুজুরের সুপারিশ সমস্ত মুছলমানের জন্য হইবে।

আমার শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ হজরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ যিনি হজরত হোছায়েন আহমদ মাদানী (রঃ)-এর বড় ভাই ছিলেন এবং মদীনা শরীফে মাদ্রাছায়ে শরীইয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তিনি প্রায় বলিতেন হিন্দুস্থানের দোস্তদিগকে দেখিবার জন্য দিল একবার সেখানে যাইতে চায়, কিন্তু বার্ধক্য আসিয়া গিয়াছে তাই মদীনার মউত ভাগ্যে না আছে নাকি সেইজন্য যাইতেছি না।

হযরত মাওলানা খলিল আহমদ (রঃ) মোলতাজাম ধরিয়া মদীনার মউত হইবার জন্যও দোয়া করিতেন। হজরত ওমরের বিখ্যাত—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ -

হে খোদা! তোমার রাস্তায় আমাকে শাহাদাত দান কর এবং হুজুরের শহরে আমার মৃত্যু দান কর।

কি আশ্চর্য্য দোয়া? মদীনায় থাকিয়া তিনি শহীদ হন। অর্থাৎ আবু লুলু কাফেরের হাতে ছাহাবাদের বিরাট জামাতের মধ্যে থাকিয়া হুজুরের শহরেই তিনি শহীদ হন ও মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে দুইটি কবরস্থান আছমান ওয়ালাদের নিকট

এমনভাবে চম্‌কিতেছে যেমন জমীন ওয়ালাদের নিকট চন্দ্র সুরুজ চম্‌কিতেছে। প্রথম জান্নাতুল বাকীর কবরস্থান। দ্বিতীয় আছকালানের কবরস্থান। মদীনা শরীফে মৃত্যু বাস্তবিকই বড় সৌভাগ্যের কথা। হুজুরের দুই বিবি ব্যতিত বাকী সকল বিবি ছাহেবানেরও পরিবার পরিজনের কবর তথায় আছে। ইমাম মালেক বলেন প্রায় দশ হাজার ছাহাবীর কবর সেখানে রহিয়াছে। হুজুর বলেন সর্বপ্রথম আমি কবর হইতে উঠিব, তারপর আবুবকর উঠিবে তারপর ওমর উঠিবে। বাকীতে গিয়া সেখানের সবাইকে উঠাইয়া সঙ্গে লইব। অবশেষে মক্কা শরীফের কবরস্থান ওয়ালারা মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিবে।

(১০) عن ابى هريرة رض عن النبى ص ما بين بيتى و منبرى روضة من رياض جنة ومنبرى على حوضى - بخارى و مسلم)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন আমার ঘর (কবর) এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশ্‌তের বাগান সমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউজে কাওছারের উপর। (বোখারী মুছলিম)

ঘর শব্দের অর্থ হজরত আয়েশার ঘর, যেখানে পরে হুজুরের কবর শরীফ হইয়াছে! কেহ কেহ বলেন ঘর অর্থ সমস্ত বিবি সাহেবানদের ঘর। যেগুলি বাদশাহ অলীদ বিন আবদুল মালেকের জমানায় মসজিদের মধ্যে দাখিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যবর্তী পুরা স্থানটি বেহেস্তের টুক্‌রা। (নুজহাত

বেহেশ্‌তের টুক্‌রা শব্দের অর্থ বেহেশ্‌তের মত ওখানে সব সময় রহমত নাজেল হইতে থাকে। অথবা সেখানে এবাদত করিলে বেহেশ্‌ত যাওয়ার উছিলা হইবে অথবা বাস্তবিকই বেহেশতের টুকরা। বেহেশত হইতে আসিয়াছে আবার বেহেশতের সহিত মিলিয়া যাইবে।

মিম্বর হাওজের উপর তার অর্থ হইল উহা হুবহু হাওজের উপর কেয়ামতের দিন বদলি হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় অর্থ হইল ইহা একটি ভিন্ন কথা অর্থাৎ হাওজে কাওছারেও আমার জন্য একটা মিম্বর হইবে। তৃতীয় সেখানে এবাদত ও দোয়া করিলে হাওজে কাওছার নছীব হইবে।

বোখারী শরীফে আটটি স্তম্ভকে বিশেষ বরকত ওয়ালা বর্ণনা করা হইয়াছে—

( ) উছতুওয়ানায়ে মোখাল্লাকা ইহা সবচেয়ে বেশী বরকতওয়ালা। ইহাকেই হান্নানাহ অর্থাৎ ক্রন্দনকারী বলা হয়। এখানেই হুজুর বেশী করিয়া নামাজ পড়িতেন। প্রথমে ইহাতে টেক লাগাইয়া হুজুর খোত্‌বা পড়িতেন। পরে যখন মিম্বর তৈয়ার হইয়া যায় তখন হুজুর মিম্বরের উপর গিয়া খোত্‌বা আরম্ভ করা মাত্র এই খুঁটি কাঁদিতে আরম্ভ করে এবং এমন জোরে কাঁদিতে থাকে যে মনে হয় যেন উহা ফাটিয়া যাইবে। উহার ক্রন্দনে মসজিদের সমস্ত ছাহাবী কাঁদিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া হুজুর মিম্বর হইতে নামিয়া উহার গায়ে গিয়া হাত রাখা মাত্র বাচ্চার মত হেচ্‌কী লইতে লইতে তাঁহার ক্রন্দন থামিয়া যায়। হুজুর এরশাদ করেন আমি হাত না রাখিলে উহা কেয়ামত পর্যন্ত ক্রন্দন করিত। উহা বর্তমানে দাফন অবস্থায় আছে। হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ মদীনার গভর্ণর থাকা কালীন ওখানে মেহরাব বানাইয়া দেওয়া হয়। ইমাম মালেক বলেন নামাজের জন্য মসজিদে নববীতে ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান।

(২) উস্‌তুওয়ানায়ে আয়েশা বা উস্‌তুওয়ানায়ে মোহাজেরীন। মোহাজেরীণগণ এখানেই বেশীর ভাগ বসিতেন। উহাকে উস্‌তুওয়ানায়ে কোরআনও বলা হয়। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন মসজিদে এমন একটি জায়গা আছে লোকে যদি জানিত সেখানে বসিবার জন্য লটারী হইত। আম্মা আয়েশা প্রথমে ঐ স্থানের পরিচয় দেন নাই। পরে আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের অনুরোধে তিনি উহা দেখাইয়া দেন এই জন্যই উহাকে আয়েশার খুঁটি বলা হয়।

(৩) উছতুওয়ানায়ে তওবা বা আবু লোবাবাহ, ঐ খুঁটিতে বন্দনাবস্থায় হজরত আবু লোবাবার তওবা কবুল হয়।

(৪) উছতুওয়ানায়ে ছারীর, ঐ জায়গায় হুজুর এ'তেকাফ করিতেন ও আরাম করিতেন।

(৫) উসতুওয়ানায়ে আলী। উহাতে পাহারাদারগণ বিশেষ করিয়া হজরত আলী থাকিতেন।

(৬) উসতুওয়ানায়ে উফুদ, আরবের কোন প্রতিনিধিদল আসিলে ওখানে বসান হইত। হুজুর (ছঃ) সেখানে তাহাদিগকে আহকাম শিক্ষা

দিতেন।

(৭) উসতুওয়ানায়ে তাহাজ্জুদ, হুজুর ঐ খুঁটির নিকট প্রায়ই তাহাজ্জুদ পড়িতেন।

(৮) উসতুওয়ানায়ে জিব্রাঈল, উহা বর্তমানে হুজরা শরীফের ভিতর আসিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে মসজিদে নববীতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে হুজুর (ছঃ) অথবা ছাহাবায়ে কেরামের পবিত্র কদম মোবারক বারংবার পড়ে নাই; এই জন্য উহার প্রতিটি ইঞ্চি বরকতে পরিপূর্ণ। আল্লাহ পাক ঐ সবের বরকতে আমাদিগকে উপকৃত হইবার তওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট

বিদায় হজ্ব

সারা মুসলিম বিশ্ব এই বিষয়ে একমত যে হুজুরে পাক (ছঃ) হিজরতের পর একটি মাত্র হজ্ব করিয়াছেন, যাহাকে হাজ্জাতুল বেদা অর্থাৎ বিদায় হজ্ব বলা হয়। হুজুরের জীবনের শেষ বৎসর দশম হিজরীতে যখন হুজুরে পাক (ছঃ) ঘোষনা করিয়া দিলেন যে তিনি এ বৎসর সদলবলে হজ্ব করিতে যাইবেন তখন সারা আরবের বুকে এক অভূত পূর্ব সাড়া পড়িয়া যায়। দিক বিদিক হইতে হাজার হাজার ভক্ত বৃন্দ পবিত্র ভূমি মক্কা নগরীতে একত্র হইতে লাগিল। হুজুরের সাহচর্যে ইসলামের পঞ্চম রোকন পবিত্র হজ্ব কার্য্য সমাপনের অদম্য স্পৃহা ও আকাংখা নিয়া হুজুরের রওয়ানা হইবার পূর্বেই বিরাট এক দল মদিনায় আসিয়া সমবেত হয়। আবার কেহ পথি মধ্যে আসিয়া হুজুরের কাফেলার সহিত সংযুক্ত হয়। আবার কোন কোন গোত্রের লোকেরা পবিত্র মক্কা নগরীতে আসিয়া সরাসরি আরাফাতের ময়দানে হুজুরের সহিত মিলিত হয় ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে সর্ব মোট একলক্ষ চব্বিশ হাজার ছাহাবী আরাফাতের ময়দানে হুজুরের সহিত হজ্ব কার্য্য সমাধা করেন।

চব্বিশ অথবা পঁচিশ অথবা ছাব্বিশ জিলক্বাদ বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার অথবা শনিবার মসজিদে নববীতে জোহরের নামাজ আদায় করিয়া হুজুরে আকারম (ছঃ) জুল হোলায়ফা আসিয়া আছরের নামাজ আদায় করেন। রাত্রি বেলায় হুজুরে পাক (ছঃ) জুল হোলায়ফা অবস্থান করেন

এবং যেই সব বিবিসাহেবান হুজুরের সাথে ছিলেন সেই রাত্রে সকলের সহিত হুজুর সহবাস করেন। ইহার দ্বারা ওলামাগণ প্রমান করিয়াছেন যে বিবি সাথে থাকিলে এহরামের পূর্বে সহবাস করা মোস্তাহাব হওয়াব। কেননা উহা এহরামের দীর্ঘ সময়ের জন্য উভয়ের মানষিক পবিত্রতার সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় দিন হুজুরে পাক (ছঃ) জোহরের নামাজ আদায় করার পূর্বে এহরামের জন্য গোছল করেন এবং এহরামের পোষাক পরিয়া জুল হোলায়ফার মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করিয়া হজ্বে কেরানের নিয়তে এহরাম বাঁধেন। কেননা রাত্রি বেলায় হযরত জিব্রাঈল তাশরীফ আনিয়া হুজুরকে বলেন যে ইহা পবিত্র ভূমি আক্বীক উপত্যাকা। আপনি এখানে নামাজ পড়ুন এবং হজ্ব ও ওমরা উভয়ের জন্য একত্রে এহরাম বাঁধিবেন। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামকে. কেরান তামাত্তু, বা এফরাদ কোন একটির এহরাম বাঁধিতে এখতিয়ার দেন তারপর হুজুর মসজিদ হইতে বাহিরে আসিয়া উটনীর উপর ছওয়ার হইয়া জোরে লাব্বায়েক পড়িলেন। মসজিদ হইতে লাব্বায়েকের আওয়াজ কাছের লোকেরা শুনিয়াছিল আর বাহিরের আওয়াজ অনেক দুর পর্য্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছিল বশতঃ অনেকের ধারণা হইল যে এখান হইতেই হুজুর এহরাম বাঁধিয়াছেন। তারপর হুজুরের মোবারক উটনী হুজুরকে পিঠে লইয়া বায়দা পাহাড়ের উপর আরোহন করে। নিয়ম হইল যে কোন উঁচু জায়গায় উঠিলে হাজিদিগকে লাব্বায়েক জোরে বলিতে হয়। তাই হুজুর বায়দা পাহাড়ে আরোহন করিয়া খুব জোরে লাব্বায়েক বলিতে লাগিলেন। যেহেতু পাহাড়ের চুড়ায় আওয়াজ অনেক দুর পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায় সেই জন্য একটি বিরাট দল মনে করেন যে হুজুর সেখান হইতেই এহরাম বাঁধিয়াছেন। এইভাবে জিব্রাঈলের নির্দেশ মোতাবেক হুজুর ছাহাবাদিগকে লাব্বায়েক জোরে বলিতে আদেশ করেন ও কাফেলা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয় পথিমধ্যে রওয়া উপত্যাকায় হুজুর নামাজ আদায় করেন এবং এরশাদ করেন যে এখানে সত্তরজন নবী নামাজ পড়িয়াছেন।

হুজুর আকরাম এবং হজরত ছিদ্দীকে আকবরের আছবাবপত্র একটি উটের উপর ছিল যাহা হজরত আবুবকর ছিদ্দীকের একজন গোলামের সপর্দ ছিল। উপত্যাকায় আসিয়া তাঁহারা অনেক্ষণ যাবত গোলামের এন্তেজার করিয়াছিলেন। অবশেষে গোলাম আসিয়া ওজর দেখাইল যে উট হারাইয়া গিয়াছে। হজরত আবুবকর ছিদ্দীক গোলামকে এই বলিয়া

মার দিলেন যে একটি উট আবার কি করিয়া হারায়। ওদিকে ব্যাপারটা দেখিয়া হুজুর হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন দেখ মোহ্‌রেম ব্যক্তি কি করিতেছে। অর্থাৎ এহ্‌রাম অবস্থায় মারধর করিতেছে।

ছাহাবায়ে কেরাম যখন জানিতে পারিলেন হুজুরের উট পাওয়া যাইতেছেনা তখন তাড়াতাড়ি খানা পাক করিয়া হুজুরের সামনে আনিলেন। হুজুর হজরত ছিদ্দীককে ডাকিলেন আসুন আল্লাহ পাক উৎকৃষ্ট খাবার পাঠাইয়া দিয়াছেন। হজরত আবুবকরের রাগ তখনও থামে নাই। তারপর হজরত ছায়াদ এবং আবু কয়েছ নিজেদের আস-বাবের উট আনিয়া বলিলেন হুজুর ইহা কবুল করুন, হুজুর ফরমাইলেন আল্লাহ পাক তোমাদিগকে বরকত দান করুন। খোদার রহমতে আমাদের উটনী পাওয়া গিয়াছে।

মক্কা শরীফের সন্নিকট আছফান উপত্যাকায় পৌঁছার পর হজরত ছোরাকা (রাঃ) হুজুরকে বলেন, হুজুর আমাদিগকে হজ্বের মাছায়েল এমন ভাবে শিক্ষা দিন যেমন আমরা আজ পয়দা হইয়াছি। হুজুর তাহাদিগকে কি কি কাজ করিতে হইবে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া দেন। কাফেলা যখন ছফরে পৌছে তখন আম্মাজান আয়েশার হায়েজ দেখা দিল। তিনি পেরেশান হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন যে আমার ছফরই নাকি ব্যর্থ হইয়া গেল। ওদিকে হজ্ব একেবারে নিকটবর্তী। অথচ আমি নাপাক হইয়া গেলাম। হুজুরে পাক তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ইহা সমস্ত মেয়েলোকেরই হইয়া থাকে। তারপর তিনি কি করিবেন হুজুর বাতলাইয়া দিলেন। হুজুর ছাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যাহাদের সহিত কোরবাণীর জানোয়ার নাই তাহারা যেন মক্কা শরীফ প্রবেশ করিয়া ওমরা আদায় করিয়া এহ্‌রাম খুলিয়া ফেলে।

মক্কা শরীফের নিকটবর্তী আজরাক উপত্যাকায় হুজুর যখন এরশাদ করেন যে আমার সম্মুখে এখন ঐ দৃশ্য ভাসিতেছে যখন হযরত মূছা (আঃ) এই ময়দান দিয়া হজ্ব করিতে যাইবার সময় কানের মধ্যে আঙ্গুলি দিয়া খুব জোরে লাব্বায়েক পড়িতেছিলেন। তারপর হুজুর মক্কা শরীফের একেবারেই নিকটে জুতুয়া পৌঁছিয়া রাত্রি বেলায় সেখানে অবস্থান করিয়া সকাল বেলায় মক্কা শরীফ প্রবেশ করিবার নিয়তে গোছল করেন এবং ৪র্থ জিলহজ্ব শনিবার চাশ্‌তের নামাজের ওয়াক্তে পবিত্র মক্কা ভূমিতে পদার্পণ করেন। মক্কায় প্রবেশ করিয়াই হুজুর প্রথমে মসজিদে হারামে তাশরীফ নেন এবং হাজরে আছওয়াদকে চুম্বন করিয়া তাওয়াফ করেন। কোন তাহিয়্যাতুল

মসজিদ পড়েন নাই। বরং মসজিদে দাখিল হইয়াই তাওয়াফ শুরু করিয়া দেন, তাওয়াফ শেষ করিয়া মোকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত তাওয়াফের নামাজ আদায় করেন। যাহার মধ্যে ছুরায়ে কুলইয়া এবং কল হুয়াল্লাহ পড়েন। তারপর পুনরায় তিনি হাজরে আছওয়াদকে চুম্বন করেন এবং বাবুছছাফা দিয়া বাহির হইয়া ছাফা পাহাড়ে তাশ্‌রীফ নিয়া যান। এত উপরে উঠেন যে সেখান হইতে বায়তুল্লা দেখা যাইতেছিল। হুজুর সেখানে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সময় যাবত আল্লাহর প্রশংসা ও তাকবীর বলিতে থাকেন এবং দোয়া করিতে থাকেন। তারপর ছাফা মারওয়ায় সাতবার চক্কর দেন এবং মারওয়া পাহাড়ের চক্কর শেষ করিয়া যাহাদের সাথে কোর-বানীর জানোয়ার নাই তাহাদিগকে এহরাম খুলিতে বলেন। তারপর চারদিন মক্কা শরীফে অবস্থান করেন।

হুজুর ৮ই জিলহজ্ব বৃহস্পতিবার চাশ্‌তের সময় মিনায় চলিয়া যান এবং ছাহাবায়ে কেরামও এহরাম বাঁধিয়া হুজুরের সঙ্গী হন। পাচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় আদায় করেন। সেই রাত্রেই হুজুরের উপর ছুরায়ে অল্‌ মোরছালাত অবতীর্ণ হয়। শুক্রবার ভোরবেলায় সূর্য উঠার পর পরই আরাফাতের ময়দানে পৌঁছিয়া যান। নামেরার তাঁবুতে অল্প সময় অবস্থান করেন। অতঃপর দ্বিপ্রহরের পর কাছওয়া নামক উট্‌নীতে আরোহন করিয়া নিকটস্থ বত্‌নে আরনায় গমন করেন এবং সেখানে লম্বা চওড়া এক খোত্‌বা পাঠ করেন সেই মোতাবেকই উহাকে ঐতিহাসিকগণ বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ নামে আখ্যায়িত করেন। যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

বিদায় হজ্বের ভাষণ

"হে আমার প্রিয় ছাহাবাগণ! আজ যে কথা তোমাদিগকে আমি বলিব উহা তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে। আমার আশংকা হইতেছে হয়তঃ তোমাদের সহিত একত্রে হজ্ব করিবার সুযোগ নাও হইতে পারে। হে মুছলমানগণ, অন্ধকার যুগের সমস্ত ধ্যান ধারণাকে ভুলিয়া নব আলোকে পথ চলিতে শিখ। আজ হইতে অতীতের সমস্ত কুসংস্কার, অনাচার অত্যাচার আর পাপ প্রথা সমূহ বাতিল হইয়া গেল। মনে রাখিও সব মুছলমান আপোষে ভাই ভাই, কেহ কাহারও চেয়ে ছোটও নও আবার কাহারও চেয়ে বড়ও নও। আল্লার নিকট সকলেই সমান। নারী জাতির কথা ভুলিও না। তাহাদের উপর তোমাদের যেইরূপ অধিকার আছে তোমাদের উপরও তাহাদের সেইরূপ অধিকার রহিয়াছে। তাহাদের উপর অত্যাচার করিও না। মনে রাখিও আল্লাহকে সাক্ষী

বানাইয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।

সাবধান ; ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। অতীতে বহু জাতি এ বাড়াবাড়ির ফলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আজিকার এই দিন যেমন পবিত্র, ঠিক তেমনি পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ কাজেই মুসলমানের জীবন ও সম্পদকে পবিত্র জানিবে।

হে মুছলমানগণ! দাস দাসীদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করিবে, তাহাদের উপর কোন জুলুম অত্যাচার করিওনা। তোমরা যাহা খাইবে তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে। যাহা পরিবে তাহাই পরাইবে। ভুলিয়া যাইওনা তাহারা তোমাদের মতই মানুষ।

হুশিয়ার! নেতার আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না। যদি তোমাদের উপর নাক কাটা কোন হাবসী ক্রীতদাসকেও আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালনা করে তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিবে। সাবধান! মুর্তিপূজার অভিশাপ যেন আর তোমাদিগকে স্পর্শ না করে। শিরিক করিবে না। চুরি করিবে না, জিনা করিবে না, সর্বপ্রকার পাপাচার হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবে।

মনে রাখিও একদিন তোমাদিগকে আল্লার নিকট যাইতে হইবে। সেই দিন তোমাদের আপন কৃতকর্মের জবাব দিতে হইবে। বংশ গৌরব করিওনা। আর যে ব্যক্তি নিজের বংশকে হেয় মনে করিয়া অপর বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয় তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হয়।

হে আমার প্রিয় উম্মতগণ। তোমাদের নিকট আমি যেই দুইটি সম্পদ রাখিয়া যাইতেছি যতদিন পর্যন্ত তোমরা উহাকে আকড়াইয়া ধরিবে ততদিন পর্য্যন্ত তোমরা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে না। তাহার একটি হইল আল্লার কোরআন ও অপরটি হইল তাঁহার রাছুলের আদর্শ, নিশ্চয় জানিয়া রাখিও আমার পর আর কোন নবী আসিবে না। তাহার একটি হইল যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিত সকলের নিকট আমার এইসব বানী পৌছাইয়া দিবে।

তারপর আকাশের দিকে মুখ করিয়া প্রিয় নবী বলিতে লাগিলেন হে আমার পরওয়ারদেগার আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে পৌছাইয়া দিতে পারিলাম।

আরাফাতের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ উত্থিত হইল নিশ্চয়! নিশ্চয় আপনী পৌছাইয়াছেন বরং পৌছানোর হক

আদায় করিয়া দিয়াছেন। হুজুরে পাক তখন কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন। হে প্রভূ! তুমি সাক্ষী থাক তুমি সাক্ষী থাক, তুমি সাক্ষী থাক যে ইহারা বলিতেছে আমি আমার কর্তব্য যথাযত ভাবে পালন করিয়াছি।

সেই খোতবার ভিতর এমন কতকগুলি শব্দ ছিল যে হয়তঃ তোমরা এ বৎসরের পর আর আমাকে দেখিবে না এখানে হয়তঃ তোমাদের সহিত আমার আর সাক্ষাত নাও হইতে পারে ইত্যাদি।

খোৎবার পর হজরত বেলালকে তাকবীর দিতে বলেন এবং জোহর ও আছরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তেই পড়ান, জোহরের পর আরাফাতের ময়দানে তাশরীফ আনেন মাগরিব পর্য্যন্ত খুব এহতেমামের সহিত দোয়ায় মশগুল থাকেন। ঐ সময়ে হজরত উম্মে ফজল হুজুর রোজা রাখিয়াছেন কিনা ইহা পরিক্ষার জন্য হুজুরের খেদমতে এক পেয়ালা দুধ পাঠান। হুজুর আপন উটের উপর থাকিয়া সমস্ত লোকের সামনে উহা পান করেন এই খেয়ালে যে লোকে যেন জানিতে পারে হুজুর রোজাদার নহেন। ঐ সময়ে জনৈক ছাহাবী উট পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, হুজুর এরশাদ করেন তাহাকে এহরামের কাপড়ে কাফন দিয়া দাফন করা হউক। কেয়ামতের দিন সে লাব্বায়েক বলিতে বলিতে উঠিবে। সেইস্থানে নজদের দিক হইতে সরাসরি একটি জামাত আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের একজন জিজ্ঞাসা করে যে হুজুর হজ্ব কি জিনিষ? হুজুর বলেন হজ্ব আরফাতের ময়দানে আসাকেই বলা হয়। যেই ব্যক্তি দশই জিলহজ্বের ফজরের পূর্বে আরফাতে পৌছিবে তাহার হজ্ব হইয়া যাইবে।

হুজুর (ছঃ) মাগরিব পর্য্যন্ত উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করিতে থাকেন। আল্লাহ পাক জালেম ব্যতীত আর সকলের গোনাহ মাফ করিয়া দিবার ওয়াদা করেন। হুজুর তবুও বিনীত সহকারে আরজ করেন হে খোদা ইহাও ত হইতে পারে যে আপিন নিজের কাছ থেকে মাজলুমকে প্রতিদান দিয়া জালেমকে মাফ করিয়া দিবেন। সেই সময় অবতীর্ণ হয় —

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থাৎ অদ্যকার দিনে তোমাদের জন্য আমি দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং ইছলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনিত করিলাম। বর্ণিত আছে যে এই সময় তাঁহার ওজনে হুজুরের উটনী দাড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল।

সূর্য্যাস্তের পর নামাজের পূর্বেই হুজুর সেখান থেকে রওয়ানা হন উট্নী এত দ্রুত কদমে চলিতেছিল যে উহার লেগাম টানিয়া রাখিতে হইত। হজরত উছামা হুজুরের পিছনে বসা ছিল। পথিমধ্যে হুজুরের পেশাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। অবতরণ করিয়া হুজুর পেশাব করিয়া লইলেন। হযরত উছামা হুজুরকে অজু করাইলেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের অভ্যাস ছিল যখনই তিনি হজ্ব করিতেন সেখানে নামিয়া অজু করিয়া বলিতেন আমি এই জন্য এখানে অজু করিলাম যেহেতু আমার প্রিয় নবীজী এখানে অজু করিয়াছেন। অজুর পর হজরত উছামা হুজুরকে মাগরিবের নামাজের কথা স্মরন করাইয়া দেন। হুজুর এরশাদ করিলেন সামনে চল।

মোজদালাফা পৌঁছিয়া সব প্রথম হুজুরে পাক (ছঃ) নূতন অজু করিয়া মাগরিব এবং এশার নামাজ পড়াইলেন তারপর দোয়ায় মশগুল হইয়া গেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক জানা যায় যে এই জায়গায় জালেমদের ব্যাপারে ও হুজুরের দোয়া কবুল হইয়া যায়। ছোট ছোট বাচ্চা এবং মেয়েলোক দিগকে কষ্ট হইবার ভয়ে হুজুর (ছঃ) রাত্রেই মোজদালাফা হইতে মিনার দিকে পাঠাইয়া দেন। স্বয়ং হুজুর ছাহাবী-দিগকে নিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করেন এবং সকাল সকাল ফজরের নামাজ পড়িয়া সূর্য উঠার পূর্বেই মিনা রওনা হন। এবারে হজরত উছামা পায়দল চলিলেন হজরত ফজল এব্নে আব্বাছ হুজুরের উট্নীর উপর বসিলেন। রাস্তার মধ্যে একজন যুবতী মহিলা হুজুরের নিকট আপন পিতার হজ্বে বদল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হজরত ফজল যুবক ছিলেন বিধায় মহিলাটির দিকে দেখিতেছিলেন। হুজুর স্বীয় হাত মোবারক দ্বারা ফজলের চেহারাকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন এবং বলেন, গায়ের মোহরমকে দেখিতে নাই। বরং অদ্যকার দিনে যেই ব্যক্তি আপন চক্ষু এবং কান ও জবানের হেফাজত করিবে আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। রাস্তা হইতে হজরত ফজল হুজুরের জন্য পাথরের টুকরা সমূহ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। লোকজন মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিত ও হুজুর উত্তর দিতেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল হুজুর আমার মাতা এত বৃদ্ধা যে ছওয়ারীতে বসাইয়া দিলেও তাহার মৃত্যুর আশংকা। আমি কি তার স্থলে হজ্ব করিতে পারি? হুজুর এরশাদ করেন তোমার মায়ের জিম্মায় কাহারও কর্জ থাকিলে তুমি আদায় করিতে না? ইহাকেও সেইরূপ মনে কর। পথিমধ্যে ওয়াদিয়ে মোহাচ্ছাব পৌঁছিলে হুজুর নিজের উটনীকে সেখানে খুব দ্রুত দৌড়াইলেন এবং বলিলেন, আজাবের

স্থান তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিতে হয়। কেননা মক্কা শরীফ ধ্বংস করিবার জন্য যে আবরাহা বাদশাহ আসিয়াছিল আল্লার আজাবে (আবাবিল মারফত) তাহারা এখানেই ধ্বংস হইয়াছিল।

মিনায় পৌঁছিয়া হুজুর সর্বপ্রথম জুমরায়ে আকাবা পৌঁছেন এবং সাতটি কঙ্কর মারেন এবং এ যাবত যে সব লাব্বায়েক বলা হইতেছিল। উহা বন্ধ করিয়া দেন। তারপর মিনায় অবস্থান কালে এক লম্বা চওড়া ওয়াজ করেন। যাহার মধ্যে অনেক আহকামের বর্ণনা ছিল। তাহার মধ্যে এমন সব কথাও ছিল যদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে হুজুর আর বেশী দিন দুনিয়াতে থাকিবেন না। অতঃপর কোরবানীর জায়গায় গিয়া স্বহস্তে আপন বয়স মোতাবেক তিষট্টিটা উট কোরবানী করেন তন্মধ্যে ৬/৭টা উট তাড়াতাড়ি কোরবান হইবার জন্য হুজুরের সামনে আগাইয়া নিজে নিজেই আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। বাকী উটগুলি হযরত আলী (রাঃ) জবেহ করেন। সর্বমোট একশত উট কোরবানী করা হয়।

কোরবানীর পর ঘোষণা করেন যে যার যার ইচ্ছা গোস্ত কাটিয়া নিতে পারে। তারপর হজরত আলীকে বলিলেন প্রত্যেক উট হইতে এক এক টুকরা করিয়া লইয়া একটি বরতনে করিয়া পাক করা হউক। হুজুর সেখান হইতে সুরবা পান করিয়া সকল উটকে ধন্য করিলেন। হুজুর বিবি ছাহেবানদের পক্ষ হইতে গরু কোরবানী করিয়াছেন। কোরবানীর কাজ শেষ করায় হুজুর হজরত মা'মার অথবা হজরত খারাশকে ডাকিয়া খেরী কাজ সম্পন্ন করেন। মাথা মুণ্ডন করেন, মোঁচ মোবারক ছোট করেন, নখ কাটেন, এবং চুল ও নখ ভক্ত বৃন্দের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। বর্তমান বিশ্বে যেখানে যেখানে চুল মোবারক রহিয়াছে সেই চুলেরই অংশ বিশেষ। তারপর এহরামের চাদর খুলিয়া কাপড় পরেন ও খুশ্বু লাগান। ইত্যবসারে বহু সংখ্যক ছাহাবী আসিয়া মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। সেইদিন চারটি কাজ সম্পন্ন হয়। শয়তানকে পাথর মারা, কোরবানী করা, মাথা মুড়ান এবং তাওয়াফে জিয়ারত, কোন কোন ছাহাবী আসিয়া আরজ করিলেন ঐ চার কাজ আমার আগে পিছে হইয়া গিয়াছে। হুজুর এরশাদ করেন ইহাতে কোন গোণাহ নাই। গোণাহ্ হইল কোন মুছলমানের ইজ্জতের উপর হামলা করা। জোহরের সময় হুজুর তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফ যান। জোহর সেখানে পড়েন অথবা মিনায় ফিরিয়া আসিয়া পড়েন। তাওয়াফ শেষ করিয়া জমজমের নিকট গিয়া

হুজুর স্বয়ং বাল্‌তি দিয়া পানি উঠাইয়া খুব পান করেন। পানি দাঁড়াইয়া পান করেন। জমজম পান করিয়া দ্বিতীয়বার ছাফা মারওয়ায় ছায়ী করিলেন বা করিলেন না ইহাতে মতভেদ আছে হানাফী মজহাব মতে ছায়ী করিয়াছেন। তারপর মিনায় গমন করিয়া তিনদিন সেখানে অবস্থান করেন। এবং প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পর তিন তিন জায়গায় শয়তানকে পাথর মারিতে থাকেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে মিনায় অবস্থান কালে সেই তিনদিন রাত্রিবেলায় তাওয়াফ এবং জিয়ারতের জন্য হারাম শরীফ তাশরীফ নিয়া যাইতেন। মিনায় অবস্থান কালেই হুজুরের উপর اذا جاء ছূরা নাজেল হয়। হুজুর নাকি বলিয়াছেন এই ছূরার মধ্যে আমার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে আমি অতিসত্বর চলিয়া যাইতেছি

অতঃপর ১৩ই জ্বিলহজ্ব শনিবার দ্বিপ্রহরের পর শেষবারের কঙ্কর মারিয়া মিনা হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা শরীফের বাহিরের মোহাচ্ছাব নাম স্থানে যাহাকে বত্‌হা এবং যাইফে বনি কেনানাহ্‌ও বলা হয়। একটি তাবুর মধ্যে হুজুর অবস্থান করিয়া চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। এখানে বসিয়াই কোন এক সময় কাফেরগণ পরামর্শ করিয়াছিল যে বনু হাসেম এবং বনু মোত্তালেবের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। হুজুর (ছঃ) এশার পর সেখান হইতে তাওয়াফে বেদার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। সেই রাত্রেই হজরত আয়েশাকে তাঁহার ভাইয়ের সহিত তান্‌ঈম পাঠাইয়া এহরাম বাধাইয়া ওমরাহ করাইয়া লন। আম্মাজান আয়েশা ওমরা আদায় করিয়া যখন তানঈম পৌছেন তখনই হুজুর কাফেলাকে মদীনায় রওয়ানা হইবার নির্দেশ দেন।

১৮ই জ্বিলহজ্ব সোমবার জোহফার নিকটবর্তী গাদীরে খোম পৌঁছিয়া হুজুর একটি উঁচু টিলায় দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘ ভাষণদান করেন। উহাতে হজরত আলির বেশ প্রশংসাও করা হইয়াছিল। ইহাকেই বিগড়াইয়া রাফেজী সম্প্রদায় ঈদে গাদীর পালন করিয়া থাকে। হজরত আলী বলেন আমার ব্যাপারে দুই দল লোক ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ যাহারা আমার মহব্বতের দাবীতে মাত্রা ছাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যাহারা শত্রুতার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে। অর্থাৎ রাফেজী এবং খারেজী।

অতঃপর জুল হোলায়ফা পৌঁছিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করেন এবং মোয়াররাছের পথে মদিনা শরীফ এই দোয়া পড়িতে পড়িতে প্রবেশ করেন।

"আ-য়েবুনা লিরাব্বেনা হমেদুনা।"

অতঃপর মাত্র দুইমাস হুজুরে আকদাছ এই নশ্বর পৃথিবীতে থাকিয়া অবশেষে আপন মাওলার সহিত গিয়া মিলিত হন।

এই খোতবার বিষদ বিবরণ হজরত শায়খল হাদীছ সাহেবের মূল গ্রন্থে নাই, বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া উহা আমি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইতি—অনুবাদক

পরিশেষে রওজুর রিয়াহীন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি আল্লাহওয়ালাদের কেচ্ছা বর্ণনা করা যাইতেছে আশা করি যাহারা হজ্ব করিবেন তাহাদের জন্য ঐসব ঘটনা বিশেষ উপকারে আসিবে।

আল্লাহওয়ালাদের কয়েকটি ঘটনা

(১) হজরত জুননুন মিছরী (রঃ) বলেন, আমি একদিন বায়তুল্লা শরীফের তাওয়াফ করিতেছিলাম। সমস্ত লোক অপলক নেত্রে কা'বা শরীফের দিকে দেখিতেছিল। হঠাৎ একটা লোক আসিয়া এই বলিয়া দোয়া করিতে লাগিল। হে পরওয়ারদেগার! তোমার দরবার হইতে পলাতক আবার তোমার দরবারে ধর্ণা দিয়াছে। আয় খোদা! আমি তোমার নিকট ঐ জিনিস চাহিতেছি যাহা আমাকে তোমার অধিকতর নিকটবর্তী করে এবং তোমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। হে মাওলা! আমি তোমার পছন্দীদা বান্দাগন এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের উছিলায় প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাকে তোমার মহব্বতের এক পেয়ালি শারাব পান করাইয়া দাও। এবং মারফতের দ্বারা আমার অন্ধকার দূর করিয়া দাও। তবে যেন আমি মারেফতের বাগিচায় গিয়া তোমার সহিত গোপন আলাপ করিতে পারি। এইসব বলিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া পানি জমীনে পড়িতে লাগিল। অতঃপর তিনি হাসিতে হাসিতে রওয়ানা হইলেন। হজরত জুননুন মিছরী বলেন লোকটি হয়তঃ কোন কামেল বুজুর্গ হইবেন না হয় পাগল হইবে। এই কথা ভাবিয়া আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। সে আমাকে বলিল তুমি কোথায় যাইতেছ, আপন কাজে যাও। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্‌ আপনার উপর রহমত নাজেল করুন আপনার নাম কি? তিনি বলিলেন আবদুল্লাহ্‌। আমি বলিলাম আপনার পিতার নাম কি? তিনি বলিলেন আবদুল্লাহ্‌। আমি বলিলাম আসলে ত সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা, আপনার আসল পরিচয় দিন। তিনি বলি-

লেন আমার পিতা আমার নাম রাখিয়াছেন ছায়াহুন। বলিলাম লোক যাহাকে ছায়াহুন পাগলা বলে সেই ছায়াহুন নাকি, তিনি বলিলেন হ্যাঁ। আমি বলিলাম, যাহাদের উছিলায় দোয়া করিলেন সেই পছন্দীদা বান্দা কাহারা? তিনি বলিলেন যাহারা আল্লাহর দিকে এমনভাবে দাঁড়ায় যেমন কোন ব্যক্তি প্রেমের পথে দৌড়ায়। তারপর বলেন জুনুনুন তুমি আছবাবে মারেফাত জানিতে চাও। তারপর তিনি দুইটি বয়াত পড়িলেন যাহার অর্থ হইল এই যে, মারফতওয়ালাদের দিল সব সময় মাওলার স্মরণে আসক্ত হইয়া থাকে এবং আসক্তিতে কান্না করিতে থাকে। এমনকি তাহার দরবারে তাহার ঘর বানাইয়া লয় আর সেখান হইতে কোন বস্তু তাহাদিগকে হাটাইতে পারেনা।

(২) হজরত জোনায়েদ বাগদাদী বলেন আমি একদিন রাত্রি বেলায় তাওয়াফ করিতেছিলাম, তখন দেখিতে পাই যে একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে তওয়াফ করিতেছে ও এই কবিতাবগুলি দ্বারা গান গাহিতেছে, যাহার অর্থ এই—

"আমি আপন এস্ক ও মহব্বতকে যতই গোপন রাখিয়াছিলাম কিন্তু উহা কিছুতেই গোপন রহিল না বরং আমার নিকট মনে হয় তাবু গাড়িয়াছে।"

"মাহবুবের ইয়াদে আমার অন্তর চম্‌কিয়া উঠে, যদি আমি মাহবুবের নৈকট্য চাই তবে সাথে সাথেই সে আমার নিকটে আসিয়া যায়।"

"আর যখন সে আত্মপ্রকাশ করে তখন আমি তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাই, তখন আমি অপরিসীম স্বাদ এবং লজ্জত পাইতে থাকি।"

হজরত জোনায়েদ বলেন, আমি বলিলাম হে মেয়ে! তোমার লজ্জা হয় না! এতবড় মোবারক স্থানে তুমি গান গাইতেছ। মেয়েটি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, জোনায়েদ!

"আল্লার ভয় না থাকিলে তুমি আমাকে আরামের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চক্কর দিতে দেখিতে না!"

"তাঁহার মহব্বতের সংস্পর্শে আমি ভব ঘুরের মত ফিরিতেছি এবং তাঁহার মহব্বতই আমাকে পেরেশান করিয়া রাখিয়াছে।"

তারপর মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল জোনায়েদ তুমি আল্লার তাওয়াফ করিতেছ না বায়তুল্লার তওয়াফ, আমি বলিলাম বায়তুল্লার তওয়াফ করিতেছি। ইহা শুনিয়া মেয়েটি আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিতে লাগিল

তোমার বড় আশ্চর্য শান। মানুষ পাথরের মতই এক মাখলুক। সে আবার অন্য একপাথরের তাওয়াফ করিতেছে, তারপর সে আরও তিনটি বয়াত পড়িল, যার অর্থ এই—

"মানুষ পাথরের তাওয়াফ করিয়া আপনার নৈকট্য তালাশ করে। তাহাদের দিল স্বয়ং পাথর হইতেও শক্ত, তাহারা পেরেশানিতে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আপন ধ্যান ধারণা মত নৈকট্যের মহলে পৌঁছিয়া গিয়াছে। যদি তাহারা প্রেমের দাবীতে সত্য হইত তবে জড়বাদী গুণাবলী দূর হইয়া তাহার মধ্যে আল্লার মহব্বতের গুণাবলী পয়দা হইত। হজরত জোনায়েদ বলেন আমি তাহার এই সব কথা শুনিয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। হুশ হইলে পর দেখিলাম মেয়েটি আর সেখানে নাই।

(৩) হজরত বশর হাফী (রঃ) বলেন আরাফাতের ময়দানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে বেকারার অবস্থায় শুধু ক্রন্দন করিতেছে আর শের পড়িতেছে যাহার অর্থ এই যে—

"তিনি কত বড় পাক জাত, আমরা যদি কাঁটার উপর অথবা সুইয়ের উপর তাহার সামনে সেজদায় রত হই তবুও তাঁহার নেয়ামতের দশ ভাগের এক ভাগ বরং সেই এক ভাগেরও দশ একভাগ শোকরিয়া আদায় হইবে না।" তারপর আরও পড়িল—"হে পাক জাত আমি কতবার অন্যায় করিয়াও তোমাকে স্মরণ করি নাই অথচ হে মালেক তুমি আমাকে অলক্ষ্যে কখনও ভুল নাই' আপন মুর্খতার দরুণ আমি বহুবার পাপ করিয়া অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু তুমি চরম ধৈর্যের সহিত আমার উপর দয়া ও মেহেরবানী করিয়া আমার পাপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ।"

হজরত বশর হাফী বলেন অতঃপর লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম উনি হজরত আবু ওবায়েদ খাওয়াছ (রঃ)। কথিত আছে তিনি নাকি সত্তর বৎসর যাবত আকাশের দিকে নজর উঠাইয়া দেখেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন অত বড় দাতার সম্মুখে এই কাল নাফরমান মুখ কি করিয়া উঠাইতে পারে। আল্লাহ তাহাদের উছিলায় আমাদিগকে ও ক্ষমা করুন।

(৪) হজরত মালেক বিন দীনার বলেন—আমি হজ্বে রওয়ানা হইয়াছিলাম। পথিমধ্যে একজন যুবককে দেখিতে পাই যে সে পায়দল যাইতেছে তাহার নিকট কোন ছাওয়ারীও নাই খাদ্য দ্রব্যও নাই। আমি তাহাকে ছালাম করিলাম সে উত্তর দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে যুবক!

তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সে বলিল তাহার নিকট হইতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাইতেছ? উত্তর করিল তাহার নিকট, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, খাদ্য সামগ্রী কোথায়? উত্তর করিল তাহার জিম্মায়। বলিলাম, ছামান ব্যতীত ত চলেনা কি আছে বল, সে বলিল আমি ছফরের শুরুতে পাঁচটি হরফকে পাথেয় স্বরূপ নিয়াছি كهيعص। আমি বলিলাম উহার অর্থ বুঝে আসিল না। যুবক বলিল। কাফ অর্থ কাফী যথেষ্ট। হা অর্থ হাদী। ইয়া অর্থ ঠিকানা দাতা। আইন অর্থ আলেম সর্বজ্ঞানী। ছাদ অর্থ ছাদেক। তিনি যথেষ্ট হেদায়েত দানকারী ঠিকানা দাতা সর্বজ্ঞানী এবং ওয়াদা খেলাপ করে না সেই জাত থাকিতে আবার ভয় কিসের। হজরত মালেক বলেন তার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে আপন কোর্তা দিয়া দিতে চাই। সে অন্ধকার করিয়া বলিল, বড় মিয়া! দুনিয়ার কোর্তার চেয়ে উলঙ্গ থাকা ভাল। হালাল বস্তু সমূহের হিসাব দিতে হইবে আর হারাম মালের জন্য ভোগ করিবে আজাব। রাত্রির অন্ধকারে সেই যুবক আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিল হে জাতে পাক! বান্দা এবাদত করিলে যিনি সন্তুষ্ট হন, আর পাপ করিলে যাঁহার কোন ক্ষতি নাই আমাকে ঐ জিনিস দান করুন যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হউন, আর ঐ জিনিস হইতে হেফাজত করুন যাহাতে আপনার কোন ক্ষতি নাই। তারপর লোকজন এহ্‌রাম বাঁধিয়া লাব্বায়েক বলিতে লাগিল কিন্তু সে লাব্বায়েক বলিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কেন লাব্বায়েক বলিতেছ না। সে বলিল এই ভয়ে যে আমি লাব্বায়েক বলিলে সেই দিক হইতে লা লাব্বায়েক উত্তর আসে নাকি।

তারপর সারাটি পথ তাহাকে দেখিলাম না। অবশেষে মিনায় তাকে দেখিলাম, সে শের পড়িতেছে তাহার অর্থ এই যে –

ঐ মাহবুব আমার রক্ত বহাইতেপছন্দ করেন। আমার রক্ত তাঁহার জন্য হারামের বাহিরে ও হালাল এবং হারামের ভিতরেও হালাল।'

"খোদার কছম আমার রূহ যদি জানিত যে কাহার সহিত তাহার সম্পর্ক তবে সে পায়ের বদলে মাথার উপর দাঁড়াইত।

"হে তিরস্কারকারীগণ! তোমরা যদি দেখিতে আমি যাহা দেখিতেছি তবে কখনও তিরস্কার করিতে না।"

"মানুষ শরীরের দ্বারা বয়াতুল্লার তওয়াফ করে তাহারা যদি আল্লার

জাতের তওয়াফ করিত তবে হারামেরও কোনপ্রয়োজন ছিল না।

"ঈদের দিন লোকজন ভেড়া বকরী কোরবানী করিতেছে আর মাশুক আমার জান কোরবান করিয়া ফেলিয়াছে।' কাজেই আমি আমার রক্ত এবং জান কোরবান করিতেছি।

"মানুষ হজ্ব করিতেছে আর আমার হজ্ব হইল সেই জিনিস আমার মনে শান্তি।'

যুবকটি তারপর এই দোয়া করিল –

মানুষ তোমার নৈকট্য লাভের জন্য কোরবানী করিতেছে আর আমার নিকট কোরবানী করার মত কিছুহ নাই কাজেই তোমার দরবারে আমি আমার জানটুকু পেশ করিতেছি। তুমি উহা কবুল কর। তারপর এক চীৎকার করিয়া উঠিল এবং মুর্দা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল তারপর গায়েব হইতে একটি আওয়াজ আসিল। ইনি আল্লার দোস্ত। আল্লার জন্য কোরবান হইয়াছে।

হজরত মালেক বলেন আমি তাহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করি। সারারাত আমি চিন্তাযুক্ত ছিলাম। একটু তন্দ্রা আসিলে আমি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জনাব আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। সে বলিল তাঁহারা কাফেরদের তরবারীতে শহীদ হইয়াছেন আর আমি মাওলার প্রেমের তলোয়ারে শহীদ হইয়াছি। (রওজ)

ঘটনার অর্থ এই নয় যে সর্ব বিষয়ে শহীদানের চেয়ে বেশী মর্যাদা পাইয়াছে। কারণ ভিন্নভাবে তাঁহাদের ছাহাবী হওয়ার গৌরবও ছিল।

(৫) হজরত জুন নুন মিছরী (রঃ) বলেন হজ্বের ছফরে কোন এক ময়দানে আমার একজন নওজোয়ান যুবকের সহিত সাক্ষাত হয়। এত সুন্দর চেহারা তার, যেন চাঁদীর টুকরা। তার শরীরে মনে হইতেছিল এশক ও মহব্বত ঢেউ খেলিতেছে। সেও হজ্বে যাইতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, বেটা বড় লম্বা ছফর। সে একটা বয়াত পড়ি, যার অর্থ হইল—

"যাহার ক্লান্ত এবং অলস তাহাদের জন্য এই ছফর দুরের, কিন্তু যাহারা প্রেমিক তাহাদের জন্য দুরের নয়।"

(৬) হজরত শিবলী (রঃ) যখন আরাফাতের ময়দানে যান তখন প্রথম চুপচাপ থাকেন, পরে যখন মিনায় রওয়ানা হইয়া হারামের সীমানা অতিক্রম করেন তখন তাঁহার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং বয়আত পড়িতে লাগিলেন। যাহার অর্থ হইল—

"আমি তোমার মহব্বতের মোহর অন্তরে মারিয়াছি এই জন্য যে অন্তরে যেন অন্য কিছু আসিতে না পারে।

"হায়! আমার চক্ষু যদি এমনভাবে বন্ধ হইয়া যাইত যে তোমার দীদার ব্যতীত অন্য কাহাকেও না দেখিতে পাইত।

"বন্ধু মহলে এমন বন্ধু রহিয়াছে যাহারা শুধু একের জন্য পাগল আবার অনেকে আছে যাহাদের ভালবাসা কৃত্তিম। হাঁ চক্ষুর পানি প্রবাহের দ্বারাই বন্ধুত্বের আসল চেহারা ফুটিয়া উঠে।"

(৭) হজরত ফোজায়েল এবনে এয়াজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে একেবারে চুপচাপ ছিলেন সূর্যাস্তের পর বলিয়া উঠিলেন হে খোদা! যদি ও তুমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছ তবুও আমার দুরাবস্থার উপর আফছোছ হইতেছে।

(৮) হজরত ইব্রাহীম বিন মোহাল্লাব বলেন। তওয়াফ অবস্থায় আমি একটি বাঁদীকে দেখিতে পাই যে, কা'বা শরীফের পর্দা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে হে আমার সর্দার! আপনি যে আমাকে মহব্বত করেন উহার কছম দিয়া বলিতেছি আপনি আমার অন্তরকে ফিরাইয়া দিন। আমি বলিলাম হে মেয়ে! তুমি কি করিয়া জান যে আল্লাহ পাক তোমাকে মহব্বত করেন। বাঁদী বলিল, তিনি যদি আমাকে মহব্বত না করিতেন তবে আমার জন্য ইছলামী সৈন্য পাঠাইয়া কাফেরদের কবজা হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে মুছলমান বানাইতেন না। এবং তাঁহার মহব্বত ও মারেফত আমাকে দান করিতেন না ইব্রাহীম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত তোমার কিরূপ মহব্বত? বাঁদী বলিলেন শরাবের চেয়ে বারিক এবং আরকে গোলাব হইতে ও পছন্দনীয়। তারপর মেয়েটি কতকগুলি এশ্ক ও মহব্বতে ভর পুর বয়াত পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল।

(৯) হজরত মালেক বিন দীনার বলেন আমি এক দিন দেখিতে পাইলাম যে একটি যুবক বেকার হইয়া কাঁদিতেছে তাহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলি। সে বছরার এক ধনী ব্যক্তির খুব আদরের ছেলে ছিল। সে ও আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল মালেক! আপনাকে কছম দিয়া বলিতেছি আপনি আমার জন্য দোয়া করুণ যেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাফ করিয়া দেয়। তারপর যুবকটি কয়েকটি প্রেমপূর্ণ বয়াত পড়িতে পড়িতে কোথায় চলিয়া গেল। তার কিছু দিন পর আমি হজ্ব করিতে যাইয়া হারাম শরীফের মসজিদে দেখিতে পাই যে একটি যুবকের চারিপাশে লোকের খুব ভীড়

এবং মধ্যখানে একটি যুবক পেরেশান হইয়া কাঁদিতেছে। আমি গিয়া দেখিতে পাই যে সেই যুবকটি কাঁদিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বেটা তোমার অবস্থা কি বর্ণনা কর। সে বলিল, আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীতে আমাকে এখানে ডাকিয়াছেন। আমি যাহাই তাহার নিকট চাহিয়াছি তাহাই পাইয়াছি। তারপর তিনি প্রেমের কবিতা পড়িতে পড়িতে তাওয়াফ শুরু করেন।

(১০) জনৈক বুজুর্গ বলেন একবার আমি ভীষণ গরমের দিনে হজ্বে রওয়ানা হই, ঘটনা ক্রমে আমি কাফেলা হইতে পৃথক হইয়া পড়ি। হঠাৎ হেজাজের সেই কঠিন মরু প্রান্তরে অতীব সুন্দর চেহারার একটা বাচ্চাকে দেখিতে পাই। ছেলেটি এত সুন্দর যে মনে হইল যে তাহার চেহারা চতুর্দশীর পূর্ণ চন্দ্র বরং দিপ্রহরের সূর্য। আমি তাহাকে ছালাম করা মাত্র সে উত্তর দিল অ-আলাই কুমুচ্ছালামু হে ইব্রাহীম। আমি আশ্চার্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বেটা আমার নাম তুমি কি করিয়া জানিলে? সে বলিল ইব্রাহীম যেই দিন হইতে তাহার মারফত আমার হাসিল হইয়াছে সেই দিন হইতে আর কোন জিনিস অজানা নাই। আমি বলিলাম, বাবা! এই কঠিন ও দূর দুরান্ত পথে একা একা তুমি কি করিয়া চলিতেছ। সে বলিল যেই দিন হইতে আমি তাঁহাকে বন্ধু বানাইয়াছি সেই দিন হইতে অন্য কাহাকেও আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করি নাই। আমি বলিলাম বেটা তোমার খাওয়া পরার ব্যবস্থা কি? সে উত্তর করিল আমার মাহবুব আপন জিম্মায় করিয়া রাখিয়াছেন। আমি বলিলাম, বেটা কছম খোদার বাহ্যিক নজরে তোমার হালাক হইয়া যাইবার যাবতীয় আছবাব আমি দেখিতেছি। তখন মুক্তার মত টপ টপ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে পানি পড়িতে লাগিল এবং বয়াত পড়িতে লাগিল যার অর্থ হইল এই যে—

"কঠিন জঙ্গল এবং ময়দানের ভয় আমাকে কে দেখাইতে পারে? অথচ আমি সেই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আপন মাহবুবের দিকে যাইতেছি। আমার ক্ষুধা লাগিলে আল্লার জিকিরে আমার পেট ভরিয়া দেয় এবং তাঁহার প্রশংসাই আমার পিপাসা মিটাইয়া দেয় যদিও আমি দুর্বল হই তবুও মাহবুবের এশ্ক আমাকে হেজাজ হইতে খোরাছান পর্যন্ত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত নিয়া যাইতে পারে। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে কম বয়স্ক মনে করিয়া তুমি আমাকে তিরস্কার করিও না।"

ইব্রাহীম বলিলেন বেটা আমি তোমাকে কছম দিয়া বলিতেছি বল

তোমার বয়স কত? বাচ্চা বলিল আপনি বড় কঠিন কথা দিয়াছেন। আমার বয়স মাত্র বার বৎসর, আমি বলিলাম তোমার কথায় আমি আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া গেলাম যে তুমি এই সব কি বলিতেছ? ছেলে বলিল আল্লার শোকর তিনি আমাকে বহু নেয়ামত দান করিয়াছিলেন এবং অনেক মোমেনের উপর সম্মান দান করিয়াছেন। ইব্রাহীম বলেন ছেলের চন্দ্রেরমত ঝলমলে চেহারা এবং আখলাক ও মিষ্টি কথার উপর আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য বোধ করি এবং মনে মনে ভাবি ছোবহানাল্লাহ্! কত সুন্দর ছুরত আল্লাহ পাক তৈয়ার করিয়াছেন। ছেলে কিছুক্ষণ নীচের দিকে চাহিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া পুনরায় আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর করিয়া পড়িতে লাগিল:

আমার শাস্তি যদি জাহান্নাম হয় তবে এই সৌন্দর্য আমার ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকারী হইবে তাহাদের চেহারা চতুর্দশীর পূর্ণিমা চন্দ্রের মত ঝলমল করিতে থাকিবে" ইত্যাদি। তারপর ছেলে বলিল হে ইব্রাহীম! আপনি সাথীদের কাছ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন? আমি বলিলাম হ্যাঁ। ছেলেটি তখন ঠোঁট নাড়িয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া মনে হইল যেন কি বলিতেছে। হঠাৎ আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল। তন্দ্রা ভাঙ্গার পর দেখিতে পাইলাম আমি কাফেলার মাঝখানে উটের পিঠে করিয়া যাইতেছি। আর ছেলে কি আকাশের দিকে উড়িয়া গেল, না জমীনে রহিয়া গেল আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর আমরা যখন সারা পথ অতিক্রম করিয়া হারাম শরীফে পৌঁছি। তখন দেখিতে পাই যে সেই ছেলেটি কা'বা ঘরের পর্দা ধরিয়া কাঁদিতেছে এবং এস্ক ও মহব্বতে পরিপূর্ণ বয়াতসমূহ পড়িতেছে। বয়াত পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, সে ছেজদায় পড়িয়া গেল আমি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে ডাকিলাম। দেখিলাম কোন সাড়া শব্দ নাই। অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছে। আমি তাহার কাফন-দাপনের ব্যবস্থার জন্য তাড়াতাড়ী ঘরে যাইয়া দুইজন সঙ্গীকে নিয়া আসি। আসিয়া দেখিতে পাই যে তাহার লাশ আর সেখানে নাই। আফ্‌ছোছ করিতে করিতে আমি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ি। স্বপ্নে আমি সেই ছেলেকে দেখিতে পাই যে একটি বিরাট জমাতের মধ্যে সে আগে আগে রহিয়াছে। তাহার শরীরে এত মহা মূল্যবান পোষাক ও নুর চম্‌কিতেছে যে ভাষায় উহার বর্ণনা করা যায় না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি মারা গিয়াছ? সে বলিল জী-হ্যাঁ। আমি বলিলাম, আফ্‌ছোছ আমি তোমার কাফনের ব্যবস্থা

করিতে পারিলাম না। ছেলে বলিল, যেই মাহবুব আমাকে শহর হইতে বাহির করিয়া, আপনজন হইতে পৃথক করিয়া আপন মহব্বতের শরাব পান করাইয়াছেন অপরের সর্পদ না করিয়া তিনিই আমার কাফন দিয়াছেন। আমি বলিলাম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। ছেলে বলিল আমাকে আল্লাহ সম্মুখে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করেন। তুমি আমার নিকট কি চাও। আমি বলিলাম, হে খোদা! আমি শুধুমাত্র আপনাকেই চাহিতেছি এবং আমার জমানার সমস্ত মানুষের জন্য আমার সুপারিশ কবুল করিতে হইবে। উত্তর হইল তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহাই পাইবে। তারপর ছেলেটি বিদায়ের জন্য হাত বাড়াইয়া আমার সহিত মোছাফাহা করিয়া বিদায় নিল। আমি নিদ্রা হইতে উঠিয়া চট্‌পট্‌ করিতে থাকি। তারপর হজ্জের বাকী কাজসমূহ সম্পাদন করিয়া দেশে রওয়ানা হই। কাফেলার লোকজন বলাবলি করিতে লাগিল তোমার হাতের সুগন্ধীতে সমস্ত মানুষ হয়রান হইয়া যাইতেছে। কথিত আছে মৃত্যু পর্যন্ত ইব্রাহীমের হাত হইতে খুশ্‌বু বাহির হইত। (রওজা)

(১১) হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ বলেন আমি এক বৎসর হজ্জে যাইতেছিলাম। অনেক বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে ছিল। বহুদুর পথ অতিক্রম করার পর মনে হইল আমি একাকী ছফর করিব। তাই আমি অন্য পথ ধরিলাম। তিনদিন তিন রাত পর্যন্ত আমি একাধারে চলিতে থাকি। সেই নির্জন পথে হঠাৎ আমি একটি মনোরম ফলে ফুলে ভর্তী বাগান ও একটি নহর দেখিতে পাই। উহা এতই সুন্দর যে বেহেশ্‌তের বাগানের মত মনে হইল। দৃশ্য দেখিয়া আমি অবাক হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ দেখি মানুষের ছবিওয়ালা সুন্দর চাদর পরিহিত একদল লোক। আমি দেখিয়াই চিনিলাম যে জ্বিন জাতি। আমি ছালাম করিলাম তাহারা উত্তর দিল। আমি বলিলাম আমার কাফেলা কত দুরে আপনারা বলিতে পারেন? একজন হাসিয়া উঠিয়া বলিল এখানে কোন সময় কোন মানুষ আসে নাই। শুধু একজন যুবক আসিয়াছিল ঐ নহরের ধারে তাহার কবর আছে। তারপর তাহারা বলিল আমরা বয়াতুল আকাবার রাত্রে হুজুরের নিকট কোরান শরীফ শ্রবণ করিয়া সংসার ত্যাগী হইয়া যাই। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য এখানে এইসব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাহারা ঐ যুবকের কেচ্ছা আমার নিকট এইভাবে বলিল যে, আমরা একদিন এস্ক ও মহব্বতের আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম। হঠাৎ সেই যুবক তথায় আসিয়া হাজির। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম পর সে বলিল, সাতদিন পথ চলিয়া আমি নিশাপুর হইতে আসিয়াছি আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম

তুমি কোথায় যাইতেছ ? যুবক বলিল, আল্লাহ পাক বলিতেছেন :

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ -

"তোমরা আপন প্রভুর দিকে রুজু কর এবং আজাব আসিবার আগে আগে তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ পরে তোমরা আর কোন সাহায্য পাইবে না।"

আমরা প্রশ্ন করিলাম রুজু কর অর্থ কি এবং আজাব কি জিনিস সে বলিতে লাগিল এবং আজাবের অর্থ বলার সময় সজোরে এক চীৎকার মারিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। আমরা তাহাকে ওখানে দাফন করিয়া দেই। ইব্রাহীম বলেন আমি কবরের নিকট গিয়া দেখি তার পাশে এক নারগিছ ফুলের তোড়া। উহাতে এমন সুগন্ধী যাহা আমি জীবনে কখনও পাই নাই। উহার পাতার মধ্যে রুজু করার তাফছীর লেখা রহিয়াছে। জিন্নাতের প্রশ্নে আমি উহার অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কবরের মধ্যে লেখা ছিল ইহা আল্লাহর দোস্তের কবর।

হজরত ইব্রাহীম বলেন তারপর আমার একটু তন্দ্রা আসিল। অতঃপর চক্ষু খুলিলে পর দেখিতে পাই যে আমি তানঈম অর্থাৎ হজরত আয়েশার মসজিদের নিকট। যাহা হারাম শরীফের একেবারেই নিকটে অবস্থিত। আমরা কাপড়ের মধ্যে দেখি ফুলের একটি তোড়া। যাহা তরু তাজা অবস্থায় আমার নিকট এক বৎসর যাবত ছিল। তার কিছুদিন পর উহা আপনা-আপনি হারাইয়া যায়।

(১২) একদা কোন ব্যবসায়ীদল হজ্বে যাইতেছিল। পথিমধ্যে তাহাদের জাহাজ বিকল হইয়া যায়। ওদিকে হজ্বের সময়ও একেবারে ঘনাইয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক ব্যবসায়ীর পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পরিমাণ মাল ছিল। সাথীরা তাহাকে বলিল তুমি যদি কয়েকদিন অপেক্ষা কর তবে তোমার কিছুমাল উদ্ধার করিতে পার, সে বলিল খোদার কছম সমস্ত দুনিয়ার মাল পাওয়া গেলেও আমি হজ্ব বাদ দিতে পারি না। কারণ হজ্বের মধ্যে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অবশেষে

সকলের অনুরোধে সে একটি ঘটনা এইভাবে বয়ান করিল যে—

এক সময় আমাদের কাফেলার পানির ভীষণ অভাব পড়িয়া গিয়াছিল। কাহারও নিকট পান করিবার মত এক বিন্দু পানি ও ছিল না। আমি পিপাসায় কাতর হইয়া পেরেশান অবস্থায় একদিকে চলিতে থাকি। হঠাৎ একজন ফকির দেখিতে পাই। তাহার হাতে একটা বর্শা এবং একটা পেয়ালা, সে বর্শাটা একটা হাউজের নালির মধ্যে পুতিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে নালি হইতে জোশ মারিয়া পানি উঠিতে লাগিল এবং হাউজ ভর্তী হইয়া গেল। কাফেলার সমস্ত লোক তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়া আপন মশক ও ভর্তি করিয়া লইল। কিন্তু সেই হাউজের পানি বিন্দুমাত্র ও কমে নাই। যেই স্থানে এমন বুজুর্গ লোকেরা আসেন সেখানে হাজির না হইয়া কে থাকিতে পারে।

(১৩) আবু আবদুল্লাহ জওহারী বলেন, আমি এক বৎসর আরাফাতের ময়দানে হাজির ছিলাম। সেখানে আমার একটু তন্দ্রা আসায় আমি দেখিতে পাই যে আছমান হইতে দুইজন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করিয়া একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল এই বৎসর কতজন লোক হজ্ব করিতে আসিয়াছে। সাথী উত্তর করিল ছয় লক্ষ হজ্ব করিয়াছে। কিন্তু মাত্র ছয় জনের হজ্ব কবুল হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি এত মনক্ষুন্ন হইয়া পড়িলাম যে মনে চাহিল নিজের গালে থাপ্পড় মারি এবং খুব কান্নাকাটি করি। এমতাবস্থায় প্রথম ফেরেশ্‌তা আবার জিজ্ঞাসা করিল যাহাদের হজ্ব কবুল হয় নাই আল্লাহ পাক তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয় ফেরেশ্‌তা উত্তর করিল আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন ছয় জনের বদলে, ছয় লক্ষ লোকের হজ্ব কবুল করিয়াছেন। ছোবহানাল্লাহ!

(১৪) আলী বিন মোয়াফফেক বলেন, আমি ষাট হজ্ব শেষ করার পর হারাম শরীফে বসিয়া একবার চিন্তা করিলাম আর কতকাল মাঠ ঘাট আর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিব। অনেক হজ্ব করিয়া ফেলিয়াছি। এবার শেষ হজ্ব। তখনই আমার একটু তন্দ্রা আসে, গায়েব হইতে আওয়াজ শুনিতে পাই, কে যেন বলিতেছে এবনে মোয়াফেফক! ঐ ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান যাকে এদিকে ডাকা হয়, তিনি যাকে পছন্দ করেন তাকেই আপন ঘরের দিকে ডাকিয়া থাকেন।

(১৫) হজরত জুননুন মিছরী (রঃ) বলেন এক সময় কা'বা শরীফের নিকট জনৈক যুবককে দেখিতে পাই যে ধড়াধড় শুধু সেজদার উপর

ছেজদাই করিতেছে। আমি বলিলাম, খুব বেশী বেশী নামাজ পড়িতেছ মনে হয়। যুবক বলিল দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিতেছি। হঠাৎ দেখি উপর হইতে একটা কাগজের টুকরা পড়িল, উহাতে লেখা ছিল বড় ক্ষমাশীল এবং ইজ্জতওয়ালা মনিবের তরফ হইতে শোকর গোজার বান্দার প্রতি; তুমি দেশে ফিরিয়া যাও এই অবস্থায় যে তোমার আগের পিছের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইল।

(১৬) ছহল বিন আবদুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন ছালেহ একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি মক্কা শরীফ অবস্থান করেন। এক সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম আপনি মক্কা শরীফ খুব বেশী বেশী থাকিতেছেন কেন। তিনি বলেন এই শহরে কেন থাকিব না এই শহরে দিবারাত্রি আল্লাহর রহমত যতটুকু অবতীর্ণ হয় অন্য কোথায়ও তা হয় না। এমন কি এখানে এমন এমন ঘটনা সমূহ হয় যাহা প্রকাশ করিলে দুর্বল ঈমান ওয়ালারা বিশ্বাস করিবে না। আমি বলিলাম আপনাকে কছম দিয়া বলিতেছি আমাকে কিছু ঘটনা শুনাইয়া দিন। তিনি বলেন এমন কোন কামেল অলী নাই যিনি প্রতি জুমার রাত্রে এই শহরে আসেন না। বিভিন্ন ছুরতে ফেরেশতাগণ আনাগোনা করেন। এই ঘরের চারিপার্শ্বে আম্বিয়া আওলিয়া ফেরেশ্‌তা সকলেই আসিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা, মালেক বিন কাছেম নামক জনৈক অলির সহিত আমার দেখা। তাঁহার হাত হইতে গোস্তের সুগন্ধি আসিতেছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম মনে হয় আপনি গোস্ত খাইয়া আসিয়াছেন তিনি বলিলেন, আমি ত সাত দিন পর্য্যন্ত কিছুই খাই নাই। তবে আম্মাকে খানা খাওয়াইয়া ফজরের নামাজ ধরিবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছি। আবদুল্লাহ বলেন যেখান হইতে তিনি জমাতে শরীক হইবার জন্য আসিয়াছিলেন মক্কা হইতে উহার দুরত্ব ছিল সাতাইশ শত মাইল। ইহার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি ইহা বিশ্বাস হইয়াছে? আমি বলিলাম জী-হাঁ। বিশ্বাস হইয়াছে। আবদুল্লাহ বলেন আলহামদু লিল্লাহ একজন ঈমানদার লোক পাইলাম।

(১৭) ইমাম মালেক (রঃ) বলেন হাশেমী খান্দানের মধ্যে হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের মত মোত্তাকী পরহেজগার আমি আর দেখি নাই। এতদসত্বেও তিনি যখন হজ্বে গমন করেন। এহরাম বাঁধার পর

তাঁহার জবান হইতে লাব্বায়েক শব্দ বাহির হইতেছিল না। যখনই লাব্বায়েক বলিতে এরাদা করিতেন বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাইতেন, সারাটি পথ তাঁহার এইভাবে কাটিয়া যায়। এমনকি উটের পিঠ হইতে পড়িয়া তাঁহার হাঁড় ভাঙ্গিয়া যায়।

হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন বড় হেকমতের কথাসমূহ বলিতেন। তিনি বলেন, কোন কোন লোক আল্লাহর ভয়ে এবাদত করে। ইহা ত গোলামদের এবাদত। (যেমন ডাণ্ডার জোরে কাম লওয়া হয়) আবার কেহ এনআমের জন্য এবাদত করে। ইহা ব্যবসায়ীদের এবাদত। কারণ তাহারা প্রত্যেক কাজেই লাভের অঙ্ক তালাশ করে। আজাদ ব্যক্তিদের এবাদত হইল তাঁহার শোকর গোজারীর মধ্যে এবাদত করে।

(১৮) হজরত আবু ছায়ীদ খাররাজ (রঃ) বলেন হারাম শরীফের মসজিদে আমি ছেঁড়া পুরাণ কাপড় পরিহিত একজন ফকীরকে দেখিলাম সে লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে। আমি মনে মনে ভাবিলাম এইসব লোকেরাই মানুষের উপর বোঝাস্বরূপ। লোকটি আমার দিকে চাহিয়া এই আয়াত পড়িল—

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ (بقرة)

অর্থাৎ—এই কথা জানিয়া রাখ যে আল্লাহ পাক তোমার দিলে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর।"

আবু ছায়ীদ বলেন আমি বদগুমানীর উপর মনে মনে তওবা করিয়া লইলাম। লোকটি আমাকে আওয়াজ দিয়া পুনরায় এই আয়াত পাঠ করিল –

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ –

'তিনি আপন বান্দাদের তওবা কবুল করিয়া থাকেন এবং সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেন।"

(১৯) জনৈক বুজুর্গ বলেন আমি কাফেলার সহিত যাইতেছিলাম পথি মধ্যে আমি একজন মহিলাকে দেখিতে পাই যে, সে কাফেলার সম্মুখ দিয়া আগে আগে যাইতেছে, আমি মনে মনে ভাবিলাম মেয়ে লোকটি দুর্বল বশতঃ কাফেলা হইতে পৃথক হইয়া যায় নাকি সেইজন্য আগে আগে যাইতেছে আমি পকেট হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছিলাম এবং বলিলাম কাফেলা মঞ্জিলে পৌছিলে চান্দা করিয়া আপনার জন্য ছওয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। মেয়েলোকটি উপরের দিকে

হাত উঠাইয়া কি যেন হাতে লইল দেখিলাম তাহার হাতে টাকা। সে ঐগুলি আমাকে দিয়া বলিল লও তুমি পকেট হইতে লইয়াছ ; আর আমি গায়েব হইতে লইয়াছি। তারপর মেয়েলোকটাকে আমি দেখিয়াছি যে, সে গেলাপে কা'বা ধরিয়া এস্ক ও মহব্বতে ভরপুর কবিতা-সমূহ পড়িতেছে।

(২০) হজরত আবদুর রহমান খফীফ বলেন, আমি হজ্বে রওয়ানা হইয়া বাগদাদ শরীফ পৌছি সেখানে হজরত জোনায়েদ বাগদাদীর সহিত সাক্ষাত করি। তখন আমার ছুফীগিরির উপর একটু ভরষা ছিল। কারণ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি কিছু খাইও নাই পান ও করি নাই। কঠিন মোজাহাদার মধ্যে ছিলাম, আকীদায়ও বড় মজবুত ছিলাম। সবসময় অজুর সহিত থাকিতাম। বাগদাদ হইতে আমি একাকী রওয়ানা হই। পথিমধ্যে কঠিন পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ি। হঠাৎ মরু প্রান্তরে একটা কুয়ার মধ্যে একটি হরিণকে পানি পান করিতে দেখি। আমি যখন কুয়ার নিকট যাই তখন হরিনটি আমাকে দেখিয়া চলিয়া যায়। এবং কুয়ার পানি ও নীচে পড়িয়া যায়। আমি আশ্চর্য হইয়া বলি হে খোদা। তোমার দরবারে এই হরিণের চেয়ে ও কি আমি ছোট হইয়া গেলাম ? তখন পিছন থেখে একটি আওয়াজ শুনিতে পাই তুমি অধৈর্য্য হইয়া অভিযোগ শুরু করিয়াছ সেইজন্য আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি। হরিণ পেহালা এবং রশি ব্যতীত আসিয়াছিল আর তুমি রশি পেয়ালা নিয়া আসিয়াছ। আস পানি পান করিয়া যাও। আমি কুয়ার ধারে গিয়া যে কুয়া পানিতে ভর্তি। আমি উহা হইতে পেয়ালা ভর্তি করিয়া লইলাম। আমি সেখান হইতে পান করিতে থাকি ও অজু করিতে থাকি কিন্তু মদীনা শরীফ যাওয়া পর্য্যন্ত উহা শেষ নাই। হজ্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া যখন বাগদাদ জামে মসজিদে গমন করি তখন হজরত জোনায়েদ বলেন তুমি যদি ছবর করিতে তবে তোমার পায়ে তলা হইতে জোপ মারিয়া পানি উঠিত।

(২১) হজরত শফিক বলখি বলেন, মক্কা শরীফের পথে আমার সহিত একজন লেংড়া লোকের সাক্ষাত হয়। সে হেঁছড়াইয়া হেঁছড়াইয়া যাইতেছিল আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, সে বলিল আমি ছমর কন্দ হইতে আসিয়াছি ; আমি প্রশ্ন করিলাম কতদিন পূর্বে রওয়ানা হইয়াছ ? সে উত্তর করিল দশ বৎসর পূর্বে রওয়ানা হইয়াছি। আমি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমাকে

বলিল শফিক কি দেখিতেছ ? বলিলাম তোমার দুর্বলতা এবং ছফরের দুরত্ব দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম, সে বলিল আমার অন্তরের আবেগ ছফরের দুরত্বকে নিকটবর্তী করিয়া দিয়াছে, শফিক যেই দুর্বলকে স্বয়ং মালেক লইয়া যাইতেছে তাহার উপর তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ ?

راه یا بم یا نیا بم ا رزو ئے می کنم
حا صل اید یا نیا ید جستجو ئے می کنم

বন্ধুর মিলন পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি বা না পারি চেষ্টা ত করিয়া যাইব।

(২২) হজরত শায়েখ নজমুদ্দিন ইস্পেহানী মক্কা শরীফে কোন এক জানাজায় শরীক হইয়াছিলেন, দাফনের পর মুর্দাকে তালকীন করার জন্য এক ব্যক্তি কবরের পাশে বসিয়া তালকীন করিতে লাগিল। তখন শায়েখ নজমুদ্দিন হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। অথচ তিনি কখনও হাসিতেন না। জনৈক খাদেম হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধমক দিয়া তাহাকে চুপ করাইয়া দিলেন। বয়েকদিন পর তিনি বলিলেন, তালকীনের সময় কবরওয়ালাকে আমি বলিতে শুনিয়াছি বড় আশ্চার্য্যে কথা এই যে একজন মুর্দা জিন্দা ব্যক্তিকে তালকীন করিতেছে।

মুর্দা ব্যক্তি আল্লাহর এস্কের দরুণ জিন্দা ছিল। আর জিন্দা ব্যক্তি ঐ দৌলত হইতে বঞ্চিত থাকায় মুর্দার সমতুল্য।

মৃত ব্যক্তি কবরের নিকট বসিয়া কালেমা এবং মনকীর নকীরে ছওয়াল জওয়াবকে বারংবার পড়ার নাম তালকীন, আরব দেশে ইহার নিয়ম আছে।

(২৩) জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির ছিলাম। তখন একজন আজমী বুজুর্গকে দেখিলাম যে তিনি হুজুরের খেদমতে বিদায়ী ছালাম বলিয়া মক্কা শরীফে রওয়ানা হইয়াছে, আমিও তাঁহার পিছনে রওয়ানা হইলাম। তিনি জুলহোলায়ফা পৌছিয়া নামাজ পড়িয়া এহরাম বাঁধিলেন। আমিও নামাজ পড়িয়া এহ্রাম বাঁধিলাম তিনি যখন রওয়ানা হইলেন আমিও তাহার পিছনে রওয়ানা হইলাম। এবার তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন তোমার উদ্দেশ্য কি ? আমি বলিলাম আপনার সহিত মক্কা শরীফ যাইতে চাই। তিনি অস্বীকার করিলেন। আমি অনেক খোশামদ, তোশামদ করিয়া তাঁহাকে রাজী করাইলাম। তিনি শর্ত করিলেন যদি যাইতেই চাও তবে আমার কদমে কদম রাখিয়া চলিও। আমি শর্ত মোতাবেক চলিতে লাগিলাম। খানিকটা রাত্রির অন্ধ-

কারে চলার পর বাতি নজরে আসিল। তিনি আমাকে বলিলেন ইহা মসজিদে আয়েশা। মক্কা শরীফের মাত্র তিন মাইল দূরে তানঈমে অবস্থিত তিনি আমাকে বলিলেন, আমি আগে বাড়িয়ে যাইব। আমি বলিলাম আপনার যাহা মঞ্জুর হয়। তারপর তিনি আগে চলিয়া গেলেন। আমি সেখানেই রাত্রি যাপন করিয়া সকাল বেলায় মক্কা শরীফ পৌঁছি। তাওয়াফ এবং ছায়ীর পর হজরত শায়েখ আবু বকর কাত্তানীর খেদমতে হাজির হই। সেখানে অনেক মাশায়েখ ও বুজর্গান বসা ছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন তুমি মদীনা শরীফ হইতে কবে আসিয়াছ। আমি বলিলাম গত রাত্রে মদীনায় ছিলাম, ইহা শুনিয়া সকলে একে অপরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। শায়েখ কাত্তানী বলেন কাহার সহিত আসিয়াছ? আমি বলিলাম এই রকম এক বুজুর্গের সহিত আসিয়াছি, তিনি বলিলেন উনি হইলেন শায়েখ আবু জাফর ওয়ামেগানী। তাঁহার অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে ইহা ত একটি সাধারণ ব্যাপার।

(২৭) হযরত ছুফিয়ান এব্‌নে ইব্রাহীম বলেন আমি মক্কা শরীফে হুজুরের জন্মস্থানে ইব্রাহীম এব্‌নে আদহামকে খুব কান্না অবস্থায় দেখিতে পাই। আমি তাঁহাকে ছালাম করি এবং সেখানে কিছু নামাজ পড়িয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, হুজুর কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন কিছুইনা। আমি দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন তুমি যদি কথা গোপন রাখিতে পার তবে কারণ বর্ণনা করিতে পারি। আমার স্বীকৃতি পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, দীর্ঘ তিরিশ বৎসর যাবৎ আমার সেকবাজ খাইতে মন চায়। (সেকবাজ সিরকা, গোস্ত এবং ফল মিশ্রিত এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য আমি মোজাহাদা করিয়া উহা হইতে নফছকে বিরত রাখি। রাত্রি বেলায় আমি স্বপ্নে দেখি, একজন ঝক্‌ ঝকে নুরানী ছেহারাওয়ালা যুবক আমার নিকট হাজির। তাহার সবুজ পেয়ালা, যাহার মধ্য হইতে ধুঁয়া উঠিতেছে এবং সেখান হইতে সেকবাজের সুগন্ধি আসিতেছে আমি নিজেকে সংযত করিয়া নিলাম। তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন ইব্রাহীম ইহা খাও। আমি বলিলাম একমাত্র আল্লাহর জন্য যাহা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবত বর্জন করিয়াছি উহা আমি খাইতে পারি না। তিনি বলিলেন যদি স্বয়ং আল্লাহ খাওয়ান তবুও না? তখন কান্না ছাড়া আমার আর কি কাজ হইতে পারে। যুবক বলিল আল্লাহ পাক তোমার উপর রহম করুণ ইহা খাও। আমি বলিলাম পূর্ণ তাহকীক ব্যতীত আমি কোন জিনিষ খাই না। তখন যুবক বলিল আল্লাহ পাক তোমার হেফাজত

করুণ! বেহেশতের নাজেল রেজওয়ান ফেরেশতা আমাকে বলিল যে, খিজির তুমি গিয়া ইব্রাহীমকে ইহা খাওয়াইয়া আস, সে বহুত ছবর করিয়াছে। খাহেশকে খুব বেশী দমন করিয়াছে। ইব্রাহীমকে আল্লাহ পাক খাওয়াইতেছে আর তুমি অস্বীকার করিতেছ। আমি ফেরেশতাদের নিকট শুনিয়াছি, না চাওয়া জিনিস পাইলে যে ব্যক্তি লইতে চায় না পরে চাইলেও সে ঐ জিনিস পায় না। আমি বলিলাম দেখ আমি এখনও ওয়াদা ভঙ্গ করি নাই। হঠাৎ অপর একজন যুবক আসিয়া খিজিরকে কি যেন দিয়া বলিল ইহার লোকমা বানাইয়া ইব্রাহীমের মুখে দিয়া দাও। সে আমাকে খাওয়াইতেছিল। যখন আমার চক্ষু খুলিল তখন মুখে মিষ্টি অনুভব করি ঠোঁটে জাফরানের রং দেখিতে পাই। জমজমের ধারে গিয়া মুখ ধুইয়া ফেলি তবুও মুখের লজ্জত এবং রং এখনও যায় নাই, ছুফিয়ান বলেন আমি ও তাঁহার মুখে জাফরানের রং দেখিতে পাই। তারপর ইব্রাহীম এবনে আদহাম আমার জন্যও খুব দোয়া করেন।

(২৮) হজরত ইব্রাহীম এবনে আদহাম এক সময় তাওয়াফের হালতে জনৈক নওজোয়ান সুদর্শন যুবককে দেখিতে পান। যুবকের সৌন্দর্য্যে সমস্ত লোক আশ্চর্য বোধ করিতেছিল। ইব্রাহীম তাহার দিকে খুব মনযোগ দিয়া দেখিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। তাঁহার কোন কোন সঙ্গী বদগুমান করিয়া ইন্না-লিল্লাহও পড়িয়া ফেলিলেন। এবং শায়েখকে বলিলেন এই রকম চাওয়ার অর্থ কি? তিনি বলিলেন যাহার সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি তাহা ভঙ্গ করিবার উপায় নাই নচেৎ এই ছেলেকে আমার নিকট ডাকিতাম ও তাহাকে স্নেহ করিতাম কারণ সে আমারই সন্তান। এবং আমার চক্ষুর পুতুল। আমি শিশুকালে এই ছেলেকে ঘরে রাখিয়া সংসার ত্যাগী হইয়াছি, সেই বাচ্চা এখন যুবক হইয়াছে। কিন্তু আমার বড় লজ্জা হইতেছে যাহাকে একবার ছাড়িয়াছি সেই দিকে আবার কি করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারি। তারপর তিনটি বয়াত পড়িলেন যাহার অর্থ হইল এই যে --

"যেদিন হইতে আমি সেই পাক জাতকে চিনিয়াছি সেদিন হইতে আমি যেদিকেই নজর করি সেই দিকেই মাহবুবকে দেখিতে পাই।"

"আমার দৃষ্টির বড় লজ্জা হয় যে আমি তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকে ও দেখি। হে আমার পুঁজির শেষ প্রান্ত, যে আমার স্বর্ণ সম্পদ। তোমার মহব্বত যেন হাশর পর্যন্ত আমার অন্তরে থাকে।"

তারপর শায়েখ আমাকে বলিলেন, তুমি সেই ছেলের কাছে গিয়া আমার ছালাম বল হয়তঃ উহার দ্বারাই আমার মনে একটু প্রবোধ

আসিবে। আমি ছেলের নিকট গিয়া বলিলাম বেটা আল্লাহ পাক তোমার পিতার মধ্যে বরকত দান করুণ। ছেলে শুনিয়াই চমকিয়া উঠিল বলিলেন চাচাজান আমার আব্বাজান কোথায়? তিনিত ছোট বেলায় আমাকে ছাড়িয়া আল্লার রাস্তায় চলিয়া গিয়াছেন, হায় আফছোছ! আমি যদি জীবনে একবারও তাঁহার দর্শন লাভ করিতাম সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। এই বলিয়া সে ভীষণ ক্রন্দন শুরু করিল। আবার বলিতে লাগিল কছম খোদার আমি যদি একবার তাঁহাকে দেখিয়া মরিয়া যাইতাম তার পর ছেলে শুধু এস্ক ও মহব্বত পূর্ণ বয়াত পড়িতে লাগিল। ওদিকে আমি ইব্রাহীম এবনে আদহামের নিকট ফিরিয়া দেখিলাম তিনি ছেজদায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন। আর বলিতেছেন, হে খোদা! আমি তোমার জন্য সর্বহারা হইয়াছি। আপন পরিবার পরিজনকে এতীম করিয়াছি। তোমার এস্ক এবং মহব্বত ব্যতীত অন্য কোন স্থানে আমার মনে শান্তি নাই।" আমি শায়েখকে বলিলাম আপনি ছেলের জন্য দোয়া করুণ, হজরত ইব্রাহীম বলিলেন, আল্লাহ পাক তাহাকে গোনাহ হইতে হেফাজতে রাখুন এবং তাঁহার মর্জিমত চলিবার তৌফিক দান করুণ। রওজ

(২৬) হজরত আবু বকর দাক্কাক বলেন, আমি বিশ বৎসর যাবত মক্কা শরীফ ছিলাম। মনে চাহিয়াছিল একটু দুধ পান করি কিন্তু ইচ্ছা করিয়া উহা বর্জন করি। অবশেষে দুধ পানের আকাংখ্যা যখন বাড়িয়া গেল তখন মক্কা ছাড়িয়া আছকালান চলিয়া গেলাম। সেখানে আমি এক আরব পরিবারের মেহমান হইলাম। তাহাদের এক অনিন্দ সুন্দরী মেয়ের প্রতি আমার নজর পড়িল। এত সুন্দরী ছিল যে সে আমার হৃদয় কাড়িয়া লইয়া গেল। মেয়েটি আমাকে বলিল তুমি যদি সত্য হইতে তবে দুধের খায়েশ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে। এই কথা শুনিয়া আমি মক্কা শরীফ ফিরিয়া আসিলাম, বায়তুল্লার তওয়াফ করিয়া রাত্রি বেলায় স্বপ্নে হজরত ইউছুফ (আঃ) কে দেখতে পাই। বলিলাম হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ পাক আপনার চক্ষুকে ঠাণ্ডা রাখুক, আপনি জোলখানার চক্রান্ত হইতে বেশ রক্ষা পাইয়াছেন। হযরত ইউছুফ বলিলেন বরং আপনি আছকালানের মেয়ে হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ -

"যেই ব্যক্তি আপন প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয় রাখে তাহার জন্য দুইটি বেহেশ্‌ত।"

জনৈক বুজুর্গ বলেন নফছের চক্রান্ত হইতে নফছের দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায় না। হাঁ নফছের বেড়াজাল হইতে আল্লাহ পাকের দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন যেই ব্যক্তি আল্লাহর সহিত মিলিত হইয়া শান্তি লাভ করিল সে নাজাত পাইল। আর যে আল্লাহকে ছাড়িয়া শান্তি লাভ করিল সে ধ্বংস হইয়া গেল।

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, মানুষের দৃষ্টি কোন মেয়েলোকের উপর পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে যদি উহা হটাইয়া নেয় তবে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন এবাদতের তওফিক দান করেন যাহার লজ্জত সে অনুভব করিয়া থাকে। (মেশকাত)

(২৭) হজরত শায়েখ আবু তোরাব বখশি বলেন যেই ব্যক্তি কোন জিকির করনেওয়ালাকে অন্য কাজে লিপ্ত করিয়া দেয় তাহার উপর ঐ সময় আল্লার আজাব এবং গজব নাজেল হইয়া যায়।

অনেক লোক কোন বুজুর্গ ব্যক্তি জিকিরে ফিকিরে মশগুল থাকিলে তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দেয় এইসব ব্যাপারে খুব সাবধান থাকিতে হইবে।

(২৮) জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি একাকী হজ্ব করিতে গিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজন কেহই সাথে ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিবে না। চলিতে চলিতে এমন সময় আসিয়া গেল এখন আর তাহার নিকট কিছুই নাই। দুর্বলতায় শরীর অবশ হইয়া আসিল। মনে মনে এই চরম মুহূর্তে কাহারও নিকট কিছু চাওয়া যায়। তবুও প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া বলিলেন মরিয়া গেলেও চাহিব না। এই ভাবিয়া কেবলামুখী হইয়া শুইয়া মৃত্যুর প্রহর গুনিতে লাগিল। হঠাৎ সেখানে একজন ছওয়ার আসিয়া তাহাকে পানি পান করাইল ও যাবতীয় প্রয়োজনও মিটাইয়া দিল। ও পরে বলিল তুমি কি কাফেলার সহিত মিলিতে চাও বুজুর্গ বলিলেন তাহারা ত এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ছওয়ার বলিল দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে চল। এইভাবে কয়েক কদম হাটার পর বলিল তুমি এখানে বস, পিছন হইতে কাফেলা তোমার নিকট আসিয়া পৌছিবে। লোকটি সেখানে বসিয়া গেল। এবং কাফেলা আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল।

(২৯) আবুল হাছান ছেরাজ বলেন, এক সময় তওয়াফ করা অবস্থায় একটি মেয়েলেকের চেহারায় আমার নজর পড়িয়া যায় এত উজ্জ্বল

চমকপ্রদ চেহারা কছম খোদার আমি জীবনে কখনই দেখি নাই। বলিলাম তাহার চেহারায় এত লাবণ্য এই জন্য যে, মনে হয় তার জীবনে কোন দুঃখ কষ্ট নাই। মেয়েলোকটি আমার কথা শুনিয়া ফেলিল এবং বলিল তুমি কি বলিয়াছ? চিন্তা ও দুঃখের সাগরে আমি ডুবিয়া আছি। এই দুনিয়ার আমার চিন্তার মধ্যে অন্য কেহ শরীক নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি হইয়াছে? সে বলিতে লাগিল আমার স্বামী কোরবানী উপলক্ষে একটি বকরী কোরবানী করিয়াছিল। আমার দুই ছেলে খেলিতেছিল এবং অপর এক ছেলে আমার কোলে দুধ খাইতেছিল। আমি গোস্ত পাকাইতেছিলাম। ছেলে দুইটির একটি অপরটিকে বলিল আব্বা কিভাবে বকরী জবেহ করিয়াছিল আমি কি তোমাকে দেখাইব? সে বলিল হাঁ দেখাও। এই বলিয়া এক ভাই অপর ভাইকে জবেহ করিয়া দিল। যে জবেহ করিয়াছিল সে ভয়ে গিয়া পাহাড়ে উঠিল। সেখানে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিল। আমার স্বামী ছেলের তালাশে বাহির হইয়া তালাশ করিতে করিতে পানির পিপাসায় মরিয়া গেল। স্বামীর দেরী দেখিয়া আমি কোলের শিশুকে ঘরে রাখিয়া ঘরের দরওয়াজার দিকে স্বামীর খোঁজে গিয়াছি ইত্যবসারে ছোট বাচ্চা চুলার ধারে হামাগুড়ি দিয়া টগ্‌বগে হাণ্ডিধরিয়া টান দিল যাহাতে তাহার সমস্ত শরীরের মাংস খসিয়া পড়িয়া যায়। বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছিল স্বামীর বাড়ীতে থাকিয়া বাপের বাড়ীর এইসব দুর্ঘটনা শুনিয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।' এই সবের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাকেই একমাত্র রাখিয়াছেন। আমি বলিতে লাগিলাম ছবর এবং বেছবরের মধ্যে আকাশ জমীন তফাৎ। আমি এতবড় মছিবতের সময় ছবর করিয়াছি যদি সেই মছিবত পাহাড়ের উপর পড়িত তবে উহাও টুকরা টুক্‌রা হইয়া যাইত। আমি পরম ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চোখের পানিকে সংযত করিয়াছি এবং সেই চোখের পানি ভিতরে ভিতরে আমার কলিজার উপর পতিত হয়।

(৩০) হজরত শায়েখ আলী এব্‌নে মোয়াফফেক বলেন আমি একবার ছওয়ার হইয়া হজ্বে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে একটি পায়দল জমাত দেখিতে পাই ছাওয়ারী ত্যাগ করিয়া আমিও তাহাদের সহিত শরীক হই। আমরা প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিয়া যাইতে থাকি। চলিতে চলিতে আমরা এক জায়গায় গিয়া রাত্রি যাপন করি। রাত্রে

স্বপ্নে দেখি যে কয়েকটি মেয়ে স্বর্ণের রেকাবী এবং চাঁদীর বাটী হাতে করিয়া পায়দল জমাতের পা ধুইয়া দিতেছে এবং আমি ব্যতিত সকলের পা ধুইয়া দেয়। তন্মধ্যে একজন বলিল এই লোকটাও ত তাহাদের মধ্যে একজন। বাকী সকলে বলিল না এই লোকটার নিকট ছাওয়ারী আছে। প্রথম মেয়েটি বলিল না ইনিও পায়দল জমাত পছন্দ করিয়াছেন। তখন তাহারা আমার পাও ধুইয়া দিল যদ্বারা পায়দল চলার যাবতীয় ক্লান্তি আমার দূর হইয়া যায়।

(৩১) জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি কোন এক সময় তাওয়াফ করিবার সময় একটি মেয়েকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার কাঁধের উপর একটি ছোট বাচ্চা রহিয়াছে। মেয়েটি বলিতেছিল হে করীম! হে করীম! আমার এবং তোমার মধ্যের সেই সময়টুকু কতই না শোকরিয়া আদায়ের যোগ্য। আমি বলিলাম সেটা তোমার কেমন সময় ছিল? মেয়েটি বলিল আমি ব্যবসায়ীদের একটি জমাতের সহিত কোন সময় নৌকায় করিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ ভীষণ তুফান আসিয়া নৌকাটি ডুবাইয়া দেয়। এবং সমস্ত লোক ধ্বংস হইয়া যায়। আমি এবং এই শিশু একটি তক্তার উপর ভাসিতেছিলাম এবং একজন হাবসী অপর একটি তক্তায় ভাসিতেছিল। যখন একটু ভোর হইয়া আসিল। তখন ঐ হাবসী আমাকে দেখিতে পাইল। সে পানিকে হঠাইয়া হঠাইয়া আমার নিকট পৌঁছিল এবং আমার তক্তায় ছওয়ার হইয়া গেল তারপর সে আমার সহিত অপকর্ম করিবার খায়েশ জাহের করিল। আমি বলিলাম এই মহা বিপদের সময় এবাদত করিয়াও ত রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই আর তুমি গোনাহে লিপ্ত হইবার খায়েশ করিতেছ। সে বলিল ঐসব কথা ছাড়, কছম খোদার প্রথমে আমি ঐ কাজ করিয়াই ছাড়িব। নিরুপায় হইয়া আমি শিশুটিকে গোপনে এক চিমট দিয়া কাঁদাইয়া ফেলিয়া বলিলাম, আচ্ছা তবে এই বাচ্চাটাকে একটু শোয়াইয়া লই। তারপর যাহা তাক্‌দীরে আছে তাহাই হইবে। লোকটি বাচ্চাটাকে টানিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। আমি নিরুপায় হইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলাম, হে খোদা! তোমার কুদরতি শক্তির দ্বারা এই হাবসীর কবল হইতে আমার ইজ্জতকে রক্ষা কর। কছম খোদার এই কথায় শেষ হইতে না হইতেই সমুদ্র হইতে এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার মুখ বাহির করিল ও সেই হাবসীকে লোকমা বানাইয়া সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। এবং আমাকে আল্লাহ পাক শুধু আপন কুদরতের দ্বারা

হেফাজত করিলেন। যেহেতু তিনি বড় কুদরতওয়ালা, পাক পবিত্র এবং শানওয়ালা। তারপর ভাসিতে ভাসিতে আমার তক্তা একটি চরে গিয়া ঠেকিল। সেখানে গিয়া আমি ঘাস এবং পানি খাইয়া আল্লাহর উপর ভরষা করিয়া চারিদিন কাটাইয়া দিলাম। পঞ্চম দিন সমুদ্রে একটি বড় নৌকা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া, কাপড় নাড়িয়া তাহাদিগকে ডাকিলাম অবশেষে ছোট একটি নৌকায় করিয়া তিনজন লোক আমার নিকট আসিল আমাকে নিয়া তাহারা নৌকায় উঠিল। নৌকায় একটি লোকের নিকট আমার বাচ্চাটা দেখিতে পাইয়া আমি উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলাম। ইহা ত আমার বাচ্চা, আমার কলিজার টুকরা। নৌকার লোকজন বলিল তুমি পাগল হইয়াছ নাকি কি বল। আমি বলিলাম না আমি কোন পাগল নই। তারপর পুরা ঘটনা তাহাদিগকে শুনাইলাম। শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে মাথা নত করিয়া ফেলিল ও বলিল এইবার বাচ্চার কাহিনী শুন। যাহা শুনিয়া তুমিও আশ্চার্য হইয়া যাইবে। আমরা অনুকূল হাওয়ায় বড় আরামে নৌকা চালাইয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় সমুদ্র হইতে একটি জানোয়ার এই বাচ্চাটিকে পিঠে করিয়া ভাসিয়া উঠিল। তার সাথে সাথে আমরা একটি গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে এই বাচ্চাটিকে উঠাইয়া লও না হয় নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। আমরা বাচ্চাটিকে উঠাইয়া লইলাম। তোমার এবং এই বাচ্চার আশ্চার্যজনক ঘটনা দেখিয়া আমরা ও প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমরা আর কখনও পাপ কাজ করিব না। (ছোব্‌হানাল্লাহ্)

(৩২) হজরত রাবী বিন ছোলায়মান বলেন, আমি একটি জমাতের সহিত আমার ভাইসহ একবার হজ্বে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে কুফা নগরে পৌছিয়া আমরা কিছু সদাই করিবার জন্য শহরে বাহির হইয়া পড়ি। বাজারে ঘুরাফেরার মধ্যে কোন একস্থানে আমি একটি মরা গাধা পড়িয়া থাকিতে দেখি। সেখানে দেখিলাম যে একটি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিহিতা একটি মেয়েলোক একটি ছুরি দিয়া সেই গাধার গোস্ত কাটিয়া কাটিয়া একটি থলের ভিতর ভর্তি করিতেছে। দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে এই মেয়েলোকটি যখন মৃত গাধার গোস্ত নিতেছে তবে নিশ্চয় উহার কোন কারন রহিয়াছে। ভাবিলাম এই ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না। তাই মেয়েলোকটা যেই দিকে যাইতেছে আমিও তাহার অলক্ষ্যে সেই দিকে চলিলাম। অবশেষে সে একটি বিরাট বাড়ীতে প্রবেশ করিল ঘরের দরওয়াজায় গিয়া আওয়াজ দেওয়ার পর চারটি

জীর্ণশীর্ণ মেয়ে আসিয়া দরওয়াজা খুলিয়া দিল। মেয়েলোকটি থলিয়াটা তাহাদের সামনে রাখিয়া বলিল এই যে লও এইগুলি পাকাইয়া আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর, মেয়েরা ঐগুলিকে কাটিয়া কাটিয়া ভুনিতে লাগিল আমি সব গোপনে লক্ষ্য করিতেছিলাম, মনে বড় ব্যথা লাগিল এবার বাহির হইতে আওয়াজ দিলাম। হে আল্লাহর বান্দি। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা এই গোস্ত খাইওনা, ঘর হইতে আওয়াজ আসিল কে? বলিলাম, আমি একজন বিদেশী মুছাফের। মেয়েলোকটি বলিতে লাগিল হে পরদেশী। তুমি আমাদের নিকট কি চাও। আমরা নিজেরাই আজ তিন বৎসর তাকদীরের শিকারে পরিণত হইয়া আছি, আমাদের কোন সাহায্য সহযোগিতাকারী নাই। তুমি আমাদের নিকট কি চাও। আমি বলিলাম অগ্নি উপাসকদের একটি দল ব্যতীত আর কোন ধর্মেই মরা পশু খাওয়া জায়েজ নাই। সে বলিয়া উঠিল, জনাব আমরা খান্দানে নবুওতের শরীফ বংশজাত লোক। এই মেয়েদের পিতা বড় শরীফ লোক ছিলেন। নিজেদের মত সৈয়দ খান্দানের ছেলের সহিত মেয়েদের বিবাহের মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি এন্তেকাল করিয়া যান, তাহার ত্যাজ্য সম্পদ সব নিঃশেষ হইয়া যায়। আমরা জানি মরা পশুর গোস্ত খাওয়া নাজায়েজ। কিন্তু কি করি বাবা, আজ চার দিন যাবত আমরা উপবাস রহিয়াছি। হজরত রাবী বলেন তাহার করুন কাহিনী শুনিয়া আমার কান্না আসিয়া গেল। ব্যথিত অন্তরে আমি ফিরিয়া আসিয়া ভাইকে বলিলাম আমি হজ্বের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি। ভাই আমাকে হজ্বের ফাজায়েল ইত্যাদি বলিয়া অনেক বুঝাইলেন, আমি বলিলাম ভাই লম্বা চওড়া ওয়াজ করিও না। এই বলিয়া আমি আমার কাপড় ছোপড় এহরামের কাপড় এবং যাবতীয় সরঞ্জাম এবং নগদ ছয়শত দেরহাম হাতে করিয়া রওয়ানা হইলাম। একশত দেরহাম আটা এবং একশত দেরহামের কাপড় কিনিয়া বাকী চারশত দেরহাম আটার বস্তায় ভরিয়া সেই বৃদ্ধার ঘরে পৌছিলাম এবং এইসব সাজসরঞ্জাম তাহাকে দিয়া দিলাম। মেয়েলোকটি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিয়া বলিল হে এব্‌নে ছোলায়মান আল্লাহ্ পাক তোমার আগের পিছের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং তোমাকে জান্নাত নছীব করুন এবং তোমাকে এই সবের বিনিময় দান করুন। বড় মেয়ে বলিল আল্লাহ্ পাক আপনাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করুন এবং আপনার গোনাহ মাফ করুন। দ্বিতীয় মেয়ে বলিল, আল্লাহ পাক আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তার চেয়ে বেশী আপনাকে দান করুন। তৃতীয় মেয়ে বলিল, আল্লাহ পাক আপনাকে

আমাদের দাদাজীর সহিত হাশর নছীব করুন। চতুর্থ মেয়ে বলিল, হে খোদা! যে আমাদিগকে দান করিল তুমি তাহাকে উহার ডবল দান কর এবং তার সমস্ত গোনাহ মাফ কর।

হজরত রাবী (রঃ) বলেন, কাফেলা চলিয়া গেল। আমি বাধ্য হইয়া কুফায় রহিয়া গেলাম। এমন কি হাজীগণ হজ্ব করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমি একদল হাজীকে তাহাদের দোয়া নেওয়ার জন্য এস্তেক্-বাল করিতে গেলাম। দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলাম আল্লাহ পাক আপনাদের হজ্ব কবুল করুন ইত্যাদি। আমি হজ্ব করিতে না পারায় দুঃখে চক্ষুতে অশ্রু আসিয়া গেল। তন্মধ্যে একজন লোক বলিয়া উঠিল, আপনি কেমন দোয়া করিতেছেন! আমি বলিলাম আমি যে ময়দান পর্যন্ত হাজির হইতে পারি নাই। সে বলিল বড় আশ্চর্য্যের কথা আপনি আমাদের সহিত আরাফাতে ছিলেন না? তাওয়াফ করেন নাই? শয়তানকে পাথর মারেন নাই? আমি মনে মনে সব বুঝিয়া গেলাম যে, ইহা আল্লাহ পাকের অফুরন্ত মেহেরবানী ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর অন্যান কাফেলা আসিয়াও তদ্রূপ রিপোর্ট দিল। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল কি ভাই এখন কেন অস্বীকার করেন যখন আমরা কবরে আতহার জেয়ারত করিয়া বাবে জিব্রাঈল দিয়া বাহির হইতেছিলাম তখন খুব ভীড় হওয়াতে আপনি আমার নিকট আমানত স্বরূপ এই থলিয়াটি রাখিয়াছিলেন। উহার মধ্যে লেখা রহিয়াছে "যে আমার সহিত মোয়ামেলা করে সে লাভবান হয়।" এই যে আপনার থলিয়াটি নিয়া যান। রাবী বলেন কছম খোদার আমি বাড়ী ফিরিয়া এশার নামাজ আদায় করিয়া অজিফা শেষ করিয়া ভীষণ চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাই যে ঘটনাটি কি হইল। তখন আমার একটু তন্দ্রা আসিয়া যায়। স্বপ্নে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর জিয়ারত লাভ করি। আমি হুজুরকে ছালাম করি ও হুজুরের হস্ত চুম্বন করি। হুজুর মুচকি হাসিয়া ছালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, হে রাবী! আমি আর কত সাক্ষী নিয়োগ করিব যে তুমি হজ্ব করিয়াছ। শুন, তুমি যখন আমার আওলাদের সেই মেয়ে লোকটির উপর সর্বস্ব ছদকা করিয়া হজ্বের এরাদা ত্যাগ করিয়াছ তখন আমি আল্লাহর দরবারে উহার যথেষ্ট প্রতিদান তোমাকে দেওয়ার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ পাক তোমার ছুরতের একজন ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে হুকুম দিয়াছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত প্রতি

বৎসর তোমার তরফ হইতে সে হজ্ব করিবে এবং দুনিয়াতে ও তোমাকে ছয়শত দেরহামের পরিবর্তে ছয়শত আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) বিনিময় স্বরূপ দেওয়া হইল। তুমি স্বীয় চক্ষুকে শীতল কর। হজরত রাবী বলেন আমি ঘুম হইতে উঠিয়া থলিয়াটি খুলিয়া দেখিতে পাই যে উহার মধ্যে ছয়শত আশরাফী রহিয়াছে।

মাছায়েলে হজ্ব

কিতাবের এই অংশ হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেবের মূল কিতাবে নাই। ইহা হাজী সাহেবানদের উপকারার্থে অনুবাদক নিজের তরফ হইতে লিখিয়াছেন।

মক্কা মোয়াজ্জামার বিশেষ বিশেষ স্থানকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ কার্য-পদ্ধতি সহকারে পরিদর্শন করাকে হজ্ব বলে উহা দুই প্রকার। ১। ফরজ হজ্ব। ২। ওমরাহ হজ্ব, প্রথমটি ফরজ দ্বিতীয়টি সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

হজ্বের শর্ত সমূহ

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত আটটি। যথা—(১) মুছলমান হওয়া। (২) স্বাধীন হওয়া। (৩) সজ্ঞান হওয়া। (৪) বালেগ হওয়া। (৫) সুস্থ বা রোগহীন হওয়া। (৬) হজ্বের ছফর হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত পরিবারবর্গের খোরপোষ রাখিয়া মক্কা মোয়াজ্জামায় যাতায়াতের খরচ চালাইতে সক্ষম হওয়া। (৭) রাস্তা নিরাপদ হওয়া। (৮) মক্কা শরীফ পর্যন্ত ছফরের রাস্তা হইলে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী অথবা কোন মহররম সঙ্গে থাকা।

হজ্বের ফরজ ও ওয়াজেব সমূহ

হজ্বের মধ্যে ফরয তিনটি যথা: (১) এহরাম বাঁধা। (২) ৯ই যিলহজ্ব আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। (৩) তওয়াফে যিয়ারত করা।

হজ্বের মধ্যে ওয়াজেব ছয়টি, যথা: (১) মুযদালাফার ময়দানে অবস্থান। (২) ছফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে দৌড়ান। (৩) শয়তানকে কঙ্কর মারা। (৪) বিদেশীদের জন্য বিদায়কালীন বিদায়ী

তওয়াফ করা। (৫) মাথা মুড়ান অথবা স্ত্রীলোকের চুল হইতে কিছু কর্তন করা। (৬) কাফ্ফারা বা হজ্বের কার্যসমূহে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য 'দম' বা একটি কোরবানী করা।

উপরোল্লিখিত ফরয ও ওয়াজেব কার্য্যাবলী ব্যতীত অন্যান্য সকল কাজ ছুন্নত ও মোস্তাহাব।

হজ্বের মাস সমূহ ও এহরামের স্থান

হজ্বের মাস তিনটি যথা: (১) শওয়াল, (২) যিলকা'দাহ, (৩) যিল হজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন। এই সময়ের পূর্বে হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধা মাকরূহ্।

এহ্রাম বাঁধিবার স্থান বা মীকাত পাঁচটি। যথা—(১) মদীনা বাসীদের জন্য যুল হোলায়ফা (২) শামবাসীদের জন্য জোহফা, ইরাক-বাসীদের জন্য যাতে এরক, নজদবাসীদের জন্য কার্‌ন্‌ এবং ইয়ামন-বাসীদের জন্য ইয়ালামলাম্‌।

উল্লেখিত স্থানগুলি উহাদের অধিবাসীদের জন্য ও যাহারা উহা অতিক্রম করিয়া মক্কা যাইবে তাহাদের এহরাম বাঁধিবার স্থান। যে ব্যক্তি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহার জন্য মীকাত হইতে বিনা এহ্রামে প্রবেশ করা হারাম। মীকাতে পৌঁছিবার পূর্বে ও এহরাম বাঁধিতে পারে, ইহাই উত্তম।

কিন্তু মীকাতের আভ্যন্তরীন অধিবাসী বিনা এহরামে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারে। হজ্ব ও ওমরার জন্য তাহার এহরাম বাঁধিবার স্থান হেল্ল' (হারামের সীমার বহির্গত কোন স্থান)। মক্কাবাসীর জন্য হজ্বের এহরাম বাঁধিবার স্থান হারাম শরীফ এবং ওমরার এহরাম বাঁধিবার স্থান হেল্ল'।

এহ্রাম বাঁধিবার নিয়ম

যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধিতে ইচ্ছা করে সে প্রথমে হাত ও পায়ের নখ কাটিবে এবং গোঁফ ছোট করিয়া কাটিবে, এবং বগলের পশম মুণ্ডন করিবে। অতঃপর অজু করিবে; কিন্তু গোছল করা উত্তম। অতঃপর ধোলাই করা সাদা নূতন একখানা তহবন্দ ও একখানা চাদর পরিধান করিবে এবং খোশবু ও আতর লাগাইবেন। অতঃপর এহরামের দুই রাকায়াত নামায পড়িবে। যদি সে শুধু এফরাদ হজ্বের এহরাম বাঁধিতে চায় তাহা হইলে বলিবে—

"হে আল্লাহ আমি হজ্ব করিতে ইচ্ছা করি তুমি উহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং কবুল কর।" অতঃপর হজ্বের নিয়ত করিয়া তালবিয়া পড়িবে। উহা এই—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ -

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ - وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ -

ইহা হইতে কমাইবে না। যখন সে নিয়ত সহকারে তালবিয়া বলিল তখন তাহার এহরাম বাঁধা হইয়া গেল। এখন তাহাকে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

মোহরেম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ কার্য্যাবলী

১২টি কার্য্য মোহরেম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ যথা: (১) স্ত্রী সহবাস, (২) গুণাহের কাজ, (৩) ঝগড়া করা, (৪) পশুপক্ষী শিকার করা, (৫) উহার দিকে ইঙ্গিত করা, (৬) উহার দিকে পথ দেখাইয়া দেওয়া, (৭) খোশবু ব্যবহার করা, (৮) নখ কাটা, (৯) মুখমণ্ডল ও মস্তক আবৃত করা (১১) মাথার চুল ও শরীরের পশম মুণ্ডন করা বা উৎপাটন করা, (১১) দাড়ী কর্তন করা, (১২) মাথার চুল ও দাড়ি খেতনী তৃণ দ্বারা ধৌত করা, পিরহান, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি, মোজা ও সুগন্ধি দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা।

কিন্তু মোহরেম ব্যক্তির জন্য গোছল করা, টাকার থলে কোমরে বাঁধা ও শত্রুর মোকাবেলা করা জায়েয আছে। মোহরেম ব্যক্তি সর্বদা নামাযের পরে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়িবে এবং উঁচু স্থানে আরোহন কিংবা নীচু স্থানে অবতরণের সময় অথবা কোন আরোহীর সঙ্গে দেখা হইলে তখনও তালবিয়া পড়িবে।

যখন মক্কা শরীফ পৌঁছিবে

মক্কা নগরীতে পৌঁছিলে সর্বপ্রথম মছজিদে হারামে ঢুকিবে এবং কা'বার ঘরে দেখা মাত্র "আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিবে। অতঃপর হাজরে আছওয়াদের (কাল পাথর) সম্মুখে যাইবে এবং আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়া উভয় হস্ত নামাযের তাহরীমার ন্যায় কাঁধ পর্য্যন্ত

উত্তোলন করিবে ও কাহাকেও কষ্ট না দিয়া সম্ভব হইলে কাল পাথরকে চুম্বন করিবে। সম্ভব না হইলে কোন দ্রব্য দ্বারা কাল পাথরকে স্পর্শ করতঃ উহাকে চুম্বন করিবে এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহে তায়া'লা অছাল্লাল্লাহু আলান্নবী'য়ে" বলিয়া উহার দিকে হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিবে তৎপর তওয়াফে কুদুমের জন্য বায়তুল্লার চতুর্দিকে চক্কর দিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিবে।

কাল পাথরের দিক হইতে ডান দিকে ঘুরিতে থাকিবে। তখন গায়ের চাদর ডান বগলের নীচে দিয়া চাদরের উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রাখিবে এবং তাওয়াফের সময় হাতীমের বহির্দেশ হইতে ঘুরিয়া আসিবে। কাল পাথর হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া পাথর পর্য্যন্ত পৌঁছিলে এক চক্কর হইল এইরূপ সাত চক্কর ঘুরিলে এক তওয়াফ হইবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করিবে, অর্থাৎ দ্রুতভাবে কাঁধ নাড়াইয়া চলিবে। অবশিষ্ট চার চক্করে শান্তভাবে চলিবে। যখনই কাল পাথরের নিকট পৌঁছিবে তখনই উহাকে চুম্বন করিবে এবং পাথরকে চুম্বন দ্বারাই তাওয়াফ শেষ করিবে। তারপর মাকামে ইব্রাহীমের কাছে অথবা মছজিদের যে কোন স্থানে দুই রাকায়াত তওয়াফের ওয়াজেব নামায পড়িবে। অতঃপর কাল পাথরের নিকট পুনরায় গিয়া তাহাকে চুম্বন করিবে।

এই তওয়াফের পর ছাফা পর্বতের দিকে অগ্রসর হইবে এবং বায়তুল্লার দিকে মুখ করিয়া উহাতে চড়িবে ও হাত তুলিয়া দোয়া করিবে। অতঃপর মারওয়া পর্বতের দিকে আস্তে আস্তে চলিতে থাকিবে। যখন সবুজ খাম্বাদ্বয়ের নিকট পৌঁছিবে তখন ঐ স্থানটুকু অতিক্রম করার জন্য আস্তে আস্তে দৌড়াইবে এবং মারওয়া পর্বতের উপর গিয়া চড়িবে। সেখানেও দোয়া করিবে। এই হইল ছাফা মারওয়ার মধ্যে এক দৌড়। এই প্রকার সাতবার দোড়াইতে হইবে। এবং মারওয়াতে গিয়া দৌড় শেষ করিবে। যদি ওমরার এহরাম বাঁধিয়া থাকে তবে ছাফা মারওয়া দোড়ের পর মাথা মুড়াইয়া অথবা কিছুটা চুল কর্তন করিয়া এহরাম ছাড়িয়া মক্কাতে অবস্থান করিবে।

৯ই যিলহজ্ব দ্বিপ্রহরের পর যোহরের পূর্বে মছজিদে হারামে ইমাম ছাহেব একটি খোৎবা পড়িয়া থাকেন। ৯ই যিলহজ্ব ফজরের নামাজের পর মিনার দিকে রওয়ানা হইবে এবং সেখানে ৯ই যিলহজ্বের ফজর পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ফজরের পর আরাফাতের ময়দানে যাইবে।

আরাফাত ময়দানই ৯ই যিলহজ্ব অকুফের স্থান। হজ্বের ইহা একটি ফরয আরাফার দিন সূর্য পশ্চিমে হেলিলে ইমাম সাহেব জুমার ন্যায় দুইটি খোৎবা পাঠ করেন। অতঃপর লোকজন লইয়া জোহরের সময় জোহর ও আছরের নামাজ পর পর আদায় করেন। নামাযের পর (অজু ও গোসল সহকারে) ইমামের সহিত কেবলামুখী হইয়া বসিবে। এবং আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহ, তালবিয়া ও দরূদ পড়িবে। এবং আল্লাহ পাকের নিকট রোনাযারী করিয়া দোয়া করিবে। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যাইবে তখন সেখানে মাগরিব না পড়িয়া মোযদালায়ফা নামক স্থানে আসিবে এবং কোযাহ পর্বতের নিকট অবতরণ করিয়া একই আযান ও একামতে এশার সময় মাগরিব ও এশার নামাজ পড়িবে।

যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ পথে অথবা আরাফাতে পড়িবে সে উহা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত দোহরাইয়া পড়িবে। অতঃপর মোযদালাফাতে রাত্রি যাপন করিবে। যখন ছোবহে ছাদেক হইবে, তখন অন্ধকার থাকিতে নামায পড়িয়া মাশয়ারোল হারাম নামক স্থানে দিন ফর্শা হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে এবং আরাফাতের ময়দানে যে রকম দোয়া দরূদ করিয়াছে সেখানেও তদ্রূপ দোয়া দরূদ করিবে। মোযদালায়ফার এই অবস্থান (অকুফ) হজ্বের একটি ওয়াজেব।

যখন ফর্সা হইবে তখন সূর্য্য উদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা হইবে। মিনাতে সর্বপ্রথম জামরায় আকবার তৃতীয় স্তম্ভের উপর সাতটি কঙ্কর মারিবার সময় হইতে তালবিয়া পড়া বন্ধ করিয়া দিবে। এবং সেখানে আর দাঁড়াইবে না। অতঃপর একরাদ হজ্বকারী ইচ্ছা করিলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া অথবা চুলের কিছু অংশ কাটিয়া এহরাম ছাড়িবে। এখন তাহার জন্য স্ত্রীলোক ব্যতীত আর যাহা হারাম হইয়াছিল তাহা হালাল হইয়াছে।

অতঃপর কোরবানীর দিন সমূহের কোন একদিন মক্কা শরীফ যাইয়া সাতবার তওয়াফে যিয়ারত করিবে। ইহার পর তাহার জন্য স্ত্রীলোক হালাল হইবে। কোরবানীর দিন ফজর হইতে তৃতীয় কোরবানীর দিন পর্য্যন্ত তওয়াফে যিয়ারতের সময়। যদি কেহ ঐ দিনের পরে তওয়াফে যেয়ারত করে তাহা হইলে মাকরূহ হইবে এবং তাহার উপর একটি 'দম' (মেষ বা ছাগ) ওয়াজেব হইবে। এই তওয়াফ হজ্বের একটি ফরজ।

অতঃপর পুনর্বার মিনায় যাইবে এবং কোরবানীর দ্বিতীয় দিনের দ্বি-

প্রহরের পর তিন স্তম্ভের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। প্রথম স্তম্ভ (যাহা মছজিদে খায়ফের নিকটে) হইতে আরম্ভ করিবে এবং সাতটি কঙ্কর মারিবে। এবং প্রত্যেক বারে আল্লাহু আকবার বলিবে এবং কিছু সময় সেখানে দাঁড়াইয়া দোয়া করিবে অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের উপর সাতটি করিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে এবং তৃতীয় স্তম্ভের কাছে আর দাঁড়াইবে না। অতঃপর কোরবানীর তৃতীয় দিনেও পূর্বের ন্যায় তিন স্তম্ভে কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর মক্কা শরীফ চলিয়া আসিবে।

যখন মক্কা হইতে প্রস্থানের ইচ্ছা করিবে তখন রমল ও ছায়ী ব্যতিরেকে সাতবার খোদার ঘরকে বিদায়ী তওয়াফ করিবে। এই তওয়াফ বিদেশীদের জন্য ওয়াজেব; মক্কাবাসীদের জন্য নয়। অতঃপর 'যমযমের' পানি পান করিয়া বায়তুল্লার চৌকাঠ চুম্বন করিবে। এবং তাহার নিজের বক্ষ, পেট ও ডান গাল বায়তুল্লার দরজা ও কাল পাথরের মধ্যস্থিত 'মোলতাযম' নামক স্থানের উপর রাখিবে। এবং কিছু সময় কা'বার গেলাফ হস্ত দ্বারা আকড়িয়া ধরিবে। এবং আল্লাহর সমীপে আজিযী ও এনকেছারীর সহিত অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করিবে। অতঃপর ক্ষুন্ন মনে উল্টা পায়ে 'বাবুল বেদা' নামক দরজা হইতে হইবে।

মক্কায় না গিয়া আরাফাতের দিকে রওয়ানা

যদি কেহ মক্কায় না গিয়া এহরাম বাঁধিয়া ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে যায় এবং তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহার "তওয়াফে কুদুম" লাগিবে না এবং উহা ত্যাগ করার জন্য কোন কাফ্ফারাও লাগিবে না। যদি আরাফাতে ৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর হইতে ১০ই যিলহজ্জ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত কিছু সময় অবস্থান করে তাহা হইলে সে হজ্ব পাইল। এবং যদি কেহ ইহা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার হজ্ব হইল না; সুতরাং সে তখন বায়তুল্লার তওয়াফ ও ছায়ী করিয়া এহরাম ছাড়িয়া দিবে। এবং পরবর্তী বৎসর হজ্ব কাজা করিবে। ইহাতে তাহার কোন 'দম' লাগিবে না।

স্ত্রী-পুরুষের হজ্ব-কার্যে পার্থক্য

স্ত্রীলোক হজ্বের কার্য্যসমূহ পুরুষের ন্যায়ই আদায় করিবে। কিন্তু কয়েকটি বিষয় তাহারা ব্যতিক্রম করিবে। উহা এই—(১) স্ত্রীলোক মুখমণ্ডল খোলা রাখিবে; কিন্তু মাথা খোলা রাখিবে না। (২) স্ব-শব্দে

তালবিয়া পড়িবে না। (৩) তওয়াফের মধ্যে রমল করিবে না। (৪) ছায়ীর সময় সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে দৌড়াইবে না, বরং আস্তে আস্তে হাঁটিবে। (৫) এবং মাথার চুল মুণ্ডন করিবে না, বরং ছোট করিবে। (৬) এবং সেলাই করা জামা-কাপড় পরিধান করিবে। (৭) তওয়াফের সময় কাল পাথরের নিকট পুরুষের ভিড় থাকিলে তথায় যাইবে না। (৮) এবং এহরাম অবস্থায় হায়েয হইলে গোছল করতঃ তওয়াফ ব্যতীত হজ্বের অন্যান্য কার্য আদায় করিবে। (৯) আর যদি তওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েয হয় তাহা হইলে তাহার তাওয়াফে ছদর (বেদা) লাগিবে না এবং উহা ত্যাগ করায় কাফ্ফারাও লাগিবে না।

কেরান হজ্ব

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ *

মীকাত হইতে হজ্ব ও ওমরাহ উভয়ের একত্রে এহরাম বাঁধাকে কেরান হজ্ব বলে। উহার নিয়ত এইরূপ করিবে—

ইহা তামাত্তু' হজ্ব ও এফ্রাদ হইতে উত্তম।

যখন হাজীগণ মক্কা শরীফে প্রবেশ করিবে তখন প্রথমে ওমরার জন্য তওয়াফ ও ছায়ী করিবে। অতঃপর হজ্বের জন্য তওয়াফে কুদুম ও ছায়ী করিবে।

উভয় তওয়াফ ও উভয় ছায়ী যদি এক সঙ্গে করে তবুও জায়েয হইবে। কিন্তু গুনাহ্গার হইবে। যখন দশই যিলহজ্ব তৃতীয় স্তম্ভে প্রথম কঙ্কর মারিবে তখন সে কেরান হজ্বের জন্য একটি কোরবানী করিবে।

তামাত্তু' হজ্ব

তামাত্তু' হজ্ব এই যে, হজ্বের মাসত্রয়ের (সওয়াল, যিলকা'দ যিলহজ্ব) মধ্যে প্রথমঃ ওমরার এহরাম বাঁধিবে। এবং ওমরার কাজ সমাধা করিবার পর এহরাম ছাড়িয়া ৮ই যিলহজ্ব পুনরায় হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধিয়া হজ্বের কাজ সমাধা করিবে। ইহা এফরাদ হজ্ব হইতে উত্তম।

ইহার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মীকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম

বাঁধিবে। এবং মক্কা শরীফ গিয়া উহার জন্য তওয়াফ করিবে। এবং প্রথম তওয়াফের সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পড়া বন্ধ করিবে। অতঃপর ছাফা মারওয়ার ছায়ী করতঃ মাথা মুড়াইয়া এহরাম ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর ৮ই যিলহজ্জ হারাম শরীফ হইতে হজ্জের জন্য এহরাম বাঁধিয়া আরাফাত ময়দানে গমন করিবে। ১০ই যিলহজ্জ তৃতীয় স্তম্ভের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া তামাত্তুর জন্য একটি বকরী বা মেষ কোরবানী করিবে। মক্কাবাসী ও মীকাতের অন্তর্ভূক্ত লোকদের জন্য কেরান ও তামাত্তু হজ্ব করা জায়েজ নহে।

হাজ্জের জন্য উত্তম দিন

৯ই যিলহজ্জ যদি শুক্রবার হয় তাহা হইলে সেই হজ্ব ৭০ বৎসরের হজ্ব হইতে উত্তম।

ইহা দেরায়া কেতাবের প্রণেতা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং রাছুলুল্লাহ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, ৯ই যিলহজ্ব শুক্রবার হইলে সেই হজ্ব ৭০ বৎসরের হজ্ব হইতে উত্তম (নুরুল ইজাহ্)।

হাজীদের জন্য নিষিদ্ধ কার্য্যবলী

নিষিদ্ধ কার্য্যবলী দুই প্রকার—

(ক) এহরামের কারণে নিষেধ—ইহা ৮ প্রকার। (১) সুগন্ধি ব্যবহার করা, (২) সেলাই করা জামা কাপড় পরিধান করা, (৩) মাথা অথবা মুখমণ্ডল ঢাকা, (৪) শরীরের পশম দূর করা, (৪) নখ কাটা (৫) স্ত্রী সহবাস করা, (৭) পশু-পক্ষী শিকার করা, (৮) হজ্বের ওয়াজেব সমূহের কোন একটি তরক করা।

(খ) হারামের সম্মানার্থে নিষেধ—ইহা যে ব্যক্তি এহ্রামধারী নয় তাহার জন্যও নিষেধ। ইহা দুই প্রকার —(১) হারামের কোন পশু পক্ষী শিকার করা, (২) হারামের কোন গাছপালা কাটা (ব্যবহার করা)।

উপরোক্ত অপরাধকারীর প্রতি, অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে একটি অথবা দুইটি 'দম' (কোরবানী) অথবা একটি ছদকা ওয়াজেব হইবে। কিন্তু কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ, কামড়ান কুকুর, মশা, ছারপোকা পিপীলিকা, কীটপতঙ্গ, বানর, কচ্ছপ ও যাহা শিকার নহে তাহা মারিলে কিছুই লাগিবে না।

বিনা এহ্রামে মীকাত অতিক্রম

যে ব্যক্তি বিনা এহ্রামে পঞ্চ মীকাতের কোন এক মীকাত অতিক্রম করিয়া হারামের সীমানার মধ্যে যায়, অতঃপর এহ্রাম বাঁধে, তাহার উপর একটি 'দম' (কোরবানী) ওয়াজেব হইবে। এহ্রাম বাঁধিবার পূর্বে যদি সে মীকাতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার 'দম' মাফ হইয়া যাইবে। যদি কোন বহির্দেশীয় মুসলমান মক্কা শরীফে বিনা এহ্রামে প্রবেশ করে, তবে তাহাকে এহ্রাম বাঁধিয়া ও দম দিয়া অবশ্যই হজ্ব বা ওমরাহ আদায় করিতে হইবে।

বদলী বা নায়েবী হজ্ব

ফরজ হজ্ব করিতে নিজে অক্ষম হইলে মক্কা শরীফ না যাইয়া অপরের দ্বারা হজ্ব করান জায়েয আছে। আসল হজ্বকারী অক্ষম হইলে বা মরিয়া গেলে তাহার প্রতিনিধি দ্বারা হজ্ব করাইবে। প্রতিনিধি মালিকের পক্ষ হইতে নিয়ত করিলে মালিকেরই হজ্ব হইবে। যে একবারও হজ্ব করে নাই, তাহার দ্বারা নায়েবী হজ্ব করাইলে শুদ্ধ হইবে।

হাজ্জের জরুরী দোয়া সমূহ ও তালবীয়াহ্

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ - (صحيحين)

উচ্চারণ: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নেয়মাতা লাকা ওয়াল মুলকু লা শারিকা লাকা।

অর্থ: ইয়া আল্লাহ! উপস্থিত! তোমার গোলাম উপস্থিত। উপস্থিত! তুমিই একমাত্র প্রভু তোমার কোন শরীক নাই। উপস্থিত! তোমার গোলাম, উপস্থিত! সমস্ত প্রসংশা এবং নেয়ামত তোমারই এবং সমস্ত কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য। কোথাও তোমার শরীক নাই

তওয়াফের নিয়ত

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ

مِنْ سَبْعَةِ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ

ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্র ঘর তওয়াফের নিয়ত করছি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে সেই সাত পাক (তওয়াফ) কবুল করে নাও যাহা, হে মহান শক্তিমান আল্লাহতা'য়ালা (একমাত্র তোমারই) জন্য আমি করছি। (এখন হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে সম্ভব হলে তাকে চুম্বন করুন। কিন্তু ভীড় বেশী থাকলে দূরে দাঁড়িয়েই কান পর্যন্ত দু'হাত তুলে বলুন :)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা। (এই বলে দু'হাতই নামিয়ে ফেলুন এবং খানায়ে কাবার প্রথম তওয়াফ শুরু করুন)

প্রথম তওয়াফের দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

আল্লাহতা'য়ালা পুতঃপবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, আর আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সেই আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, পাপ পরিত্যাগ ও এবাদতের শক্তি একমাত্র মহান আল্লাহরই দেয়া। এবং সম্পূর্ণ রহমত ও শান্তি আল্লাহর রাসূল (হজরত মোহাম্মদ)-এর উপর বর্ষিত হোক।

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ

وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

ইয়া আল্লাহ! তোমার উপর ঈমান রেখে, তোমার আহকামের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা মেনে নিয়ে তোমার (সাথে কৃত) ওয়াদাকে পালন করে, তোমার নবী ও তোমার প্রিয় দোস্ত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি আছাল্লাম-এর ছুন্নতকে অনুসরণ করে (আমি এই তওয়াফ করছি)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ

فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ

مِنَ النَّارِ ط

ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই সকল পাপের মার্জনা, সকল বালা-মছিবত থেকে রেহাই আর দ্বীন দুনিয়া ও আখেরাতে চাই ক্ষমা, মার্জনা আর চিরস্থায়ী শান্তি এবং (চাই) বেহেশ্‌তে লাভের সাফল্য ও দোযখের আগুন থেকে মুক্তি (রুকনে ইয়ামানীতে পৌছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে এই দোয়া পড়ুন)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ط وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ

يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ায় এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর এবং আমাদেরকে নেককারদের সাথে বেহেশ্‌তে দাখিল কর। হে মহাপরাক্রান্ত শক্তিমান খোদা, হে মার্জনাকারী, হে সর্বজগতের প্রতিপালক! (এবারে হাজরে আসওয়াদে পৌছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে :) পড়ুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। (বলতে বলতে হাত নামিয়ে ফেলুন এবং এগিয়ে গিয়ে এই দোয়া পড়তে পড়তে দ্বিতীয় বার (তওয়াফ শুরু করুন)

দ্বিতীয় তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ۝ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ ۝ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ۝ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই এই ঘর তোমার ঘর, এই হারাম তোমার হারাম, এখানকার শক্তি ও শান্তি তোমারই প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তোমারই বান্দা (দাস) আর আমিও তোমার একান্ত গোলাম মাত্র, তোমার গোলামের সন্তান। এই স্থান—তোমার সাহায্য লাভ করে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার জায়গা, (কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক) আমাদের শরীরের গোশত এবং চামড়াকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দাও। ইয়া আল্লাহ ঈমানকে আমাদের কাছে (অন্য সমস্ত কিছু থেকে অধিকতর) প্রিয় করে দাও আর উহার সৌন্দর্যকে আমাদের অন্তরে (দৃঢ়ভাবে) বসিয়ে দাও। এবং আমাদের অন্তরে কুফর, নাফরমানী ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও। আর আমাদেরকে সঠিক ও সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। ইয়া

আল্লাহ! তুমি আমাকে সেই মহাদিনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো যেদিন তুমি তোমার সকল বান্দাকে কবর থেকে জিন্দা করবে।

ইয়া আল্লাহ! (সেদিন) কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই, একান্ত অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করো। (রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে এই দোয়া পড়ে ফেলুন হবে এগিয়ে যেতে যেতে নীচের দোয়া পড়ুন।)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও। এবং দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। আর আমাদের পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাথে বেহেশ্‌তে দাখিল কর। হে মহাপরাক্রান্ত শক্তিমান খোদা, হে মার্জনাকারী, হে সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক! (এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় হলে এবং চুম্বন করতে ব্যর্থ হলে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন:)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। (ইহা পড়তে পড়তে তৃতীয় বার (তওয়াফ) শুরু করুন।)

তৃতীয় তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ

وَالْوَلَدَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ

سَخَطِكَ وَالنَّارِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ط

ইয়া আল্লাহ! (তোমার সত্তা ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের মনে) কোনরূপ সন্দেহ (সৃষ্টি হওয়া) থেকে তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; আর (তোমার সাথে কারো) শরীক মনে করা থেকে পানাহ্ চাচ্ছি। (আরো পানাহ্ চাচ্ছি) তোমার আদেশ নির্দেশের বিরোধিতা করা থেকে এবং কপটতা, কু-স্বভাব ও কু দৃশ্য থেকে আর ধন, জন, ও সন্তান-সন্ততির অনিষ্টতা ও ধ্বংস হওয়া থেকে।

ইয়া আল্লাহ! তোমার কাছে আমি তোমার সন্তুষ্টি আর বেহেশ্ত কামনা করি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার গজব (ক্রোধ) ও দোযখের আগুন থেকে।

ইয়া আল্লাহ! তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাই। আরো পানাহ্ চাই জীবন মৃত্যুর আপদ ও বিপদ থেকে। (রুক্নে ইয়ামানী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ করুন এবং এগুতে এগুতে নীচের দোয়া পড়ুন:)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ٥ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ

يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে, এবং বাঁচাও আমাকে দোযখের আযাব থেকে, এবং দাখিল কর আমাকে বেহেশ্তে নেক বান্দাদের সাথে, হে মহাপরাক্রম! হে

মার্জনাকারী! হে বিশ্বপালক! (হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন কিন্তু ভিড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন:)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

শুরু করছি আল্লাহ্র নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর। এই পড়তে পড়তে দু'হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে অগ্রসর হোন, আর এই দোয়া পড়তে পড়তে চতুর্থ তওয়াফ শুরু করুন।

চতুর্থ তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ جْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا

وَّعَمَلًا صَالِحًا مَّقْبُوْلًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمَ مَا فِى

الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ٥ اَللّٰهُمَّ

اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ

مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ

مِنَ النَّارِ ٥ رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِىْ

وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ ٥

হে আল্লাহ্ আমার হজ্বকে কবুল কর, আমার এই প্রচেষ্টাকে সফল কর আমার গুনাহকে মাফ কর, আমার নেক আমলকে কবুল কর আর এমন ব্যবসা নসিব কর যাতে ক্ষতি নেই, হে অন্তরযামী! আমাকে আঁধার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যাও। হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে পেতে চাই তোমার রহমত, পাপ মার্জনার উপায় সব গুনাহ থেকে বাঁচার পথ, সৎকাজের সামর্থ, বেহেশ্ত প্রাপ্তি ও দোযখের আযাব থেকে নাজাত। হে প্রতিপালক! তোমার দেওয়া রুজিতে আমাকে তুষ্টি দাও

বরকত দাও আমাকে তোমার দেওয়া নেয়ামতে, বদলা দাও আমাকে তোমার দেওয়া মুছিবতের জন্য নেকি। (রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করে অগ্রসর হতে থাকবেন এবং পড়বেন :)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

হে প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে বাঁচাও আমাকে দোযখের আযাব থেকে, দাখিল কর আমাকে বেহেশতে নেক বান্দাদের সাথে হে শক্তিমান! হে মার্জনাকারী, হে সর্বজগতের প্রতিপালক! (হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড় থাকলে দূর থেকে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলুন এবং বলুন—)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর (এই পড়তে পড়তে হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে এগুতে থাকুন আর এই দোয়া পাঠের সাথে পঞ্চম বার তওয়াফ শুরু করুন।)

পঞ্চম তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ وَلَا بَاقِىَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَّرِيْئَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا ٥ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَّاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ ط

হে আল্লাহ! তোমার আরশের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দাও যেদিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, এবং তুমি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না, পান করাও আমাকে তোমার নবীর হাউজ থেকে সুশীলতল সুস্বাদু পানীয় যেন এর পর পিপাসা না হয়, তোমার কাছে চাই কল্যাণ যা চেয়েছিলেন তোমার নবী মোহাম্মদ দঃ)। পানাহ্ চাই তোমার কাছে সর্ব অকল্যাণ থেকে যেমন পানাহ্ চেয়েছিলেন তোমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অচ্ছাল্লাম, হে আল্লাহ! চাই তোমার কাছে বেহেশ্ত এবং তার সব নেয়ামত আর সেই কথা, কাজ ও আমল যা বেহেশ্ত লাভে সাহায্য করবে; তোমার কাছে পানাহ্ চাই দোযখ থেকে এবং সে সব কথা, কাজ ও আমল থেকে যা দোযখে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

(রুক্নে ইয়ামানী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ করবেন এবং অগ্রসর হতে হতে পড়বেন :)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে,

রক্ষা কর দোযখের আযাব থেকে এবং দাখিল কর বেহেশ্‌তে নেক বান্দাদের সাথে হে শক্তিমান। হে ক্ষমাশীল। (হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড় বেশী হলে দূর থেকে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে বলুন :)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর (এই পড়তে হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে এগুতে থাকুন আর এই দোয়া পাঠের সাথে পঞ্চম বার (তওয়াফ) শুরু করুন।)

ষষ্ঠ তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَىَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ ط اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِىْ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّىْ وَاَغْنِنِىْ بِحَلٰلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ٥

হে আল্লাহ! আমার উপর তোমার বহু হক আছে আমারও তোমার মধ্যে, এবং আমার ও তোমার সৃষ্টির মধ্যে, হে আল্লাহ! এর মধ্যে যা তোমার তা মাফ কর, আর যা তোমার সৃষ্টির তা মাফ করানোর দায়িত্ব নেও' হালাল কামাই দিয়ে আমাকে হারাম থেকে বাঁচাও বন্দেগীর সামর্থ্য

দিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচাও, তোমার করুণা দিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বাঁচাও, হে অসীম ক্ষমাশীল! হে আল্লাহ! তোমার ঘর তুমি করুণাময় এবং হে আল্লাহ তুমি সহনশীল, মহানুভব, মহিমাময়, তুমি ক্ষমা ভালবাস তাই আমাকে ক্ষমা কর। (রুকনে ইয়ামানী পৌঁছা পর্যন্ত দোয়া শেষ করুন এবং সামনে এগুতে এই দোয়া পড়ুন :)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে বাঁচাও আমাকে দোযখের আযাব থেকে এবং দাখিল কর আমাকে বেহেশ্‌তে নেক বান্দাদের সাথে, হে শক্তিমান হে ক্ষমতাশীল। হে বিশ্বপালক (হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করবেন এবং ভীড় থাকলে দূরে থেকে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন :)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٥

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর (এই বলতে হাত নামান এবং এগিয়ে যান আর নীচের দোয়া পাঠের সাথে সপ্তম (তওয়াফ) শুরু করুন।

সপ্তম তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّكَسْبًا حَلَالًا طَيِّبًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً

بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ - رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّلِحِيْنَ ٥

হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে চাই দৃঢ় ঈমান, সাচ্চা একীন, পর্যাপ্ত রিজিক, ভীতিপূর্ণ অন্তর, তোমার স্মরণে লিপ্তজিহ্ব, পাক হালাল উপার্জন, সত্যিকার তওবা, মরণের আগে তওবা, মরণকালে শান্তি ও মাগফিরাত, মৃত্যুর পর রহমত হিসাবের সময় রেহাই, বেহেশ্‌তে লাভের সাফল্য, দোযখ থেকে নাজাত তোমারই করুণায় হে শক্তিমান! হে ক্ষমতাশীল, হে প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(রুক্‌নে ইয়ামনী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ করুন এবং এগুতে এগুতে নীচের দোয়া পড়ুন:)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণ দাও দুনিয়া এবং আখেরাতে, বাঁচাও দোযখের আযাব থেকে এবং দাখিল কর বেহেশ্‌তে নেক বান্দাদের সাথে, হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্বপালক (হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড় থাকলে দূরে থেকে কান পর্যন্ত হাত তুলে বলুন:)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٥

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর।

(এই বলতে বলতে হাত নামিয়ে নিন এবং এখন মুলতাজেমের কাছে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পড়ুন:-- (হাজরে আসওয়াদ এবং খানায়ে কা'বার চৌকাঠের মাঝখানে যে স্থান তাকে মুলতাজেম বলে।)

মকামে মুলতাজেমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ ٥ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ وَالْاِحْسَانِ ٥ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَاَقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ مُلْتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ مُقِرٌّ بِذُنُوْبِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰى عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ ٥ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَتَضَعَ وِزْرِيْ وَتُصْلِحَ اَمْرِيْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِيْ وَتُنَوِّرَ لِيْ قَبْرِيْ وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ٥

হে আল্লাহ! হে প্রাচীন ঘরের রক্ষক! বাঁচাও আমাদের, আমাদের বাপ, দাদা, মা, বোন এবং সন্তানদের দোযখের আগুন থেকে। হে মেহেরবান! হে করুণাময়! হে কৃপাময়! হে মহান দাতা! হে আল্লাহ! আমাদের সব কাজের পরিণামকে কর সুন্দর, বাঁচাও আমাদের দুনিয়ায় অপমান এবং আখেরাতের আযাব থেকে হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান, দাঁড়িয়ে আছি তোমার ঘরের দরজায়। বুকে জড়িয়ে আছি তোমার ঘরের চৌকাঠ, আকুল হয়ে কাঁদছি তোমার সামনে আরজ করছি তোমার রহমতের, ভয় করছি দোযখের আযাবের, হে চির মেহেরবান! হে